স্বামী-সোহাগিনী

শ্রীমতী কে, এস, কেএইচ্ খাতুন

কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রকাশক তৎপুত্র—

শ্রীযুত খায়রোলবাসার ও সামছেলআরেফ

রাখালিয়া, নোয়াখালী।

১৩২১ সন

মূল্য ॥০ আট আনা

স্বামী-সোহাগিনী

———:———

শ্রীমতী কে, এস্ কেএইচ্ খাতুন

কর্ত্তৃক প্রণীত
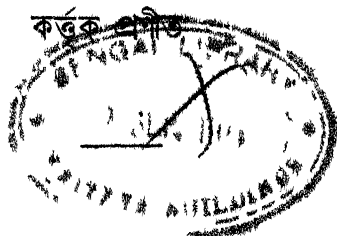
প্রকাশক তৎপুত্র

শ্রীযুত খায়রোলবাসার ও সামছেলআরেফ

রাখালিয়া, নোয়াখালী।

———
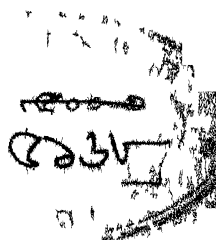
১৩২১ সন

Printed by Satish Chandra Rai
26, Becharam Dewary, at the Jagat Art Press, Dacca.

উপক্রমণিকা।

পরমারাধ্যতম,

শ্রীযুত মুন্‌সি নুররহমান মিঞা,

পুলিশ দারোগা সাহেব শ্রীচরণ কমলেষু,

পোঃ সাগরনাল, জিঃ শ্রীহট্ট, ধর্ম্মনগর থানা।

অসংখ্য সালাম আদাবপর শ্রীপাদপদ্মে অধিনীর বিনীত নিবেদন এই—

স্বামীদেব,

আজ ছয়মাস তেরদিন হইল, অধিনীকে বাড়ী রাখিয়া কার্য্যস্থলে গিয়াছেন, কার্য্যানুরোধে এদিকের সব ভুলিয়া গিয়াছেন, বাড়ীতে আসিবেন কিনা, বোধহয় একবার ভ্রমেও মনে করেন না। অধিনী দিনরাত চিন্তা করিয়া চিন্তার শেষ করিতে পারিতেছেনা। রাতদিন উন্মিলিত চক্ষুতে পন্থপানে চাহিয়া চোক্ ঘোর করিয়া, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু অবশ্যই আসিবেন আসিবেন আকাঙ্ক্ষায় এদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, ফলে নিরাশার স্রোতাকর্ষণে মুখ, চোক শুখাইয়া ফেলিয়াছে। দয়া করিয়া সময় সময় চিঠি লিখার যে অভ্যাস রাখিয়াছেন, উহাতেই অধিনীকে আজতক এদেহ-ভারবহনে সমর্থ করিয়াছেন। চিঠিগুলি প্রাপ্ত হইলেই প্রিয় প্রাণেশ্বরের লিখিত অক্ষরগুলি ও শ্রীঘটিত পূরা নামখানি এবং মধুগত উদ্ধৃত কথাগুলি দেখিয়া ও পড়িয়া প্রাণের প্রণয়াবেগ ভরে মুখে, বুকে, চোকে, কপালে শতসহস্র বার স্থাপন ও চুম্বন করিয়া তৃপ্তিলাভে যে কৌতুহলাক্রান্তা হই, তাহাতেই, প্রিয়তমে! এ অধিনীর অৰ্দ্ধ স্বাস্থ্য বজায় রহিয়াছে

মনে করে। তাহা না হইলে কোন দিন হইতেই চিন্তায় চিন্তায় অধিনীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া কঙ্কালকীর্ণে পরিণত হইত; আর দুরন্ত বিরহাবেগ থাকিতনা, কঙ্কাল জড়িত নিরস হৃদয়ে মমতা জন্মিতনা, নিস্তেজ শিথিলমনে আশার সঞ্চার হইতনা এবং প্রিয় প্রাণেশ্বরকেও খাওয়ায় বসিয়া অধিনীর স্মরণ দোষে বিয়ন উদ্বেগ ভোগ করিতে হইতনা। প্রাণেশ্বর! অধিনী আর আপনার অদর্শন ব্যথা সহ্য করিতে পারিতেছেনা, একেবারে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। চাকুরীতে একদাই ছুটী মিলে না কি? কয়দিনের জন্যেও একবার আসিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, যাইতে পারা যায় না কি? এদিকে সাংসারিক কাজ কারবারেরও অনেকটা সিজিল সুবিধা করিয়া যাইতে পারিতেন্ না কি?

প্রাণেশ্বর! চিঠিতে লিখিয়া জানান যে "চাকর দ্বারা প্রজাকে ডাকাইয়া খাজানা লউন, বর্গাদারকে ডাকাইয়া ফসল লউন, খাতককে ডাকাইয়া কিস্তির টাকা লউন, হাওলাত গৃহিতাকে ডাকাইয়া পাওনা টাকা লউন, দরজীকে ডাকাইয়া ছেলেদের জামাযোড়া লউন, গোয়ালাকে ডাকাইয়া রোজের দুগ্ধ লউন, মাওলানা সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া মৌলদ সরিফ পড়াইয়া লউন, ছেলেদের ওস্তাদ্ জিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাইতে দিয়া সন্তানদের প্রতি আশীর্ব্বাদ লউন, অতিথ মেহ্মানদের উপযুক্ত যত্ন লউন, ইত্যাদি রাশি রাশি কার্য্যের ভার দিয়া আপনার সংসার ঠিক রাখিতে আদেশ পাঠাইয়া দেন। প্রিয় প্রাণেশ্বর! আমি কি বলিতাম বাক্য সরেনা, কি লিখিতাম লেখনী চলেনা, কি জানাইতাম মনে আসেনা,—আপনার এই সকল আদেশ তামিল করিতে হইলে কর্ম্মঠ, শিক্ষিত, ও চোকাল জনৈক মোহরেরই আবশ্যক হয়। আমি মেয়ে মানুষ, সরাই পরদানশিনী, অশিক্ষিতা ও

ভীতা, ছেলে ২টীও সবে শিশু, এ অবস্থায় চাকর দ্বারা (বিশেষতঃ পরের জন্য পরে, আরকতইবা খাটে, চাকরের স্বভাব মতেই খাটে) আপনার এ সংসারের কার্য্য তামিল আশা, কখনই করা যাইতে পারেনা। ছেলের প্রমুখাৎ চাকরকে কার্য্যের হুকুম দিয়া খাটাইতে হয়, কার্য্যের কিতক করিল, জানিতে চাহিয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলে তৎবাচনিক যাহা শুনিতে ও বুঝিতে পারাযায় তাহাই শুনা ও বুঝা হয়। প্রজাথেকে খাজনা লইতে দাখলাপাঠে ভূম্যাধিকারীর স্বাক্ষর কলমে, আপনার নাম বকলমে লিখিয়া বড়ছেলের নাম সহি করিতে দিয়া খাজানা লইয়াছি। প্রজা আপত্তি করিয়া জানাইয়াছিল যে "মিঞার নাম সাহেবানি বকলমে লিখিয়া চেকে সাহেবানির নিজ নাম স্বাক্ষর করিলে ভাল হয়" ইহাতে আমি চেক্‌খাতা নাদিয়া খাজানা লইতে বড়ছেলের দ্বারা নিষেধ করায় প্রজা কি বুঝিয়া পশ্চাৎ ছেলের নাম স্বাক্ষরে বকলমে আপনার নাম লিখাইয়া চেক গ্রহণে খাজানা দিয়াছে। এইক্ষণ প্রাণের জিগীতেষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে--বলুন্‌ত, প্রজার ঐ উক্তিতে প্রাণেশ্বরের হৃদয়ে কতকটা অপমানাঘাত বাজিয়াছে না কি ? আমি আমার নাম লিখিয়া দিতাম, আর প্রজা দাখিলা নিয়া অন্য কে দেখাইয়া "অমুকের" নিকট হইতে খাজানা দিয়া দাখিলা আনিয়াছে বলিয়া আমার ব্যাখ্যা করিত, ইহা কি আমার প্রাণে সহে ? আরও বালতেছি শুনুন—সেই দিন পঞ্চাইত চৌকিদারী ট্যাক্স নিতে আসিয়া শুধু আমাদের হিস্যার জন্য ১।০ পাচ শিকার একখানা চেক বড়ছেলের নিকট পাঠাইয়া ট্যাক্স চাহিয়াছিল এই চেকেধরা দায়া/প্রতি সন্দেহ হওয়ায় গত সনের চেক তল্লাসে অন্য হিস্যাবাদ মাত্র আমাদের হিস্যার জন্য বার্ষিক একটাকা হারের কয়েক খানা চেক পূরান প্রাপ্ত হইয়া এবৎসরের চৌকিদারী ট্যাক্স, পঞ্চাইত

বেশী চাহিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিতে ছেলেকে পাঠাইলে পঞ্চাইৎ তাহার দায়া রেজিষ্টরী দৃষ্টে দাখিলা দিয়াছে উল্লেখে কথিত ১।৹ শিকা চাহিয়া পুনঃ সংবাদ দেওয়ায়, এসময়ে ট্যাক্স দিতে পারিবনা বলিয়া নিষেধ করায় পঞ্চাইৎ ফেরত যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এইক্ষণ লিখিতেছি যে, আমার কাছে আপনার সংসারের ম্যানেজারীটা রাখিয়া আমারত চিন্তাজনিত কষ্ট আছেই এবং আপনারও ক্ষতি করিতেছেন। পঞ্চাইতের দায়া রেজিষ্টরী তলপ দিয়া ট্যাক্স দেওয়া সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু পরাশ্রিত খাতাবহি ও লিখাদি হাতে লইতে ও দেখিতে মনে সঙ্কোচ আসায়, তাহা না করিয়া আপনার অবগতির সময় সাপক্ষ চাহিয়া উহাকে ফেরত দিয়াছি। প্রাণেষ! আপনার সংসারের ম্যানাজারিটা, আপনি বাড়ী আসিয়া করিবার একটা সময় নির্দ্ধারণ করিয়া লউন, না হয় বাড়ীর অন্য কর্ত্তাদের হাতে নিয়োজিত রাখুন। আমি আপনার এইরূপ তর্কিত কারবারাদিতে মনে নিতান্ত ত্যক্ত বোধ করি, অতর্কিত কাজগুলি সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তিই নাই, যে সকল কার্য্যে খটকা বাঝে, বাদ প্রতিবাদ করিতে হয়, ঐসকল কার্য্যের ধারে দিয়াও যাইতে ইচ্ছা হয় না। এই যে—প্রায়ই মুদি খাতা লইয়া উপস্থিত হয়, দোকানি চোথালইয়া উপস্থিত হয়, কাপড়িয়া হিসাব লইয়া উপস্থিত হয়, গোয়ালা তাহার মাস নিকাশি লইয়া উপস্থিত হয়, ধোপা তাহার আজুরা চায়, পরামাণিক মুজুরি চায়, কাঠুরিয়া তাহার রোজ চায় ইত্যাদির হিসাব দাখিল করিয়া আমার হিসাব চেয়ে দাবি বাড়াইয়া ছেলের কাছে টাকা চাহিয়া সংবাদ পাঠায়। আমার হিসাবের সঙ্গে উহাদের কাগজাত মিল করিয়া দেখিতে ঘৃণাহয় গতিকে এইরূপ তার্কিত অবস্থায়ই তাহাদের দাবিকৃত টাকা আদায় করিয়া থাকি, ইহাতে

আপনার অর্থের ক্ষতি হইতেছে বুঝিয়া অশেষ যাতনা, হৃদয়ে পেষণ করিয়া আসিতেছি। ছেলেদের ওস্তাদ্‌জি ও মাষ্টার সাহেব নজরানা, চাঁদা, স্কুল মাহিয়ানা যখন যাহা চাহিয়া থাকেন তখনই তাহা অতর্কিত মনে করিয়া ছেলে দ্বয়ের উন্নতির ইচ্ছায় অতিরিক্ত ভাবেই আদায় করিয়া থাকি। এই জন্যই বলিতেছি যে, ম্যানেজারীটা আমার কাছে না রাখিয়া সমানে সমানে বুঝপ্রবোধ করিয়া লইতেও দিতে পারে মতন জনের কাছে রাখিলেই ভাল হয়। ছেলেগুলিও অবোধ, ইহারা হিসাব নিকাসের কিছুই বুঝিবার জ্ঞান এযাবৎ পায় নাই। অতএব এতদ্‌সম্বন্ধে একটা বিহিত করিতে ভাল মনে করি। অন্যথায় বুঝপ্রবোধ অভাবে আপনার রক্ত শুষ্কোপার্জ্জিত অর্থেরই অপব্যয় হইতেছে জানাইলাম।

প্রাণের স্বামিন!

সংসারের কুল বধূগণ মাত্রেই এ রসমাস জৈষ্ঠ্য, আষাঢ় দিনে আপনাপন পিত্রালয়ে আমকাটালি বেড়ান বেড়াইতে নায়র করিয়া থাকেন, আমি হতভাগিনীর ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আমার পিত্রালয় হইতে চিঠি নিয়া লোক আসিয়া আপনাকে সহ বেড়াইবার নিমিত্ত ক্রমাগত তিন ফির ফেরত গিয়াছে, কিন্তু আপনি বাড়ী নাই, আপনার চাকরীর ঠিকানাতেও নাকি ২। ৩ খানা চিঠি লিখিয়া বেড়াইতে যাওয়ার অনুরোধ শুনাইয়াছেন, আপনি কার্য্যের এমনই ভিঁড়ে ছিলেন যে, শ্বশুর বাড়ীর পূর্ণাকাঙ্খী জামাই ভোজ্‌টাও এক বৎসরের জন্য অবহেলন করিয়া পয়সা উপার্জ্জনেই রহিয়া গেলেন। আচ্ছা, না বেড়াইলেন শ্বশুর বাড়ী নিজবাড়ীতেও অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য আম কাটালের ভোজন লইতে এরসের দিনে আকর্ষণ করিয়াছিল না কি? প্রানের প্রাণ! বোধহয় আম কাটাল

অনেকই খাইয়াছেন, সখের চাকরী দারোগা গিরীতে আম কাটাল কেন, অনেক ফলই খাইতে পাওয়া যায়, তবে অধিনীর আফ্‌শোস এই যে, নিজ বাড়ীর মিষ্টিরসা আমগুলি, মধুগালা কাটালগুলি ও ভেট্‌ বেগারী ফলগুলি স্বামীদেবের ভোজে উঠান ইচ্ছায়, আজ নয় কাল কাল নয় পরশু আসিবেন ২ বলিয়া যতনে রাখিতে ত্রুটি না করিয়া নিদানকালে খাওয়ার অযোগ্য অবস্থায় ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। স্নেহের পুতলি দ্বয়কেও খাইতে দেই নাই, মুরব্বিগণের সেবায় ও হাজির করি নাই, মাত্র মনের ভক্তিতে স্বামীদেবের ভোজন ভজনায় মজিয়া, মজাইয়া পঁচাইয়া ফেলিয়াছি। আমার দুরাদৃষ্ট! কুলবধুগণ আপন মনের ভাব ভরে, আপন পতিদেবের ভোজন ইচ্ছায় নিজ হাতে ভাল খাওয়ার যোগার করিয়া এই মাস ধরিয়াই পতিদেবকে থালা পুরাইয়া, আম কাটালি খাওয়াইয়া মনের আশা পুরিয়া, সেবা করিয়াছেন; অধিনীর আশা মনে মনেই পঁচিয়া গেল। যাউক, সে আশা। ভাবিয়াছিলাম মোবারক ঈদ্‌চাঁদ্‌ উপলক্ষে ঈদেল ফেতরের ছুটী নিয়া পতিদেব অবশ্যই বাড়ী আসিবেন, চিঠি পত্রেও আভাষ পাইয়াছিলাম, সেমতে মনের উল্লাসে জাতীয় প্রধান পর্ব্ব উপলক্ষীয় আহার্য্যাদি অন্যান্য বৎসর তুলনায় কতকটা অতিরিক্ত ভাবেই আয়োজন রাখিয়াছিলাম জৈ্যষ্ঠ মাসে স্বামীদেব বাড়ী আসেন নাই, তৎকালীন ফলরসে সেবা করিতে পারি নাই বিবেচনায়, বাহুল্য কতকগুলি খরচ বহনে সহর হইতে অকালের আম কাটাল যোগাড় করিয়াছিলাম। পতি মনোরঞ্জন জন্য আপন ঘর, দ্বার, খাট, পালঙ্গ, আসবাবাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় রাখিয়াছিলাম। পরিধেয় পোষাকাদি পরিষ্কার পরিপাট্টতায় রাখিয়াছিলাম, সেবা মনে করিয়া খুলিয়া রাখা অলঙ্কার গুলি সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া ব্রাশে মাজিয়া সব ঠিকঠাক্‌ রাখিয়াছিলাম। বাসনা

করিয়াছিলাম যে, পতিদেবের শুভাগমন শুনিবা মাত্রই তাড়াতাড়ি পোষাক ও গহনাগুলি পরিধান করিয়া অষ্টঅঙ্গ সাজে পতিদেবের-শুভাগমন বরণ করিব, পদতলে প'ড়িয়া মোবারক ঈদ উৎসব লইব এবং সাধের খাওয়া দিয়া পতিসেবা করিব ইত্যাদি। অধিনীর দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য যায় কই ? ঈদচাঁদ গেল, দিনের পর কত দিন চলিয়া গেল, পতিদেবের আসা হইল কই? আসার মধ্যে সপ্তাহ অন্তর এক চিঠিই আসিল, ছুটীপায়েন নাই গতিকে আসা হইলনা খবর দিল, সঙ্গে সঙ্গে অধিনীর আশা ভরসাও ফুড়াইল, অকালের যোগাড়িত আম কাটালগুলিও পঁচিয়া গেল। রূপ-বাহারী সাড়ি ও গহনাগুলি অভাগিনীর অঙ্গে না মিশিয়া চক্ষের দেখায় শান্তি দিয়া পুনঃ সেবা সিন্দুকেই স্থান লইল। পতিদেবের শুভাগমন হইলে অধিনীর অঙ্গাবরণ হইতে পারিবে বলিয়া আশ্বাসিত করিল। প্রাণের স্বামিন, অধিনীকে এইরূপ সুখেই রাখিয়াছেন। দিন রাত এইরূপ সুখে থাকিয়াই স্বামীদেবের সুস্থ শরীরও দীর্ঘ আয়ু প্রার্থণা করিয়া অধিনী জীবন যাপন করিতেছে।

বাড়ীর অন্যবিধ খবর ভাল, খোদাতালার ইচ্ছায় ছেলে দ্বয়ও ভাল আছে। আগামীতে কুশল সংবাদ সহ নিম্নলিখিত নিবেদনের সমুচিত উত্তর পাইতে প্রার্থনা করি।

অতএব নিবেদন এই যে—

প্রাণের জিবীতেষ, আমি নিত্য ২ দৈনিক যাবতীয় কর্ম্ম সমাধা করিয়া যখন যে অবসর পাইতাম, তখনই আপনাকে স্মরণ করিয়া অনুপস্থিতি দুঃখ যাতনায় মাত্রা ছাড়িয়া যাইতাম। দুঃখে ২ কর্ত্তব্য সাধন পক্ষেও কুঁড়ে হইয়া পড়িতাম, কাজেই অবসর সময়কে অন্য কোন কাজে আবদ্ধ করিতে পারিলে হয়ত ঐ কার্য্য প্রসঙ্গে মন

খেলিতে থাকিলে আপনার সেবা ও অনুপস্থিতি দুঃখ যাতনা কীয়ৎ কালের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পারিব আকাঙ্ক্ষায় একটা ক্ষেত্র ধরিয়া চিন্তা করিতে বসিতাম, ফলে একটু একটু করিয়া অনেক কল্পনা ধরিয়াছিলাম, অবশেষে উহা পুস্তকাকারে রাখিতে বাসনা করিয়া লিখিতে বসিয়াছিলাম, লিখিতে ২ প্রাণের স্বামিন! অনধিক ২০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়া পুরিলাম, দেখিলাম যে, যাহা লিখিয়াছি, খোদাতালার ইচ্ছায়ও আপনার আশীর্ব্বাদে তাহার একটা ভিত্তি সঙ্গে ২ দণ্ডায়মান আছেই। স্বামিন, আমি মেয়ে মানুষ, আর কি লিখিতে জানিব? স্বামীখেদমত মনে করিয়াই কতকগুলি উপদেশ স্থলে আপন সম্প্রদায় মেয়ে মানুষকে তাহাদের স্বামী সোহাগিণী হইতে পথ বলিয়া দিয়াছি। পাণ্ডুলিপি খানির নাম "স্বামীসেহাগিণী" রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুস্তকখানি আমার নিজ সম্প্রদায়ী মেয়েছেলের হাতে উঠে, আমার বাসনা। পুস্তক খানি সাধারণ্যে প্রচার জন্য আমার একান্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আপনি দয়া করিয়া অভিমত প্রকাশে অধিনীর মনস্কাম পূর্ণ করুন, মন সাধের সহিত এই প্রার্থনা জানাইতেছি। অনুগ্রহ ক্রমে আপনি বহিখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া প্রেসের ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারককে লিখাপড়া ক্রমে কার্য্যারম্ভ করিয়া দেওয়ার সুবিধা করিতেও প্রার্থনা করি। আপনি না করিলে আমার একার্য্যের ভার কে গ্রহণ করিবে?

অধিনী প্রিয়তমের অদর্শনে নিতান্ত দুঃখিতা ও কাতরা। দয়া করিয়া অত্র চিঠির সদুত্তরের সঙ্গে ২ বাড়ী আসেন প্রার্থনা। ইতি

১৩২০ বাঙ্গলা
১লা বৈশাখ

স্বামীদেবের পদ নিছনি।
শ্রীমতী কে, এছ, কেএচ্চ, খাতুন।

দোয়াপর সমাচার এই,

প্রিয় প্রাণপ্রতিমে, আপনার সুদীর্ঘাকারের প্রেম লিপিখানি প্রাপ্তান্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই পরাধীনতা স্বীকার করিয়া পরের কাজকর্ম্মে অহর্নিশি প্রাণপণে খাটীয়া ব্যস্ত আছি। প্রিয়ে, পরাধীনে স্বেচ্ছাচারিতা নাই, সুখ দুঃখ জ্ঞান গণ্য নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, সুখের কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে মাত্র কার্য্য সাধন করা হইয়াছে কিনা উগ্রবাক্যে তাড়া তাগিদই আছে। প্রিয়ে, হয়ত ভাবিতেছেন, সুখের চাকরী দারোগাগিরীতে, রাজক্ষমতায় অসাধারণ বলিয়ান হইয়া আধিপত্বতার গৌরবে কর্ত্তৃত্বই করিতেছি, বিক্রমতাই দেখাইতেছি, উৎপীড়নে পরের থলিয়ার কড়িই আত্মসাৎ করিতেছি, পদের অহঙ্কারে সাধারণে তৃণ জ্ঞান করিতেছি, মনের সাধে বুক ফুলাইয়া কতইবা করিতেছি ইত্যাদি। প্রিয়ে, না ঐ সব কিছুই না; মাত্র প্রকৃত পক্ষে আপনার উহা, একটা কল্পনা হইতে পারে। চিঠিতে যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, আমাকে সন্দেহ করিয়া কতকটা শিলাবৃষ্টি যে বর্ষণ করিয়াছেন নিঃসন্দেহ।

প্রিয়ে, বাড়ী আসিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, দুর্ভাগ্য দরুণ একবারও লাভমান হইতে পারি নাই, বাড়ী আসিতে, সবকে দেখিতে শ্বশুর বাড়ী বেড়াইতে, ইত্যাদিতে ব্যগ্রতা আছে কিনা জানাইতে চাহি না; আমার অন্তরাত্মাই জানুক। আপনার চিঠিগত ভাবে একবার এত উতলা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ভাবিয়াছিলাম এমন পিঞ্জিরাবদ্ধ চাকরী আর করিব না, পরাধীনতা ছাড়িয়া বাড়ী যাইব, স্ত্রী সহচর হইয়া ছেলেপেলের মুখ দেখিব, পরাধীনতা পায় ঠেলিয়া স্বাধীন হইব. পৈতৃক যাহা আছে খুটিয়া খাইব, ভার্য্যাদিষ্ট হইয়া শ্বশুর বাড়ী বেড়াইতে যাইব ইত্যাদি, হঠাৎ স্মরণ হইল যে—

গড়িতে বিষম হয়, টুটিতে সহজ,

আগু পিছু ভেবে কাজ, করিও মনজ ; (মনুজ)

এই উপদেশ সার অবশ্য উপেক্ষনীয় নহে ও চাকরীই পুরুষের অঙ্গ ভূষণ মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে দয়াময়কে ডাকিয়া নিরস্ত রহিলাম। ভরসা পাতিলাম যে, ১০।২০৲ টাকা খরচ হইলেও ছুটী নিয়া আগামী মাসে বাড়ী ছুটিবই।

প্রিয়ে, বাস্তবিক আমার সংসার নিয়া আপনার কতকটা অসুবিধা বর্ত্তমানই আছে। আপনি অসুবিধা মনে করিলে টাকা পয়সার কার্য্য ভারে আর কাহাকেইবা রাখি? ঐরূপ বিশ্বাসি আর কে? যদি সংসার যাত্রার অনুরোধে মুদি মহাজনের হিসাবের খাতা, চোথা দেখিতেও আপনার স্বভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে প্রাপকের দাবিকৃত টাকাকেই অতর্কিত মনে করিয়া দেওয়াইবেন, হয় হউক, আমার অর্থের ক্ষতি ; কি করিব। খাজানা লইতে চালানে যে বড় ছেলের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। মুড়ি চেকে ও প্রজাপ্রাপ্ত চেকে সম্পূর্ণ সমাঞ্জস্যতা রাখিবেন। তৌজি বহিতে সঙ্গে সঙ্গে উশিল লিখিয়া রাখিবেন। পথকর, ছেহ্ন, পোল্তা ও চেক খরচ লইবেন। বকেয়া খাজানার সুদ ও তহরি লওয়ার জন্য গত সন বলিয়াছিলাম, আপনি সেরেস্তার কার্য্য নিজে করেন উল্লেখে প্রজাকে তহরি মাপ দিয়াছেন, সুদ লওয়া শাস্ত্রে জঘন্য নিষেধ বলিয়া লয়েন নাই ; যদি এ বৎসরও সেইরূপ করেন, তবে আয়েরই খর্ব্ব করিলেন, জানিবেন।

চৌকিদারী টাক্স, ছাপার চেকে পঞ্চাইতের স্বাক্ষরসহ স্পষ্টরূপে দাবির হিসাব উদ্ধৃত থাকিলে, ঐ হারেই আদায় করিবেন। দয়াময়ের মরজী হইলে বাড়ী পহুছিয়াই একটা বিহিত করিতে পারিব।

আপনি যে একখানা বহি লিখিয়াছেন বলিয়া আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, বাস্তবিক এ সংবাদে আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না। আমি এত পুলকিত হইয়াছি যে, মনে হয় যেন লম্ফ দিয়াই স্বর্গাকাশে আরোহণ করিয়াছি। আমি বাড়ী ছাড়া মাত্র ৬ মাস, এই অল্পকালের মধ্যে যে আপনি ২০০ পৃষ্ঠায় পতি পরিচর্য্যা সম্বন্ধীয় একখানি বহি লিখিয়াছেন, আপনার এই একাগ্রতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি যে, আপনি মনেমজ্জায় অতি ঠাণ্ডা ও রচনা শক্তিতে প্রবলা হন, তাই বোধ করি এরূপ একটা অসাধ্য কাজ অল্প সময়েই সাধন সম্পর্কে কৃত কার্য্য হইয়াছেন। আপনাকে শত আশীর্ব্বাদে ধন্য দিয়া বলিতেছি যে, সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকিলে, বহিখানির ভাষাগত নির্দ্দোষ, বর্ণাশুদ্ধিতে নির্ভূল, উপদেশের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া পরিষ্কার হাতে লিখিয়া প্রস্তুত রাখিয়া দেন। খোদাতালার ইচ্ছা হইলে আমি বাড়ী আসিয়া আদ্যোপান্ত অবলোকন ক্রমে প্রকাশ উপযোগী বিবেচনা করিলে যন্ত্রস্থ ইচ্ছায় প্রেসে পাঠাইয়া দিব।

প্রিয়ে, এইক্ষণ বিদায় চাই, পরাধীনতার চাপে আরোধিক আলাপে নিষ্ফল হইলাম। আশাকরি ছুটী পাইলে প্রাণ ভরিয়া আলাপ পাড়িয়া বাসনা পুরাইব।

নিং

আপনার স্বামীদেব।

স্বামী সোহাগিনী

স্বামী সোহাগিনীর বক্তব্য।

স্বামী সোহাগিনী বলিতেছেন যে, সংসারে স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ই বিশুদ্ধ প্রণয়, শাস্ত্র সঙ্গত পরিণয়ই প্রণয়ের মূল, শাস্ত্রধারী সম্প্রদায় মাত্রই তাহাদের চিরন্তন প্রথানুযায়ী সমূচিত আড়ম্বরে ও সাময়িক ব্যয়বহনে স্ত্রীপুরুষকে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে রাখিয়া সেই পবিত্র প্রণয়ের ভোগদায়ী হইতে দেয় ও থাকে।

খোদাতালার ইচ্ছায় কাহারও এবন্ধন অবিচ্ছেদ ভাবে জীবমান বলবত থাকিয়া উত্তরোত্তর অকাট্য প্রেমের দৃঢ় বন্ধনে জড়িভুত হয়, কাহারও কিছুকালের জন্য একভাবে চলিতে থাকিয়া ক্রমশঃ পরস্পর আচরণ দোষেই হউক, অথবা অপ্রীতি ভাবেই হউক, একে অপরের কাছছাড়া ও অসংশ্রবতা পসন্দ করিয়া পরিণয়-পবিত্র-মুলখানি উৎপাটন করিয়া দেয়।

অনেক স্থলে পুরুষকেই শেষোক্ত বিষয়সম্পর্ক সমর্থনকারী বলিয়া দেখা যায়। স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃই দয়া পরবশা, যদিও পুরুষের মনোগত অনেকটা অবগত, তত্রাচ পুরুষের মনোমতন কার্য্য হইতে বাধা দিতে উগ্র প্রকৃতির পরবশা হইয়া অগ্রবর্ত্তীনী হইতে চায়না, বরং নিরবে স্বীয় পুরুষের প্রদত্ত নিজ অধিকারীত্ব

অপরের নিকট অযতনে লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া অসহনীয় যন্ত্রনা ভোগ করিয়া থাকে। এ যন্ত্রনা স্ত্রী জাতীর অনম্মোচনীয় ব্যাধি হয় এবং ইহা কালে কালে অনন্তকাল পর্যান্ত স্মরণ-স্থলীয় হয়।

স্ত্রীজাতির কতকগুলি ভুল বিবেচনা আছে, পুরুষ স্পর্শি হইয়া কিছুদিন মনতুষ্টিতে সময় ধরিয়াই একটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লয় যে, এ পুরুষ আমার জীবন স্বামী, স্বামীর আবাস বাড়ী, জিনিষাদি আসবাব চাকর চাকরাণী ইত্যাদির একমাত্র মালিকানই আমি; উপযুক্ত মতে যত্ন না করিলে অভাব অবস্থায় আমারই ক্ষতি ও ন্যূনতা স্বীকার করিতে হইবে, যাহাতে আমার এ সর্ব্বস্বপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও মুহুর্ত্তের যত্নত্রুটী না হয়, তৎপক্ষে আহার বিহার ও সুখ শান্তি পরিত্যাগে প্রাণপণ করিয়া এক বাক্যে লাগিয়া থাকা বিধি, এইরূপ মনে স্ত্রীজাতি স্বামীর গৃহিনী হইয়া অহর্নিশি অবিশ্রান্ত খাটিয়া স্বামীর ও পুত্রকন্যার মঙ্গল যোগে সংসারের উন্নতি কল্পে নিজ স্বাস্থ্য ও স্বার্থহারা হইয়া আঙ্গিক প্রাকৃতিক স্থূলবল শোভানাশকরিয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা স্বামী সোহাগিনী হইয়া মন পাইতে বাসনা করে, কিন্তু কদাপি ভাবিতেছেনা যে, হয়ত তাহার এই কৃতকার্য্যের ফল স্বামীর নয়নেচ্ছুক না হইয়া তাহার প্রাকৃতিক শোভা স্বামীর মনলোভা না হইলে স্বামীকে দিগন্তর বাহুবেষ্টনে দেখিতে হইবে ও তজ্জনিত বিষময় ফলভোগকরিতে হইবে।

আমিও স্ত্রীজাতির একজন, সংসারে পদার্পণ করিয়া অর্থাৎ স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া অনেকই দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, দেখিলাম স্বামীবলই স্ত্রীজাতির জীবনের সুখ সম্বল, এ সম্বল নিজ আয়ত্ববলে অটল রাখিতে স্ত্রীজাতি পক্ষে সহজ সাধ্য মনে করি। কেননা সর্ব্ববাদিসম্মত বিশুদ্ধ ও নিস্ফুট বিধান-গুলিই যখন সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টিত, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার সেই সৃষ্টিরাজির মধ্যে ভিন্ন ২ আকার ভেদে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষত্ব বিকাশ রহিয়াছেই নিঃসন্দেহ। সত্যতার প্রমান এই যে, ভগিনি! সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায়ই আমাদের ভাই ভগিনী আছে, স্থির দৃষ্টিতে খুঁজিয়া দেখিলেই অবশ্য দেখিতে পাইবে, আমরা ভাই ভগিনীতে স্বাভাবিক মত কত প্রভেদ আছি। এই প্রভেদ হইতেই আমাদের ভাই ও ভগিনীকে ঐশ্বরিক দান মতে লাভক্ষতি ভোগ করিতে হইয়াছে। ইহা সেই সৃষ্টি-কর্ত্তার সৃজন বাসনা। আমরা ভগিনীগণ খোদা প্রদত্ত স্বাভাবিক গুণরসে যেরূপ পরিপ্লুতা, ভাইগণ তৎবিষয়ে শুষ্কপ্রায় রহি-য়াছেন নিঃসন্দেহ। এবং ভাইগণ যে যে স্বাভাবিক বলে সুসজ্জিত আছেন, ভগিনীগণ তদ্দদ্‌প্রাবল্যতার আদৌ উৎসুকতা মনে লইতে অভিপ্রেতা নহেন ; কারণ ভগিনীগণ মনে করিতে-ছেন ঐশ্বরিক দয়াতে তাহাদের শরীর যে প্রকার রঙ্গ শক্তিতে ও বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ, মনদেবীও তদনুরূপ অনুপম সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র হইতে ত্রুটি রহে নাই। দয়াময়, ভাই ভগিনীকে দ্রষ্টব্য পথে রাখিয়া শ্রেষ্ঠতম, তর সিদ্ধান্ত করাইতে ভাই ভগিনী

রূপ বৃক্ষ দুটী শাখা প্রশাখায় ও পত্র পল্লবে সাজাইয়া ভগিনীকেই অপেক্ষাকৃত ছায়াবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ভাই-গণকে ঐ ছায়ার আশ্রিত হইয়া অনুতাপিত দেহের ও মনের শান্তি বিধান করিতে উভয়কেই হুকুম দিয়াছেন।

এই হুকুম বলেই সংসারের মানব মানবী বিবাহ উৎসবে মাতিয়া আত্মার শান্তি বিধানে ব্যগ্র থাকিয়া একের পুত্র, দুয়ের পুত্রি, তৃতীয়ের পুত্র, চতুর্থের পুত্রি যোড় ধরিয়া মানব মানবী পুত্র কন্যার বিবাহ উৎসব করে। এবং ফলে পুত্র, কন্যার স্বামী; কন্যা পুত্রের স্ত্রী হইতে দেয়। এইরূপে স্বামী, স্ত্রীর আশ্রিত হইয়া সংসারে স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ই বিশুদ্ধ প্রণয় করিয়া লয়। এবং এই প্রণয়ের ফল দ্বারাই জগত পাতা জগদীশ্বর জগতের সৃষ্টি ও শোভা বৃদ্ধির বাসনা পূর্ণ করিতেছেন।

যখন স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ই বিশুদ্ধ প্রণয় হয়, তখন এই প্রণয়ের উৎপন্নজাত ফলের নাম 'মমতা' রাখিতে কোন দোষই দেখা যায় না। এই মমতাই স্বামী স্ত্রীর পুত্রপুত্রি, এই পুত্র-পুত্রিই জনক জননীর প্রাণাধিকা স্নেহের পুতুল পুতুলি হয়। এই পুতুল পুতুলি বয়ঃক্রমে বিবাহ যোগ্য হইলে বিবাহ বন্ধনের অনুষ্ঠান করে। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যা পুতুলিকে বিবাহ দিতে বাসনা করিয়া বর সদ্বংশজাত, শিক্ষাগুণে অলঙ্কৃত, স্বভাব চরিত্রে উৎকৃষ্ট, আকারে নাতি দীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, অষ্টাঙ্গ সুন্দর দেখিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লয়, এবং বাসের উপযুক্ত রঙ্গ ভবনে পরিধানোপযোগী সুবর্ণ খচিত বসন ভূষণে, গ্রাসাচ্ছাদনার্থ

নগদ ঐশ্বর্য্য গ্রহণে এবং শান্তি ভোগ বর্দ্ধনার্থ নয়নে ২, গ্রথিত রাখার করারীয় পত্রে, স্নেহের পুতলিকে অধিকন্তু ভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছে দেখিলে সত্য ধর্ম্ম সরাপাঠকারী পুরোহিতের সিদ্ধ-বাক্য দ্বারা কন্যা সুমতির স্বামী বরণ সন্মতি লইয়া নির্ব্বাচিত যোগ্য বর, বরসাজে সভামণ্ডলির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেব-ধর্ম্মকে সাক্ষী ক্রমে সতত প্রাণদিয়া তুষিবে অঙ্গীকারে ও সসন্মানে সেই মনতোষিণী বরমাল্য পরিধান করিয়া লইলে, অতঃপর জনক জননী সপুরোহিত বরকন্যাকে পরস্পরের পাণি-গ্রহণ করিতে একমাত্র জগদীশ ভরসায় উভয়কে উভয়ের কাছে সমর্পন করেন। ইহা হইতেই স্বামী স্ত্রী পরস্পর করগ্রাসিত হইয়া শান্তিময় দাম্পত্ত রাজ্যে আজীবণ ভাসমান অবস্থান করিতে থাকে।

ভগিনী, আমি কোথায় আসিয়া পড়িলাম, কথায় ২ কথার প্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম ও অনেক কথার শাখা প্রশাখায় বাউনি দিয়া চলিলাম, আমার বক্তব্য ছিল কি, বলি কি; আমার উদ্দেশ্য কি, দেখাই কি; দেখিতে দেখিতে ভগিনি, এস্থলে তোমার বিবাহও দেখিলাম, স্বামীও চিনাইলাম।

লো নবোঢ়া ভগিনি! আজ তোমার শুভদিন, তোমার শুভ লগ্ন, শুভ ক্রিয়া, শুভ আমোদ, শুভ প্রমোদ, শুভ আগার, শুভ ভাণ্ডার, শুভ স্বামী, শুভা তুমি, শুভা তোমার কাল বাসরী। ভগিনি, আজ তুমি দাম্পত্ত সম্রাজ্ঞি, দাম্পত্ত সুখ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া একমাত্র প্রভুত্ব স্বীকারে আগত তোমার

প্রধান অমাত্য স্বামীদেবকে কি প্রকারে তোমার হৃদয়-রাজ্যের অধিকার ও ভোগ দখল পাইতে পারে এবং তৎভোগ বিলাসে চরিতার্থ হইতে পারে ইত্যাদি প্রেমাবলী পাঠ করিতে দিয়া তোমার হৃদয়-রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজধানী সমূহের পরিচয়েতে সমুচিতাচরণে নিযুক্ত থাকিয়া স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিতেছ, এবং তৎস্বামীদেবও জীবনের ব্রত বিশ্বাসী হইয়া ঐ সকল মহামূল্যবান, রূপলাবণ্যময়ী, অতুল সুন্দর, চিত্ত রঞ্জক, অমৃত দ্রব্যাদির অস্তিত্ব হস্তগত, মুক্ত ও ভুক্ত অবলোকন করিয়া যথাসম্ভব যতন সম্ভূতে পরস্পরের ভোগ বিলাসার্থ চোকে চোকে প্রহরী স্বরূপ থাকিয়া আজীবন ইষ্ট সাধনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। তবে আর কি ভগিনি! যাও, এখনই যাও, উভয়ে উভয়ের কাছে প্রেম বিনিময়ে বিকি কিনি হও, পরস্পর পরস্পরের প্রেম সাগরে ডুব দিয়া ছোঁয়াছুঁই খেলায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে আত্মহারা হও। দেখিও, যেন হঠাৎ ছোঁয়ায়-ধরা নাপড়, অনেক কৌশল খেলিও। চতুরতা দেখাইও, ছলে আত্ম গোপনকরিতে প্রয়াসী হইও, ধরা দেও দেও করিয়াও পুনঃ লুকাইও। ধরিতে না পারিয়া খেলুকের বিরহ-আবেগ বৃদ্ধি হইতে দিও। অগত্যা মন বুঝিয়া স্বেচ্ছাচারীতে ধরা পড়িয়া আলিঙ্গন মানিও। মনে মন মিশাইও, লোভ দেখাইয়া মন হরিও, শান্তি সকাশে গৌনে আদৃত হইও। সরসে ভুলিয়া রাজধানীগুলির রূপলাবন্য পীড়নে বাঞ্ছিত হইও না। জানিও, প্রজাহীন রাজ্যের জ্যোতি নাই, রাজ্ঞির আধিপত্য নাই, গৌরব

নাই, সৌরভ নাই, সুখশান্তি নাই ইত্যাদি, মনেও রাখিও। এবং নিজ ত্বরিত বুদ্ধি বলে যখন যাহা ঘটে, উপস্থিত কার্য্যের মীমাংসাও করিও। আমি এখন ফিরি, দেখি গিয়া তোমার স্নেহময়ী জননী তোমাকে হারাইয়া কি করিতেছেন। সুবিধা পাইলে হয়ত, পুনঃ তোমাকে দেখিয়া যাইব। আশীর্ব্বাদ করি, আজীবন দাম্পত্য সুখ সিংহাসনে অক্ষুণ্ণ ভাবে আসীন হইয়া সমুচিত সুখ ভোগে জীয়ন্ত প্রাণা হওতঃ স্বামী-সোহাগিনী হও।

"মমতা" এই জিনিষটী সংসারে 'মা' নামক রতনেই আনয়ন করিয়াছেন। এই মমতা মা'কে বিশুদ্ধ প্রণয়ের জাত ফল করিয়া বিধাতা পুরস্কার করিয়াছেন। এই গুণে সংসারে মা— অসীম গুণান্বিতা, সংসারের অনন্ত বেদনা মা'র কাছে তুচ্ছ, পুঞ্জিকৃত বৈভবাদির লোভ ভোগেও মা ঔদাস্য। মায়ের জঠর গত প্রসূতই তাঁহার কাছে সর্ব্ব দুঃখ হারক, হর্ষ বর্দ্ধক ও সর্ব্ব সুখোচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত। মায়ের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও দুঃখ বিপ্লুতা একদা ভুলিয়া গিয়া প্রসূতের নিত্য সুখ কামনাই প্রধান ভাব্য। আজ মা, তাঁহার সেই স্নেহের পুত্তলিকে জামতাগারে পাঠাইয়া মাত্র অগোচর বেদনায় কি করিতেছেন নিম্নে দ্রষ্টব্য—

মায়ের আর্ত্তনাদ—

হায়! কি করিনু অভাগিনী নাম লিয়া মুখে,
পরিণয় দিতে মেয়ে মজি কল্প সুখে॥

অভাগী মায়েরে বুঝি শণি পেয়ে ছিল,
তাই বলি তাড়াতাড়ি ঘটকালি দিল।
কেন যে অভাগিনী বারেক ভাবে নাই,
বিয়ে দিলে নিয়ে যাবে, মেয়েকে জামাই ॥
মেয়ে যে মায়ের তন্ত্রি, হৃদিছেড়া হার।
গলে ২ থাকা যার ছিল অধিকার ॥
মেয়ে যে আঁচলধন আঁচলে আঁচলে,
থাকিয়ে সতত চুম পেয়েছে কপোলে ॥
মেয়ে যে জীবন পাখী মায়ের কোঠরে,
পক্ষ হীন রাত্র-দিন থাকিত নজরে ॥
সেই যে মায়ের রত্ন আজ অগোচর,
সুখ স্বয়ম্বরে হায়! দুঃখ স্বয়ম্বর !!
অভাগী মায়ের পুরী করি অন্ধকার।
ডাকিয়ে দিলেম মেয়ে জামাইরাগার,
জামাই বাড়ী, যম বাড়ী তুল্যবাড়ী হয়।
যথা জামাই তথা যম, কেহ ক্ষুদ্র নয় ॥
নিষ্ঠুর শমন যেন, ভীষণ মূর্ত্তিতে,
সরোষে উপস্থিত হয় প্রাণীকে হরিতে ॥
মায়ের কোলের শিশু সজোরে ছিনিয়া,
যেরূপ পলায় যম, নিরিদয় হৈয়া ॥
মায়ের দুলর্ভ মেয়ে দুখের দুগ্‌দুগি,
যাহার সম্ভোগ মা, অভাবে বিয়োগী,

তেমনি দুলর্ভ ধন মায়ের দুগ্‌দুগি,
মায়ের বিরষে জামাই থাকেন উদ্যোগী ॥
লইতে ছিনিয়া মেয়ে, নিতে নিজাগার।
অথবা করিতে স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার ॥
হায়! অভাগী মায়ের ভাগ্যে যদি হেন হয়,
নিশ্চয় ভাবিবে মায় প্রাণ বিষময়।
মেয়ে সুখ না শুনিলে অভাগিনী মায়,
জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে দহিবে সদায় ॥
না জানি কতাধিক সংসার চাপনে,
ব্যতিব্যস্থ থাকে নিত্য অসহ্য যাতনে।
জন্মিয়ে মায়ের ঘরে মায়ের যাদুধন,
দুঃখ কষ্ট কাকে বলে চিনেনি কখন ॥
স্বপনে পড়িয়ে কভু অথবা ভরমে,
ফিরেনি কখন মেয়ে দুঃখ দেবী সঙ্গমে ॥
সুখ দেবী সহচরা ছিল সদাকাল।
শান্তি সুখ ক্রোড়ে করি কাটায়েছে কাল ॥
কুত্রাপি বিরষমনা মাকে দেখি নাই।
বিরাজ করিছে নিত্য সুখ-স্বর্গ পাই ॥
অধীনতা লেশ মাত্র নাহি ছিল বোধ,
স্বাধীনের চূড়ামণি লভিছে প্রমোদ ॥
শোক তাপ হীনা হয়ে নির্ভীকা অন্তরে,
যথেচ্ছা ভ্রমিছে মায়ে, অন্দর বাহিরে ॥

সেই সাধে দিয়ে বাদ অভাগিনী মায়।
ডাকিয়ে আনিয়ে মায়, ফেলিলাম দায় ॥
দৃঢ় করে বেঁধে মায়, বিবাহ-রজ্জুতে,
পরাধীন ক রে দিলেম পরের করেতে ॥
পর কর পব ঘর পরের নির্ভর,
পরাধীনে হয় হৃদি দুঃখে ঝর, ঝর ॥
পরের প্রতাপে পর হলে পরবশ,
হতাশে উদাস থাকে পরাণে অবশ ॥
পরের প্রখর বাক্যে পরাণ বিদরে,
পরের বেলায় পর নিরিদয় ধরে ॥
পরের কর্কশ বাতে মন পোড়া যায়।
হেন পরে জীবন তবে সপিলাম মায় ॥
মায়ের নয়ন মণি স্নেহের তোষিণী।
সুধাকরের স্নিগ্ধ চেয়ে স্নিগ্ধ ভাষিণী,
পদ্ম কি শাল্মলি ফুলে যথা স্বভাব ধরে।
দিবাকরে ম্রিয়মান, তুষ্টা নিশাকরে ॥
মায়ের পরাণ ভাবি তেমনিই হবে।
স্বভাবে মিলিলে তুষ্টা, অতুষ্টা অভাবে ॥
হায়রে মায়ের প্রাণ! বুঝি দুঃখ বেগে।
জিউ ২ করি ডাক ছাড়িতেছ—রেগে ॥
বুঝিবা খুঁজিছ কত নানাহ কৌশল।
ভাঙ্গিতে মনের ক্ষেদে বিবাহ শৃঙ্খল ॥

দৌড়িয়ে উরধ শ্বাসে মায়ের কোলেতে।
না জানি শত আশা পাতিছ আসিতে॥
কিন্তু হায় পরাধীন! গুণে তব বল।
করিছ আমার মায় অশেষ দুর্ব্বল॥
নারিছে নড়িতে মায় নারিছে ফলিতে।
যতাশা নিস্ফল সব চাপিছে বুকেতে॥
হায়গো স্বাধীনা! তুমি মম দেবী।
পূজহরি অভাগিনা পূত-জ্ঞান সেবী॥
প্রতি আহ্নিকে আমি তোমায় পূঁজিব,
মায়ের স্বাধীনতা তোমায় খুঁজিব॥
তোমার হউক কৃপা মায়েব উপরে।
স্বাধীনতার সৌখ্য ভাব বিতব মায়েবে
মায়েরে করহ দয়া, পরিতুষ্ট মনে,
যেন মায় বল পায় ইষ্ট সাধনে॥
মায়ের কর্ত্তৃত্ব আর বিক্রমতা ববে।
দিও বর যেন বর মায়ের কথা ধরে॥
বরের সংসারে দিও মায়ের প্রতিভা।
রাখিও জ্বলিত রশ্মি রাত্র এবং দিবা॥
পাত্র মিত্র গুরুজন অথবা স্বগণ।
মায়ের প্রাধান্য যেন ভুলেনা কখন॥
মায়ের অধীন হয়ে সবে যেন রয়।
মায়ের বশেতে বশ বরেও যেন হয়॥

সুখ সূর্য্য অস্তমিত মায়ের আকাশে ;
কদাপি না দেখাইও দুঃখ বিকাশে।
হলেও বা অরাতির মেঘ বাত দোষ।
দয়া করে মাকে দেবী, না করিও রোষ॥
বরং মায়ের তরে দিও বির্য্য বল।
অরি শত্রু বরি যেন রহে পদ তল॥
তোমার চরণে দেবী আরো ভিক্ষা চাই।
ববের পুরীতে রেখো মায়ের দোহাই॥

"মায়ের দোহাই, কথাটী সাঙ্গ করার প্রাক্কালেই মায় দেবী প্রকৃতির কতক স্বচ্ছন্দতা ভোগলাভে বাঞ্ছিত হওতঃ নেত্রজলা বসনাচল স্পর্শনে শুষ্কপ্রায় করিয়া, আজ মায়ের অভাবে তাহার পরিত্যক্ত পুরী কিরূপ শোভা সম্বর্দ্ধনে রহিয়াছে দর্শনার্থে ব্যথিত নয়ন দ্বয় উন্মীলন করিলেন, ঠিক নাসিকা দিক হইতে ত্রস্তপদে বরাবর আগত জনৈকাকে দেখিয়া—শশব্যস্তে মেয়েটী কে ? কোথায় হইতে আসিয়া কোথায় যাইবে ? না জানি অভাগিনীর নিকটই আসিতেছে ? বোধহয় মায়ের কোন খবর নিয়াই মায়ের প্রেরিত হইয়া আসিয়া থাকিবে—দয়াল ! অভাগিনীর প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছ কি ? ইত্যাদি নানাগুণা মনে নিয়াই অপলক নেত্রে জনৈকাকে দেখিতে ২ মুহূর্ত্তেই সম্মুখস্থ শিবির স্তলে উপস্থিত পাইলেন। উপস্থিত জনৈকা করযোড়ে অভিবাদন জানাইয়া "মায়ের পদতলে স্থান চাই" উচ্চারণ করিলে "কল্যাণ হউক" উত্তরে তুমি কে ? কোথায়

হইতে কেন আসিয়াছ ? ইত্যাদি প্রশ্ন পাড়িয়াই মনোমতন উত্তরে সুখী হইতে মায় দেবী উৎসুক্যচিত্তে মুখপানে দৃষ্টিভুত হইয়া রহিলেন। জনৈকা প্রত্যুত্তরে জানাইতে বাধ্য হইল যে, মায় দেবী, অধিনী স্বামী-সোহাগিনী, মায় দেবীর স্নেহের পুতলির জামতাগারে কন্যার চলন হইয়া ভোজ উৎসবে গিয়াছিল, তথায় মনেব হরষে বর কন্যার নবযুগজীবনেব আসক্তি ও প্রসক্তি বর্দ্ধন মুলীয় মধুরনিঃস্বনে মুরুজ, বংশী, বীণা বাদ্যাদি শ্রবণে ও আহার-বিহারে এবং আদর-আপ্যাযনে পরিতৃপ্ত হইয়া বর-কন্যার নায়িকাভাবে

মিশাইয়া পরষ্পরে মহা আলিঙ্গন।
মহাদৃশ্য—অনন্তের অনন্ত মিলন ॥

এবং ভাবভঙ্গিমা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের হিতোপদেশ বুঝাইয়া দিয়া কিছু কালের তরে বিদায় নিয়া মায়দেবী স্নেহের পুতলি হারা হইয়া কি করিতেছেন দেখিতে শ্রীচরণে উপস্থিত মাত্র।

এইক্ষণ মায়দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মায়ের রক্তা-লোচন, ধূসরিত বেশভূষা, ক্ষীণাতনু, আলুথালু কেশ, আলোড়িত কবরী, বিম্লান বদন ও অন্তরভেদি বিষাদ কালিমারেখায় বিজড়িত; লক্ষিত হওয়ার কারণ কি, কোন আপত্তি না থাকিলে অধিনীর কশুর না ধরিয়া মায়দেবীর সেই হৃদিদংশন বিশ্চিকাদির আনু-পূর্ব্বিক শুনিতে দিলে, অধিনীর সরল হৃদয়ের অপূর্ব্ব সুখশান্তির করুণছটা মায়ের অনুতপ্ত হিয়ার বিসুচিকাহলে বিনিময় করিয়া আংশিকরূপে উপসম দানে সমর্থ হইতে পারে কিনা চেষ্টা

করিতে বিশেষ বাসনা রহিয়াছে। দয়া করিয়া বিবৃত করিতে মায়েব মরজী হয়, প্রার্থনা।

এতচ্ছ্রবণে মায়দেবী একটু আস্ত সাস্ত হইয়া উত্তব কবিলেন যে, মাকো! তোমায় কি বলিব, তুমি সবে মেযে মানুষ, বোধকরি স্বামীব গৃহিনী হইয়াছ মাত্র, সংসারেব ভোগ-স্পৃহা বিষয এযাবত কিছুই অবগত নহ, মনে কবি তোমাব সুখ-খনি অন্তস্তল হইতে উৰ্দ্ধতল পৰ্য্যন্ত হরষেপূরিত, গচ্ছিত ও হস্তস্থিত; কাজেই নিদারুণ অভাবনীয় অভাব তাপে তোমাকে কোনমতেই স্পর্শ করিতে পাবে নাই। মাকো! তোমাব কাজল ছটা তীব্র দৃষ্টি যুক্ত, কাজেই দৃষ্টি হীনতাব দুঃখ ক্লেশতা কি বুঝিবে? মাকো! আমি নয়ন মণি হাবা হইয়াছি, সংসাব তিমিবাচ্ছন্ন দেখিতেছি, আরোধিক জীবন ভাব দেহ-পিঞ্জব বহনে অসহনীগ ২' বোধ কবিতেছে। দৈহিক অবস্থাব ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। মাত্র মায-প্রাণ অভাবেই এবম্বিধ অভূত বিষ-সদৃশ ব্যাপার সম্ভূত হইয়াছে! অবশ্য মায় প্রাণ ইহলীলা পরিত্যাগ কবেনাই বুঝি, তত্রাছও যেন মায়কে যমেব সন্নিহিত করিয়াছি, অনিচ্ছায যমের অত্যাচারিত সংযম কষ্টভোগে রাখিয়াছি, স্নেহে পালন পোষন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে অকালতা বিপন্ন দোষে নিমৰ্জ্জিত করিয়া মায়কে রোরুদ্যমানা কবিয়াছি মতন, অবিশ্রান্ত জ্বলন্ত জাগরূকভাব অন্তরে থপ্ থপ্ করিতেছে, হৃদয় কন্দর অবিচ্ছেদ ভাবে দগ্ধিভুত হইতেছে, আমি অস্থিরমনা হইয়াছি, মাথা ঘুর্ণন দোষে পতিত হইয়াছি, আর

ঠিক থাকিতে পারিতেছি না, অভাগিনী মায়ের, নিকট হইতে যথার্থই আসিয়া থাকিলে মায়ের মনোগত ও অঙ্গগত এবং দৃষ্টিগত ভাবগুলি কিরূপ অনুমান করিয়াছ, মা'কো, কোন কথাই চাপা না দিয়া আদ্যোপান্ত অনর্গল বলিয়া অধিনীকে স্থিরীকৃত কর, অধিনী মায়ের কুশল সংবাদ পাইতে ত্রাসিত আছে। মা'কো! মায়ের খবর দিয়া সান্ত্বনা কর, মায়ের সংবাদ দিয়া জিউ রক্ষা কর, মায় হারা হইয়া অন্নজল স্পর্শনে বিরোধী হইয়াছি। অগত্যা মায়ের সুখ-সংবাদ পাইলে কষ্টব্রত ভঙ্গ করি। মাকো, আমার মায়ের অবস্থা কি?

হায়! একি বিপর্য্যয় ভাব!! যাহার জন্য একে শোক তাপ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, সে জন একবারের জন্যেও উহাকে স্মরণ হইতে উচিত হয় না কি? মায়দেবী, আমি অত্যাশ্চার্য্যে বিমোহিত হইলাম, আপনি নিজে এই পথ বিচয়ন করিয়াছেন, পথের কাঠিন্যতা ও সহজ সুযোগতা অবশ্য অবগত আছেন, ভ্রমণের উপযুক্ত সময়েই আপনার কন্যাকে বিবাহ ভ্রমণে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, ভ্রমণ-পটু ও সুদৃঢ় খেলুকের সঙ্গেই সমানে২ খেলার পার্টি বাঁধিয়াছেন, খেলায় তামাসা হইবে, দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে, কাহাকেও আগুপিছু করিয়া খেলায় কাতর হইতে হইবে না, ঠিক একই সময়েই উভয়ের ক্লান্তি দেবীর সমাগম হইবে, কাহারও পরাস্ততার জন্য শোক-ক্ষেদ করিয়া গৌরব হীনতায় ও মন-মলিনত্বতায় থাকিতে হইবে না। মায়দেবী, আপনির কন্যা

বিবাহ ভ্রমণে পরিতুষ্ট হইয়াছে, ভ্রমণ ২ করিয়া পূর্ণ মাত্রায় ভ্রমরী কীট হইয়াছে, মধুচয়নে ভ্রমর কাছ ছাড়া হইতে তিলার্দ্ধও বাঞ্ছিতা নহে। খেলায় ২ দিবানিশি যাপিতেছে, শোক-দুঃখ তিরোহিতা হইয়াছে। পিতামাতা, ভাই বোন্ আত্মীয় স্বজন, অনুচরাদি ও ক্রীড়া কৌতুক সব ভুলিয়া গিয়াছে, সাধের রঙ্গমঞ্চ, ফল ফুলোছ্যান ও স্নান সরোবরের জলৌকা সন্তরণ ইত্যাদির ভ্রম হইয়াছে, এক আল্লাহ, মাত্র স্মরণ আছে। পতি-ভ্রমর যোগে রতিপাতের ভ্রমণ খেলা মনে আছে, বিবাহের ফল, সুখ সম্ভোগ বলিয়া মনে করিতেছে। পতিই পত্নীর জীবনের গতিশীল বলিয়া অনুমান করিতেছে ইত্যাদি।

আমি দিব্য ভাবে বলিতে পারি, তাহার কোন দুঃখ চিন্তা নাই, মনঃতাপ নাই, রসরঙ্গের অভাব নাই, কামোদ্দীপকতার বন্ধকতা নাই, ময়ুর ময়ূরীর, কপোত কপোতীর, কুক্কুট কুক্কুটীর রস উচাটনীয় আলিঙ্গনাদি প্রদর্শনে রস বৃত্তি বর্দ্ধনের বাধকতাও নাই। বসন্তের প্রেমানুরাগী যৌবন ফুটন্ত আভা, দাক্ষিনাত্যের চপলাগতি অম্লজান মিশ্রিত সমীরণের ঝিল্ ঝিলি ঘাতে তরঙ্গ সাজে আস্ফালনেরও নিবৃত্তি নাই। স্বর্গীয় সৌরভ স্বরূপী সুঘ্রাণী সুষমার স্নিগ্ধতায় খাসা ধীশক্তি পূরণ প্রক্রিয়ারও বিরাম নাই। দিবারাত্র তারতম্য বোধ নাই, সদাসুখ-নিকেতনী হইয়া অমরত্ব ধারণ ভ্রমে পূরলক্ষ্মী ও ভাগ্যদেবী হইয়াছে। মায়দেবী, আপনি অযথা তাহার জন্য শোক চিন্তা করিয়া চিন্তারাক্ষসীর শোষণ ক্রিয়ায় বিবর্ণ হইয়াছেন। অনাহারে

নিরবল্লী হইয়া বাতাঘাতে ভূমিস্মাৎ হওয়ার উপক্রমী হইয়াছেন। সঙ্গে ২ আপনার সুখ দুঃখ সমভোগী পুরপরিজনেরাও না খাইয়া চলচ্ছক্তি রহিত প্রায় হইয়াছে। আপনাদের এইরূপ অনর্থক কার্য্য পরিগ্রহে জরাজীর্ণতা ধারণ করায়, সংসার-লক্ষ্মী শ্রীশ্রীমতী মা লক্ষ্মীদেবী ভীষণ রোষে অধীর হইয়া পুরী ত্যাগ্ ত্যাগ্ করিতেছেন, পক্ষান্তরে অলক্ষ্মী পিশাচিনিও আবিভাবে ত্বরাগতির তর্ তর্ সঞ্চার দেখাইতেছে। হায়, মায়দেবি! এইরূপ অকারণ ক্রিয়ার জন্য এত দুর্ভোগ ভোগা আপনার মত প্রাচীনা ও বুদ্ধিমানীর পক্ষে অসমীচীন এবং আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর নহে কি? মায়দেবী, এসব এখনই ছাড়ুন; যাউন, ঘর প্রবেশে যাউন। আস্থসাস্থ হউন, স্নানাহারান্তে যথারীতি আহ্নিক ক্রিয়াদি করুন, বিশ্রাম লাভে নিদ্রাদেবীকে আহ্বান করুন, পরিজনকেও সান্ত্বনা মানিতে দিউন: আপনার সুস্থিরতা দেখিয়া অধিনী পশ্চাৎ বিদায় প্রার্থনা করিব; এইক্ষণ অধিনীও বিশ্রাম সন্ধ্যাদি কার্য্যে ব্রত থাকিগে।

মায়দেবী স্বামী-সোহাগিনীর আশ্বাসিত বাক্যে প্রকৃতই আস্থা স্থাপন্ করিয়া স্নেহের পুত্তলির সুখ-সরস জীবন, সুখ রসে অতিবাহিত হইতেছে মনেকরিয়া একেবারেই শোকতাপ এড়াইয়া নব-জীবন ধারণ করিলেন। মুহূর্ত্তেই যেন স্নেহের পুতলি প্রতি কুচিন্তা ও পরিতাপ বেদনাদি ভুলিয়া গিয়া, বাস্তবিক মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে নিজ অগোচর জামাতাগারে

আজীবন সংসারী হওয়ার জন্য খোদাকে সফর্দ্দ করিয়া রাখা স্বতঃই ন্যায়ত করিয়াছেন, অযথা কতকটা স্নেহবশী হইয়া শোকাকুলী ও শোকবিলাপী হওয়া সঙ্গত হয় নাই বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পহুছিলেন, এবং শোক চিন্তা ও দুঃখ আবেগ একদা পরিহার ক্রমে স্নানাহারে বসিলেন, ক্ষণকাল মধ্যেই পূর্ব্ববৎ গৃহিনীর অঙ্গিভুত হইয়া রহিলেন, এবং বক্তব্য প্রকাশে প্রাণাধিকা স্বামী-সোহাগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এদিকে স্বামী-সোহাগিনী, অতিথি সাদরে গৃহিত হইয়া আহ্নিকাদ্দি সমাধান্তে আহারীয় গলাধঃ হইলে সল্প বিরামাশ্রিতাবস্থায়ই মায়দেবীর তলপমতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, মায়দেবীর পূর্ব্বভাব নাই, মনের জড়তা নাই, স্নেহের পুত্তলির পরাধীনতার দুঃখ-আক্ষেপ নাই, বরং সবল সঠিক আছেন। স্বামী-সোহাগীনীর স্নানাহার হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, মায় আদিষ্ট হইয়া বিশেষ সংবাদে আগত হইয়াছে কিনা শুধাইলেন, পুতলির জামাতার স্বভাব চরিত্র ও বাড়ীর জাঁকালতা এবং আবশ্যকীয় ২ আসবাবাদির সংস্থাপন উপযুক্ত কিনা, এবং মায়ের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ রহিয়াছে কিনা জানিতে বাসনা শুনাইলেন। স্থির বুদ্ধিমতি স্বামী-সোহাগিনী প্রত্যুত্তরে স্নানাহার সাঙ্গ করিয়াছেন, মায়দেবীর জামাতাগার হইতে তাঁহার পুতলির ইঙ্গিতা হইয়া মায়দেবী কিরূপ আছেন দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া সংবাদ জানান জন্য বিশেষ অনুরোধ প্রাপ্তে আগত হইয়াছেন, এবং

মায়দেবীর জামতার সংসারিক অবস্থা সুচারু ও সচ্ছল এবং আসবাব দ্বারা বাড়ীর জাঁকালতাব সুবন্দোবস্তও প্রবল ইত্যাদি জানাইলেন। বিশেষতঃ জামতার স্বভাব এত রমনীয় ও অমায়িকতা পূর্ণ যে, বাক্যালাপে কাহার মন না গলে? নিরীক্ষণে কাহার দয়ার সঞ্চার না হয়? সঙ্গ সংসর্গ বক্ষণে কাহার মন বিচলিত না হয়? তাহার মুখে অপ্রিয় ও অকথ্য ভাষা নাই, অবৈধ ও অত্যাচারিত কার্য্য আচরনে নাই, পরদোষ, পরনিন্দা অনুসন্ধানে অভ্যাস নাই, পর-দুঃখ-বিপ্লুতা সহনে মরমর চিত ও নিরস নয়ন নাই, গুরুজন প্রতি ভক্তি, ছোট জন প্রতি দয়া, গরীব-দুঃখি জন প্রতি অনুগ্রহ, অনাথ ও সহায়হীন প্রতি পক্ষ-পাতিতা প্রদর্শনে তাহার সিদ্ধ স্বভাব; এবং পাপতাপে ভয়, পুন্য গুণে জয়, বিচারে ধর্ম্মপ্রাণ ও মহাপ্রাণ হইয়া আছেন ইত্যাদি বিষদ ব্যখ্যায়ও জানাইলেন।

মোটের উপর মায়দেবী প্রাণাধিকা স্বামী-সোহাগিনীব প্রমুখাৎ তদীয়া স্নেহের পুত্তলির ও জামাতার সুখ-সংসার, সুখ-পুরী ও সুখসংসর্গ জীবন বিষয় শ্রুত হইয়া অপরিসীম সুখী হওতঃ স্বামীসোহাগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সোহাগিনী মাকো! আইস, অধিনীর নিকটে আইস, তোমাকে নয়ন পুরে দেখিতে দাও, তুমি অধিনীর বক্ষে স্থান লও, তুমি কে, সপরিচয়ে কও; তোমার আচরণে নিরতিশয় কৃতার্থ হইয়াছি। তোমাকে আত্ম নাজানিয়া থাকিতে পারিতেছিনা, পশ্চাত্য ইতিহাস মতে পূর্ব্বজনমে তুমি আমার বংশধরা ছিলা বলিয়া প্রতীতি

হইতেছে। তুমি আমাকে দুঃখ-সমুদ্র প্লাবনীর তটতীর্ণ করিয়াছ, শোকাঘাতে মূলোৎপাটিত জীবনকে নব মূলাঙ্কুরে আশাবারি সিঞ্চন দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। তুমি আমার পুনর্জ্জীবন দায়িকা হইয়াছ। অধিকন্তু মায়কেও নায়িকা ভাবে জামতার নিকট পরিচয় করাইয়াছ। আমরা তোমার উপকার ভুলিতে পারিবনা। কৃতজ্ঞতা পরিশোধে আমাদের হাত নাই, আমরা তোমার কাছে ঋণী রহিলাম। তুমি কেমন বংশ সম্ভূতা, কাহার গৃবলক্ষ্মী, কাহার হৃদয় ধন, মা! সবিশেষ বিবরণে আপ্যায়িত কর। তোমাকে দেখিয়া বিশেষ ভাগ্যবানী বলিয়া বোধ হই-তেছে, কথাবার্ত্তা দ্বারা নানাশাস্ত্রে বিজ্ঞবিৎ বলিয়া অনুমান হইতেছে, আদেশ উপদেশের তীক্ষ্ণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষ মাহাত্ম্য লাভী বলিয়া ধারনা জন্মিয়াছে। মাকো, তুমি অধিনীর মায়-প্রাণ জ্ঞানী হও, জানিনা কোন্ দেবতার আরাধনা ফলে খোদা-তালায় অধিনীকে তোমার মত স্বর্গ রতনে সাক্ষাৎ দিয়াছেন। মাকো, তুমি পরের ধন, তোমাকে আমার রাখিবার ক্ষমতা নাই, অধিক সময় ধরিযা যে আলাপপাড়ি, হেন সুযোগও নাই। তোমার সঙ্গে যে, কত ২ বলিবার কাহিনী আছে তাহার কিছুই সুস্থির মত বলিতে ও শুনিতে পারিবার সময় নাই। তোমার কালবিলম্ব দেখিয়া হয়ত, তোমার স্বামীদেব রাগে কৈফিয়ৎ তলপ করিতেও পারেন, উচু নিচু কথাটা বলিয়া মনে দুঃখ-যাতনাও দিতে পারেন। মাকো, পরের মন রক্ষা করিয়া চলা বড়ই কঠিন, আমার মনে ভয় হইতেছে, আর দেরি নাকরিয়া

তোমাকে বিদায় দেওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি। মাকো, তোমার সঙ্গী করিয়া মায়ের জন্য কতকগুলি উপদেশ দিতেছি, দয়া করিয়া অধিনীর মায়কে অবশ্য ২ এই প্রদত্ত উপদেশ মতে কার্য্য করিতে বলিয়া এবং তোমারও নিজ প্রত্যুৎপন্ন মতি দ্বারা বিশেষ উপদেশ ও উপকথায় মায় প্রাণের ভবিষ্যতজীবন স্বামী-পদতলে পরিচর্য্যায় ব্রতী থাকিয়া কৃতার্থ ও সার্থক হওয়ার সদুপায় পাইতে তোমার দৃষ্টি থাকে অনুরোধ করি। মাকো, অধিনীর এ কথাটা যেন ভুল না হয়, স্মরণ রাখিয়া বিদায় হও। অধিনীকে মনে করিয়া মায়-প্রাণ যেন শোক তাপ না করে, আপন কর্ত্তব্য না ভুলে, স্বামী-পদচ্ছায়া এক দমও অতিক্রম না করে ইত্যাদিও বলিও। যাহাতে মায়-প্রাণ পুলকিত হয়, এপক্ষের এরূপ সংবাদ জানাইও। এঅধিনীকে তুমি ভুলিও না, পারিলে অবসর বুঝিয়া তোমার স্বামীদেবের অনুমোদন মতে একবার দেখিয়া যাইতে যাত্রিকা হইও, এইক্ষণ আসিলে ভাল হয়।

মায়দেবি! বাস্তবিক ঠিকই বলিয়াছেন, পরাধীন হইলে পরমন রক্ষা করিয়া চলা বড়ই কঠিন হয়। আমার কতকটা কাল বিলম্বও ঘটিয়াছে, স্বামীদেব কৈফিয়ৎও তলপ করিতে পারেন। কাল বিলম্বের সন্তোষ জনক উত্তর না হইলে কতকটা কুচিন্তার উদ্রেকে সন্দিহানও হইতে পারেন। পুরুষের আত্মা বড়ই সন্দিগ্ধ, পুরুষ সর্ব্বদাই আপন ভার্য্যা প্রতি চোক পলকেই সন্দেহের দুলনায় দুলিত থাকেন। তবে অধিনী খোদাতালার

ইচ্ছায় স্বামী-সোহাগিনী হইয়াছি। স্বামী-সোহাগ পাইতে অধিনীর কিছুতেই কশুর ঘটে নাই। অধিনী স্বামীদেবের প্রণয়নী, শান্তিসুখবর্দ্ধিনী, প্রফুল্লা আননী, চিত্তরঞ্জিনী, বিদুষি রমণী, সদা সত্যবাদিনী, ও অলচনাকেনু বলিয়া অবিহিতা। তিনি সর্ব্বদাই অধিনীকে এই সকল প্রহ্লাদ বচনে অহোরাত্র অশনে, বসনে, শয়নে স্বপনে, সম্বোধন করিয়া থাকেন। মায়দেবীর আশীর্ব্বাদে অধিনীর স্বামীদেবও একান্ত সভ্যসম্ভ্রান্ত, উচ্চকুলসম্ভুত এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব ইত্যাদি ভূষণে পুরুষ প্রধান হয়েন। তাঁহার সৌহৃদ্যতায় অধিনী পরমানন্দিত হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে 'প্রানেশ্বর' 'হৃদয়েশ্বর' 'ধর্ম্মপতি' প্রাণগতি নামে ডাকিয়া থাকি। বলিতে কি—খোদাতালার ইচ্ছায় আমি স্বামীদেবের পদনিছনি হইয়া তাঁহার হৃদয়-কন্দর স্পর্শ করিয়াছি, মন মথুরা হস্তগত করিয়াছি, প্রকৃতির রোষ উষ্ণতা হর্ষকুলতায় বিলুপ্ত করিয়াছি। মোটের উপর মায়দেবীর আশীর্ব্বাদবলে প্রাণের স্বামীদেবকে অবিশ্রান্ত পরিচর্য্যায় অলৌকিক শান্তিতে মুগ্ধরাখিয়া নিজ আয়ত্ত্বাধীনে অটল রাখিয়াছি। আমার এই কালবিলম্ব জন্য কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশে প্রকৃতির কটুভাব ধারণ করিবেন না বলিয়া বোধ করি। কি জানি বলা যায় না, পুরুষের মতান্তর ঘটিতে বেশী সময় সাপেক্ষও হয়না, তাই বলিয়া অগৌণে বিদায় লইয়া যাওয়াই বিধি। মায়দেবীর সাদর সম্ভাষণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। মায়দেবীকে আজীবন ভুলিতে পারিকি না সন্দেহ। মায়ের স্নেহের পুতলি প্রতিও অশেষ ভালবাসা জন্মিয়াছে,

তাহাকেও বিস্মরণ হই এরূপ ধারণায় আসে না। যাহাহউক এইক্ষণ যাওয়া দরকার বলিয়া নিবেদন করিতেছি যে, মায়দেবীর বলিবার কি কি উপদেশ আছে, সত্বর শুনাইলে অধিনী গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মায়দেবী উর্দ্ধ আকাশ লক্ষ করিয়া তুইহাত উত্থোলন ক্রমে স্বামী-সোহাগিনীকে খোদায় সর্ফর্দ্দ করতঃ আশীষ বচনে, কপোল ও শীর চুম্বন করিয়া বাম বাহু যুড়ে পাঁজরসংলগ্নে আঙ্গিনায় পাচারী করিতে করিতে বলিলেন—'মা কো, তোমায় বিদায় দিতেছি যাও; অধিনীর পুতলিকে সাক্ষাৎ করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশগুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষে শুনাও, এবং তোমার স্বামীগত জীবনীও এতদ্ সহ যোগ করিয়া মায়কে শুনিতে দাও, দেখিও মায় যেন উপদেশগুলি অমান্য না করে।

মায়ের উপদেশ

১। খোদাতালা ও আধ্যাত্মিক।
২। খোদাতালা ও তাঁহার আদেশিক—
৩। দয়ালু পিতা মাতা ও ভরণ পোষণ।
৪। দয়ালু গুরু ও লব্ধ প্রতিষ্ঠা।
৫। প্রাণপতি ও তুকালের কর্ণধার।
৬। পতিপরিচর্য্যা ও সুখ স্বর্গজীবন।

৭। মন সম্বন্ধীয়—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সরলতা, ধৈর্য্য, ইত্যাদি গুণ দ্বারা যশস্বী হওয়া।

৮। রূপ লাবণ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব রক্ষার্থে আত্মজ সহকারে পারিবারিক নিয়মাদির পরিচ্ছন্নতায় পূরলক্ষ্মী হওয়া।

৯। আত্মজকে সুনিয়মে পালন পোষণ ও জ্ঞান বির্য্যে বলিয়ান করা এবং নিজে সুপ্রসূতি বলিয়া নাম ধরা।

১০। আহার বিহারের সুশৃঙ্খলতা এবং সুখাদ্য ভোজনে পরিমিতি রাখা।

ইত্যাদি উপদেশাবলি তুমি সোহাগিনী মায়, অধিনী মায় প্রাণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে মতন, সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিও। উপদেশ মত কার্য্যে তৎপর হইতে তোমার মিষ্টি কথায় বদ্ধ পরিকর রাখিও। অধিনী তোমায় বিদায় দিয়া পুনঃ শোক-সন্তাপে নিমর্জ্জিত রহিলাম জানিও। যাও, মা! এইক্ষণ আসগে।

স্বামী-সোহাগিনী প্রত্যাগমনে বিশেষ বিচলিতা, যাহাতে আরোধিক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রস্থানে গৌণ না হয়, তদ্দিকে মতি গতি রাখিয়া মায়দেবীর কথার পুনরোত্তরে নির্ব্বাকতা অবলম্বনে, মাত্র "মায়ের চরণে লাগি" বাক্য প্রকাশে মায়দেবী হইতে "কল্যাণ হউক" প্রতিবাক্য শ্রুতি লইয়াই শূন্য শিবিকায় বিদ্যুৎবেগে পবনে মিশিয়া উড়িয়া চলিলেন। স্বামী-সোহাগিনী স্বামীর কল্পতরু, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিলম্বজনিত স্বামী-চিন্তা, পর-কার্য্যভার চাপতা এবং ন্যস্ত কার্য্যের অবশ্য সম্পন্নতা ইত্যাদি

আবেগ অন্তরালোড়িত ক্রমে এই পলিছি স্থির করিয়া লইলেন যে, সর্ব্বাগ্রে স্বামীদেবকে স্মরণ করাই বিধি। তাহার কাল-বিলম্ব দ্বারা অযথা তদীয়া স্বামীদেবকে সারশূন্য কতিপয় সন্দিগ্ধ প্রহেলিকা-ভার চাপনে চিন্তাতুর করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া, কোন কার্য্য বিশেষে সহসা শ্রীচরণে উপস্থিত হইতে অবশ্য সময় সাপেক্ষ হেতুবাদে, অনবসর সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করা কর্ত্তব্য বিচারে, একমনা হইতে না হইতেই সেই সম্পর্কিত ভগ্নি-পত্যালয়ে ভগিনী সদনে ত্বরিত বেগে উড়িয়া ইজিমঞ্চে উপবেশন করিলেন এবং ভগিনীকে সাক্ষ্যাৎ নজরে পাইয়া পরস্পর মহাআলিঙ্গনে একটা প্রভূত ভালবাসার ভাব দেখাইয়া উভয়ে উভয়ের আঙ্গিক ও মানসিক কুশল বার্ত্তাদি অবগত হইলেন ও ভগিনীকে মায়দেবীর সর্ব্বাঙ্গিন সুখ-সংবাদ দিয়া আরোও অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি বলিবার বিষয় আছে, সময়ান্তরে আদ্যোপান্ত বিবৃত করিতে আভাষ রাখিয়া অগ্রে স্বামীদেবকে চিঠি দ্বারা সংবাদ প্রেরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামী-সোহাগিনী ভগিনীর বৈঠকখানায় নিভৃত কক্ষে বসিয়া প্রাণের স্বামীদেবকে স্মৃতি আকর্ষণে যেন আপন টেবিল কেদারা সন্নিহিত স্থলে উপস্থিত পাইয়া মনের সাধে কতই আলাপ পাড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অশেষরূপ পতি-প্রীতি ভোগে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। পতি-প্রীতি মোহ চট্‌কা ভাঙ্গিলেই নিজ হইতে একটা উৰ্দ্ধশ্বাস ছাড়িয়া খোদাতালাকে স্মরণ ক্রমে টেবিলস্থ কাগজ কলমে প্রাণের স্বামীদেবকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিলেন—

পরমারাধ্যতম—

প্রাণের স্বামীদেব শ্রীযুক্ত মিঞা..............সাহেব

শ্রীচরণকমলেষু

প্রাণের স্বামিন! ভবদীয় পদতলস্থানিয়া এ চিরাশ্রিতা পরিচর্য্যাকারিণী অসংখ্য সালাম আদাব জানাইয়া ইত্যাকারে শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ পুর্ব্বক জানাইতেছে যে, অধিনী ভবদীয় আদেশে সম্পর্কিতা ভগিনীর বিবাহ উৎসবে বেড়াইতে আসিয়া, বেড়ান সমাপান্তে যথাসময়ে শ্রীপদ-সেবায় উপস্থিত হইতে উদ্যত ছিল, পূজনীয়া শ্রেণীর কয়েকজন স্বীয় সম্প্রদায়ী ঘনিষ্টের অনুরোধে নবোঢ়া ভগিনীর পরিণয়-ক্ষেত্র অতীব পরিপাট্ট ও সফলতা সমুৎসুকে, উপযুক্ত বিধান প্রয়োগ প্রদর্শনির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারিনী স্বরূপে, অধিনীকে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। প্রাণেশ্বরের অনবগতে অত্র কার্য্যবিশেষে আবদ্ধ থাকায় আদিষ্ট মতে যথাসময়ে অধিনী পদসেবায় হাজির হইতে পারে নাই, ইহা অধিনীর অবশ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অধিনী মুরব্বীশ্রেণীর আত্মীয়জনার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া শ্রীচরণ সেবায় আসিলে আসিতে পারিত, কিন্তু পাছে তাহার (অধিনীর) স্বামীধন, পিতৃমাতৃ-ধন চেয়েও অপেক্ষাকৃত মূল্যবান, জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া আত্মীয়েরা একটা লজ্জাস্কর কথায় সখীগণকে হাসাইয়া অধিনীকে অধোমুখা করিতে পারেন আশঙ্কায়, প্রিয়তমের আদেশ লঙ্গনে বাধ্য হইয়াছে, অতএব শ্রীচরণ সেবায় অধিনী উপস্থিত হইতে না পারিয়া অত্র

চিঠি দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইতেছে যে, নিজগুণে পদাশ্রিতার যথা সময়ের অনুপস্থিতি দোষ মার্জ্জনাকরিয়া ন্যস্ত থাকা কার্য্য সম্পান্নার্থ সম্ভাবিত সময় মঞ্জুরে, মঞ্জুরী আদেশ দানে নিশ্চিন্ত করিতে দয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ অধিনীর করযোড়ে নিবেদন এই যে, স্বামীদেব সরকারী কার্য্যে আবদ্ধ থাকায় এই বিবাহ উৎসবে ব্যক্তিগত রূপে আমন্ত্রিত হইয়াও যোগদানে নিষ্ফল হইয়াছেন উল্লেখে যে আপত্তি পাড়িয়া অধিনীসহ বাড়ীর অন্যান্যকে পাঠাইয়া চিঠি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই চিঠি পাঠে করণকর্ত্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ উষ্ণতায় জামতা-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না প্রকাশে অনেক অনুযোগ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "সরকারী চাকরীত অনেকেই করেন, তাই বলিয়া কাহাকেও আপন জরুরিয়া কার্য্যে কখন গরহাজির থাকিতে দেখা গিয়াছে কি? সরকারী কার্য্যকারকের আকস্মিক ও সত্ববহালে ছুটী নাই কি? না, তবে ঐ সব কিছুই না; জামতার আমোদ আহ্লাদের একটা মনই নাই, লোকে মিশিয়া গল্প চাতুরী করার চাটই নাই, সখের মেলাখেলা ও রঙ্গঢঙ্গের বৃত্তিই নাই, মাত্র নিরবে বসিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পন্নে দশটা পয়সাই গণিতে পারেন, আর কৃপণতাই চিনেন ইত্যাদি। অধিনীর ভাই, ভগিনী, ভগ্নি-পতি ও ভ্রাতৃবধু এবং সম্পর্কিতা অভিনয় কারিনী ও নাগর নাগরিরা স্বামীদেবের অনুপস্থিতিতে বিদ্রূপ স্থলে কত কি বলিয়া, অবশেষে কাপুরুষ, কাপুরুষ রবে তাহাদের গায়ের ঝাল্ মিটাইয়াছিল। অধিনীকে

ধরিয়া ভ্রাতৃবধুগণ কত যে ঠেশ্ ঠুশ্ কথায়, স্বামীদেবের রসরঙ্গ নাই, শৃঙ্গার জনিত উষ্ণতা নাই, মনহারিণী রূপ মাধুর্য্যতা সন্দর্শনে লোলুপিত চক্ষু নাই—অপিচ, থাকিতে গেলে এমন বিরাট উৎসব আয়োজনে, বিশেষতঃ শ্বশুরালয়ের পূর্ণ ষোল আনা পরিমাণের মনতোষিনী ও অভিনয় কারিনী গয়রহ বজায় থাকিতে এবং সুচক্রধারিনী মনমোহিনী বিখ্যাত লাইজিবন্ধ নাটক থিয়েটারের কাব্যরসের অপূর্ব্ব লীলাখেলা দর্শনে একটু হইলেও মন টলিত, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রমেও আসিত . কত শত পুরুষ প্রবরেরা অসংখ্য নদানদী, বিলঝিল, ও ভীষণ আতঙ্কমালা এবং অবশ্য করনীয় কর্ত্তব্যাদি একদা পরিহার ক্রমে আমোদে উপস্থিত হইয়া সারানিশি দুপায় ভরে দাড়াইয়া নৃত্য গীত সংযোগীতায় আমোদিত হইয়া গিয়াছে; উহারাই পুরুষ। অধিনীর স্বামীদেব পুরুষ নহে কাপুরুষ, রসিক নহে অরসিক, নাগর নহে, অনাগর, প্রেমিক নহে অপ্রেমিক ইত্যাদি বলিয়া অধিনীকে রোষাগ্নিতে তালু শুষ্ক করিয়া নিরবে এই মর্ম্মান্তিক যাতনা হৃদয়ে পেষণ করিতে দিয়াছিল। অতঃপর সকল নাগর নাগরিরা যুটবন্দি হইয়া বর কন্যার বরণ করিয়াছে, স্বামীদেবের বরণ বাকী রাখিয়াছে বলিয়া অধিনীকে জানাইয়াছে। অধিনী তাহাদের যোগতায় বরণ কার্য্যে যায়নাই, বিশেষ খোসামোদ ও তোষামোদ করিয়াছিল। অধিনী আয়োজিত দুধ চিনি, সরবৎ, খায় নাই ইত্যাদি। স্বামীদেবের দয়া হইলে কিছুকালের অবকাস লইয়া আসিলে সর্ব্ব বিষয়ে ভাল হইত। অধিনী

আর কি বলিব, মরজী না হইলে অবশ্য ২ কন্না বরণ উপহার চিঠি ভগিনী বরাবরে পাঠাইয়া দিতে মর্জী করিবেন, অধিনী ঐ বরণ চিঠি লইয়া বরকন্না বরণ করিব।

তৃতীয় নিবেদন এই যে, স্বামীদেবের প্রদত্তমতে ভগ্নি, পতি বরণ সময়ে সকলে বরকন্নার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ নজরানা দাখিল করিলে অধিনী স্বয়ং সভায় না যাইয়া শ্রীমানের দ্বারা বরকে ১০০৲ শত টাকার নোট, কন্নাকে ২০০৲ দুশত টাকার স্বুবর্ণ খচিত পাঁচ লহরি, ধান দুব্ব্যায় উপস্থিত করাইয়া স্বামী-দেবের নামে নজরানা ফর্দ্দে জমা করাইয়াছে। উপস্থিত আগন্তুক ও আত্মীয়মণ্ডলি স্বামীদেবের এহেন মহা প্রাণের তেজস্কর জোর এবং যোগ্য ব্যক্তির মহতীচ্ছা দর্শন করিয়া সকলকে নির্ব্বাক মুখ, মহাহুলস্থূলি সভায় অচিরে চুপ এবং ভগ্নি-পতিদের অধোমুখ ইত্যাদিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। মহুর্ত্ত মধ্যেই ঝঙ্কাবাতে মিশ্রিত হইয়া এতদ সংবাদ প্রতি কুহরে কুহরে প্রবেশিয়া অন্দরস্থ সুখ-স্বর্গ-চুড়া বাসিনী ভগ্নি ও ভ্রাতৃ বধুদের শ্রবনে টিপ্পনি ঘাত বাজিয়া গেল। সকলেই স্তব্ধ কৃলতা ধরিল, কণ্ঠ শুষ্কে পিপাসাতুর হইল, দলে মিশিয়া কাণ কথা বলিতে লাগিল, ক্রমে আসিতে ২ অধিনীর সন্নিধানে আসিল। স্বামী-দেব নজরানা কত দিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিল, প্রত্যুত্তরে শুনিল, এবং সাবাস ২ চীৎকারে অধিনীর স্বামীদেব বুদ্ধিমান, স্বুচতুর ও প্রকৃত মানুষ বলিয়া আখ্যা করিল। পরিতাপ করিয়া বলিল যে, উপহাস স্থলে তাহারা এহেন সোণার চাঁদমণিকে কাপুরুষ,

অরসিক, অনাগর ও অপ্রেমিক বলিয়াছে ইহা স্বতঃই ত্রুটী স্বীকার করে এবং অধিনীকেও খোদাতালায় বংশের বড় করিয়া সৃজন ক্রমে ভাই, ভগিনী হইতে সর্ব্ব রকমে পুরষ্কৃত করিয়া স্বামী-সোহাগিনী করতঃ দুকালের কর্ণধার-পতি হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন উল্লেখে প্রশংসা করিল।

চতুর্থ নিবেদন এই যে, খোদাতালার ইচ্ছায় স্বামীদেবের আশীর্ব্বাদে শ্রীমানদ্বয় নিয়া অধিনী সুস্থশরীরেই আছে। এদিকে সর্ব্বত্র মঙ্গল, স্বামীদেবের শারীরিক ও মানসিক সংবাদে সুখী রাখিতে কি দেখা দিতে প্রার্থনা করি! ইতি,

১৩২০ বাংলা
২রা বৈশাখ।

স্বামীদেবের পদাশ্রিতা
শ্রীমতী.....................সাহেবা
পিত্রালয়

স্বামী-সোহাগিনী চিঠি লিখা শেষ করিলেন, লেপাফার মুখ বন্ধ করিলেন, জনৈক পদাতিক কে ডাকিয়া চিঠি খানি তাহার মারফতে দিয়া দ্রুত গতিতে দারোগা বাড়ীতে বিলি করার জন্য উপদেশে পাঠাইলেন। পদাতিক যথারীতি অভিবাদন জানাইয়া নিয়োজিত কার্য্যে দয়াময়কে স্মরণ করিয়া চলিল। স্বামী-সোহাগিনী এইক্ষণ কালবিলম্ব জনিত স্বামী-চিন্তা কতকটা এড়াইয়া উপসম ভোগ করিতেছেন অনুমান করিলেন। এইক্ষণ অবসর। সম্পর্কিতা ভগিনীকে মায়ের অর্পিত উপদেশাবলি ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া নিজ দায়ীত্বের নিস্কৃতি লওয়া বিধি মনেকরিয়া

কি কি বিষয়ে উপদিষ্টা হইয়াছিলেন ইত্যাদি আমূল স্মরণ ক্রমে ভগিনীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভগিনী সখের ঘোরে প্রেম বন্দরে উঠিয়া সহযোগী প্রাণনাথকে স্বীয়মনোহরা, রসভরা চিনা বাদামি খেলানা গুলি, পাকা কি কাঁচা টিপিয়া ২ দেখিতে, মিষ্টি কি কশা শোঁকিয়া ২ বুঝিতে, অর্পন করিয়া ভ্রমণ-শ্রমে ঘর্ম্মপাত করিতেছেন। সংবাদ বাহিকা খবর পহুছানে উচ্চৈস্বরে শত চীৎকার করিয়াও ভগিনীর সুখ-সপ্ন ভঙ্গনে, খবর কর্ণপাত করিতে সক্ষম হয় নাই; সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে সন্ধ্যাদেবী উপস্থিত, ধার্ম্মিকানের আহ্নিক আহ্বান হইলে সকলেই উপসনায় আমন্ত্রিত হওয়ায়, স্বামী-সোহাগিনীও মন্দিরা প্রবিষ্ট হইলেন। ভোজন গৃহে উপস্থিত হওযার জন্য সম্পর্কিতা ভগিনী হইতে স্বামী-সোহাগিনী তলপ সংবাদ পাইলেন। সম্পর্কিতা ভগিনীও জনৈক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে সোহাগিনীর অভ্যর্থনায় দেখা দিলেন। মায়ের কথা মনেকরিলেন, মায়দেবী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতে ব্যগ্রতা দেখাইলেন। আপাততঃ ভোজন কার্য্যটা সাঙ্গ হইলে পশ্চাৎ মায়দেবীর ও তৎবাটীব যাবতীয় সংবাদে সুখী হইতে পারিবে, আশ্বাসে রহিলেন। স্বামী-সোহাগিনী ভগিনী সঙ্গে খাওয়ায় বসিয়া আহার্য্য জিনিসাদির আলোচনা পাড়িলেন, অন্য কোন কথাই এ সময় প্রকাশে যত্নবান হয়েন নাই। খাওয়া শেষ করা হইলে ভগিনীকে তদীয়া মায়ের সংবাদ ও তৎপ্রতি প্রদত্ত উপদেশাবলি মননিবেশে শ্রুত হওয়ার জন্য তাবত নিশি

যাগিয়া কাটাইতে হইবে শুনাইলেন। ভগিনীও তাই হউক সম্মতি জানাইলেন। উভয়ে মুখামুখি হইয়া বসিলেন, বসন্ত ঋতুর পূর্ণিমা দাপটে নির্ম্মল আকাশে ইন্দুদেবীর ভরা যৌবনিয়া আভায় ভগিনীর ভবপুরী ঝল্ মল্ করিতেছিল। নব দাম্পত্য ভোগ বিলাসিনী পূর্ণ যৌবন-বরিষার ভরে প্রবল তরঙ্গে ফুটিয়া বিনাবাতে জ্যোতি পরিসরে আস্ফালন করিতেছিল। স্নেহময়ী জননীর সুখবার্ত্তা ও শিশুকালিন পরিচয়ের নিত্য সহচরী প্রিয়তমা বয়স্যাদিগের এবং নিজ পালিত সাধের পিকবর চাঁদনি ময়না, কুকিল ইত্যাদির অবস্থাদি অবগতে পরিতুষ্ট হওয়ার ইচ্ছায় মনদেবী হর্ষ উথালনে নাচিতেছিল। স্বামী-সোহাগিনী যাহাতে অগৌণে বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া শুনাইতে অন্যমনস্কা না হয়েন; তৎপ্রতীক্ষায় অন্য কোন আলাপ নাপাড়িয়া মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। স্বামী-সোহাগিনী ভগিনীর ভাবভঙ্গিমায় মন বুঝিতে পারিয়া অন্য কথার সংশ্রব ছাড়িয়া মায়দেবীর সংবাদ জানাইতে বাঞ্ছিত হইলেন। বলিলেন, লো ভগিনি! তোমায় দেখিতেছি স্বামী-হৃদয়াকাশে হাত দিয়াই যেন বিশেষ চালাক চতুরা হইয়াছ, তোমার চতুরতায় আকাশের তারকা, পাতালের বালুকা, হার মানিতে চায়; সসাগরা ধরণী বশ্যতা স্বীকার করিতে চায়, দেবী ধরিত্রি আপনাঙ্গ প্রসারণে তোমার পদাঘাত সহন ইচ্ছায় নিরবে স্তব্ধতা লয়। ভগিনি, আমার কথায় বিমর্ষ হইওনা, বোধকরি যদি আমার অনুমান ঠিক হয়, তবে তোমার একটা যে, বিপরীত ভ্রম জন্মিয়াছে ইহাতে ভুল নাই। তুমি উচ্চ স্বভাবা হইয়াছ, অভি-

মানে স্ফীতা হইয়াছ, শণি চক্রে রাহুরগুরু দশায় আকৃষ্ট হইয়া সংসার তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছ। ভাবিয়াছ স্বর্গাকাশে নক্ষত্র রাজিও মেঘ ঢাকে অসুখী, কিন্তু স্বামী-হৃদয়াকাশে তুমি নিদাগ সুখী। ধরণীপাত মরুভূমে অনন্ত নিখিল ব্যাপিয়া এক চাপতায় অশেষ বালুকারাশি আপন গৌরব-আভায় অটল শিলাভাব দেখাইলেও দারুণ ঝঙ্কাবাতের উফিঙঘাতে দিগ্বিদিক পতন অবস্থায় অসুখী; কিন্তু তুমি স্বামী-পূরভূমে সহস্র সহস্র কণ্টক ও অজস্র বাতবন্যা বিভ্রাটেও সুখী। তোমার এ কুজ্ঞান আপাততঃ মধুর মনে করিও, এ দিন চিরদিন সমভাবে থাকিবেনা, একবার ভাবিও। সারাবৎসরই নূতন বৎসর থাকেনা, ৪।৬ মাস অতীত হইতে চলিলেই পৌষের নবান্ন মাঘেই পূরাণ হয়। বাতাস বহিতে দিগ্বিদিগ হইতেই বহে, এক দিকের বাতাস কতক্ষণ বহে? বলাবাহুল্য, স্বভাব যে উচু করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে বিবাহের সুত্রপাত হইতেই দেখিয়াছি, বিবাহে নায়িকাভাবে বর পরিচয় করাইয়াছি। তুমি মৃদু স্বভাবা ছিলা, ধীর ও ধৈর্য্যতায় পরিপূরণ ছিলা, গাঢ় গাম্ভির্য্যতার ফল বিশেষ, মোহনী গুণ মূর্ত্তিতে আপাদমস্তকে সমাবৃতা ছিলা, দয়ার অবতার ছিলা, ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা ছিলা, এইক্ষণ তাহার সম্পুর্ণ বৈষম্যতায় পরিলক্ষিত হইয়া প্রেমবিরাগী হওতঃ প্রেম প্রেম করিয়া উচাটনী হইয়াছ। প্রেমানুরাগে ক্ষিপ্রতা ধারণ করিয়াছ, প্রেম বিকারে অতিরিক্ত মাত্রায় বিহ্বলা হইয়াছ। বিরহ বিরাগে পতি স্ত্রৈণ করিয়াছ, পূরীশুদ্ধ পদতলে রাখিয়াছ, কৃপণ

স্বভাবে নকরদিগকে অনুতপ্ত করিয়াছ। আমার বিশ্বাস, তুমি এই সকল পত্তিরথে আরোহন করিয়াই শিখিয়াছ। তুমি জ্ঞানহীনা হইয়া উঠিতেছ, নির্ভিকতা ও নিলজ্জতা ভূষণে অলঙ্কৃত হইতেছ; দেখিতেছি তোমার মনে দূরন্ত দাম্ভিকতা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি জাননা যে, দাম্ভিকতা ক্ষণভঙ্গুর। দম্ভই দর্প, দর্পই অচিরে খর্ব্ব হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ আকারে ভস্মসাৎ হয়। তোমাকে পতি পরিচয় করার কালে তোমার ডিউটি সম্বন্ধে কেমন সুন্দর২ উপদেশ দিয়াছিলাম, ভরসা করিয়াছিলাম, তোমার জীবন স্বামী-সোহাগিনীর আদর্শ হইবে। তুমি অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছ, যাহা হউক এখনও লক্ষচ্যুতা হও নাই, যত্ন করিয়া শুনিলে ভবিষ্যতের জন্যও অনেক উপদেশ আছে। মায়দেবীর উপদেশগুলি যাহাতে প্রতিপালন করিয়া লইতে পার প্রধানতঃ তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। এইক্ষণ তোমার মায়দেবীর উপদেশ শুন।

মায়দেবীর উপদেশ প্রকাশে, স্বামী-সোহাগিনীর উগ্রতার সঙ্গে২ সম্পর্কিতা ভগিনী বলিয়া উঠিলেন যে, "বোন্‌দিদি", 'রাখুন', একটু থামিয়া বলুন, অধিনীকে ২।৪টী কথা বলিতে দিন, অধিনী নিতান্ত ক্ষুণ্ণভাবেই বলিতেছে যে, অযথা অধিনীকে চাপিয়া কতকগুলি দোষারোপ করা হইয়াছে। অধিনী যথার্থই বলিতে পারে যে, কোন কার্য্যে আধিক্যতা করে নাই, কোন কথাই অতিরঞ্জিতভাবে বলে নাই, কোন বিষয়েই আত্মসংযম না করিয়া উদ্বিগ্নতা দেখায় নাই; অপিচ কাহাকে কখন ভ্রম-

প্রমাদজনিত অকথ্যকথনে অনাবধানতা লইয়া থাকিলেও বোধ করি তাহা অতি সামান্য; তবে অল্প অপরাধে গুরুতর সাজা বিধানে অধিনীকে নিতান্তই নিতিয়া থাকিতে হইয়াছে, অপমান জনিত হৃদয় রোগে আকর্ষিত হইতে হইয়াছে, দুঃখ চিন্তা ছিলনা, এই নূতন উদ্ভাবিত হইয়াছে। এইক্ষণ অধিনী ভগিনীর পদানুসরণ করে, দয়া করিয়া যাহাতে অধিনীর পরাধীনে সৌভাগ্যাকাশ মিলে তৎহিতাহিত বুঝাইয়া দিতে নতশীরে প্রার্থনা রাখে।

এতদ ব্যাপারে স্বামী-সোহাগিনী হাসিয়া দিলেন, ভগিনীকে বাহুপ্রসারণে বক্ষে পুরিলেন, সজল নয়ন বসনাচলে মুছিয়া ক্ষেদজনিত কান্না শুখাইলেন। কপোলে চুম্বন খাইলেন, বক্ষে হাত দিয়া ক্ষেদান্বিত প্রচণ্ডবেগ থামাইলেন, অনেক উপকথায় রাগ-কম্প খর্ব্ব করিলেন, দুখাধীরতা দূর করিলেন, মুখে হাসি আনিলেন। স্বামী-সোহাগিনী ত্বরিত বুদ্ধিবলে হঠাৎ ভগ্নিপতিগত কোন একটী রহস্যালাপ পাড়িয়া, ভগিনীকে লইয়া হাসিতে হাসিতে উনিয়া গেলেন। হাসির ডাক শুনিয়া পুরীর সর্ব্বপ্রথমা মার্জ্জারটী উপস্থিত হওতঃ ভগিনীদ্বয়ের পদতলে পড়িয়া গড়াইতে২ মেউ মেউ শব্দে ভগিনীদ্বয়ের হাসিরোলের বিশিষ্ট কারণ কি অব্যক্তবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেক। ইহাতে ভগ্নিদ্বয় আরও উচ্চ হাসির ঝোকে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে২ একে অপরকে হাত টানিয়া বসাইলেন। যাহাহউক ক্রমে হাসি খুসি কমিতে লাগিল, রহস্যটী ভুলিতে চলিল। এদিকে কে জানি দরজায় করাঘাত করিল, শুনিল; কে?

জিজ্ঞাসা করিল। আগন্তুক উত্তর করিল, আমি পদাতিক কর্ত্তৃঠাকুরাণী স্বামী-সোহাগিনী নামীয় চিঠি নিয়া আগত হইয়াছি। চিঠিখানি তাঁহাকে বিলি হইলে ভাল হয়, পদাতিক কর্ত্তৃঠাকুরাণীর শ্রীচরণে যথাবিহিত অভিবাদন জানায়।”

স্বামী-সোহাগিনী শশব্যস্তে জনৈক পরিচারিকাকে ডাকিয়া পদাতিক হইতে চিঠি আনিতে আদেশ করিবামাত্রই তামিল হইল। চিঠিখানি সুরঞ্জিত সোণালী মসিতে লিখিত, শিরোনামায় স্বামী-সোহাগিনীর নাম লিপিবদ্ধ, অক্ষর দেখিয়াই সোহাগিনী তদীয়া স্বামীর লিখা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চিঠিখানি শত চুম্বন ও নমস্কার করিলেন। খোদাতালার নাম লইয়া চিঠির আবরণ খুলিলেন, দেখিলেন নথিকাত চিঠি, দুই সাইজের দুই কিত্তা কাগজ; এক কিত্তা সোহাগিনীর বরাবরে স্বামীদেবের চিঠি, অপর কাগজে শ্যালিকার পতিবরণ উপহার! যাহাহউক চিঠির গর্ভগত সংবাদ অনবগত অবস্থায়ই খুসির সহিত হাসিয়া দিলেন। ভগিনীকে লইয়া ঐকান্তিকতায় একমনা হইয়া চিঠিখানি পাঠ করিতে বসিলেন, পড়িলেন ;—

পরম প্রণযাস্পদা—

শ্রীযুক্তা..............................সাহেবা

আশীর্ব্বাদ দীর্ঘজীবেষু

প্রাণপ্রতিমে !

আপনার প্রেরিত প্রেমলিপিখানি যথাসময়ে প্রাপ্তান্তে মর্ম্ম অবগত হইয়াছি। আত্যোপান্ত ছতরে ছতরে ভাব হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হইয়াছি। অবস্থাঘটিত বিবরণ আদি জানাইতে ত্রুটী করেন নাই দেখিয়া আপনাকে তাৎপর্য্যে ধন্যবাদ দিয়াছি। চিঠির প্রথম প্যারাগ্রাফে প্রশ্ন সম্বলিত উত্তরেব কিছু নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বোধে, মাত্র এই প্রত্যুত্তর করিভেছি যে, অনিবার্য্য ঘটনায় লিপ্ত থাকিলে ও ব্যক্তি বিশেষের অনুবোধ হইলে উহা প্রতিপালনে অলঙ্ঘনীয় মনে করি। তবে আপনার ক্ষেত্রও তাহাই, কায্য সমাপান্তে গৌণ না করিয়া বাড়ী ফিরিতে এক পলের জন্যও ভুলিবেন না। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দেখুন।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ সম্বন্ধে জানাইতেছি যে, আমার শ্যালিকা ও শ্যালক পত্নীগণকে, আমার ভালবাসা জানাইয়া বলিবেন, তাহাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, বাস্তাবক আমি অকর্ত্তব্য আমোদ প্রিয় নহি এবং ইত্যাকারের প্রেমিককেও ভালবাসি না। আমি সারাসিদে কিছিমের লোক, প্রাতঃজীবন হইতে এই সার শূন্য নৃত্যগীত অপ্রিয়কে প্রগল্‌ভতা মনে করিয়া আসিতেছি। অযথা বাচালতা ও সাধারণে মিশিয়া অমূলক

টপ্পাপাড়া আমার স্বভাব সিদ্ধ নহে। বাহুল্য আড়ম্বর ও নাম্‌কি ওয়াস্তে ক্ষণস্থানীয় অর্থহানীজনক কার্য্যগুলি আমার নিকট নিতান্ত ঘৃণিত এবং তৎপোষণীকেও অপব্যয়ি বলিয়া থাকি। আমি অনর্থের মূল লইয়া চীৎকার পাড়ি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম অবিচারে কোন কার্য্যই করি না। অধর্ম্ম ও পাপ কার্য্যের শত হাত দূর দিয়াও যাই না, শঠ ও লম্পটের মুখ চাই না, কর্ত্তব্য ছাড়া অকর্ত্তব্য ভুলেও করি না, সত্যের অপলাপ করি না। আমি যাহার প্রেমিক, তাহার প্রেমিক ; যাহার নাগর, তাহার নাগর ; অন্যের কাছে প্রেমিকতা, রসিকতা, নাগরতা দর্শানে আমার শ্রেয়ঃতা কি ? জানিনা। জানি বটে, কিন্তু এস্থলে বলিবনা। আপনি আপনার ভ্রাতৃ-বধুগুলিকে খুব চাপাদিয়া কতকগুলি ঠারের কথা শুনাইয়া তুষ্ট করিয়া দিবেন। আমিই পারিতাম, কিন্তু কালি কলমে দাগ দিয়া বলাটা ন্যায়ত ঠিক নহে বলিয়াই আপনাকে বরাত দিয়া দিলাম। আপনি কথার প্রতিশোধ পাড়িবেন, বেশী রূঢ়করিয়া বলিবেন না। গল্পচ্ছলের কথা মিষ্টিও তিক্তিও। অতিরিক্ত কশা হইলে অস্বাদু হয় এবং পিছে একটা গোলমালের আশঙ্কাও থাকে। শ্যালিকার পতি-বরণ আপনার ও আমার অংশে বাকী থাকিলে শুভলগ্নে তাহা সম্পন্ন করিবেন। আমার উপস্থিতি এইসময়ে হইতে পারে এরূপ সুযোগ খুজিয়া পাইতেছিনা। সরকারী কার্য্যে এত ব্যস্ত আছি যে, নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। অতি ক্ষিপ্র হস্তে মাত্র এই চিঠিখানি ও শ্যালিকার পতিবরণ উপহার

লিখিয়া পাঠাইলাম। অত্র উপহার দৃষ্টে ও নিজজ্ঞান বলে ভগিনীকে পতি বরণ করাইবেন। মুরব্বীয়ান শ্রেণীর পায় সালাম, আদাব এবং কনিষ্ঠদের প্রতি ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। অত্রস্থ মঙ্গল, শ্রীমানদ্বয় লইয়া সুস্থ থাকেন দোয়া করি।

১৩২০ বাংলা } নিং
৩রা বৈশাখ। } আপনার পতিদেব।

চিঠি খানি পড়া শেষ করিলেন, উপহার পত্র হাতে লইলেন, ভগ্নিদ্বয় গায় গায় ও একগলে মিশিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, পড়িলেন—

অপরূপা—

শ্রীযুক্তা সাহেবজাদি হেমায়তন্নিছা চৌধুরাণী,

বাকেরার শুভবিবাহ উপলক্ষে স্বামী বরণ উপহার।

ইতি ১৩১৯ বাং ২৮ চৈত্র।

(১)

গো মনোরমা তিলোত্তমা
ঊষা সুন্দরি!
সুধাংশু বদনি, ডাগর নয়নি,—
স্বর্গের কিন্নরি!

(২)

দেব, প্রেম সাধে প্রেম কোকনদে
গাঢ় গরিমায়,
সৃজিয়ে নির্ম্মলে পিতৃমাতৃ কোলে
অর্পিছে অতুলনায়॥ (তোমায়)

(৩)

কৈশোর ব্যাপিয়ে বিদ্যায় লভিয়ে
হচ্ছ গুণ ধরা,
সময়ের ফলে যথাযোগ্য কালে
উপযুক্ত স্বয়ম্বরা॥

(৪)

হে, ষোড়শী রূপসি ! পূর্ণ কলা শশি !
যোগে বসন্তের।
মধুপ রতনে, ফুলের ভূষণে,
(উপস্থিত) পাণিগ্রহণের ॥

(৫)

সকরুণ করে পরশিয়া বরে,
হও বর বনিতা,
হৌক জলে স্থলে, অনন্ত নিখিলে,
প্রকাশ, এ বারতা ॥

(৬)

পরিয়ে আকণ্ঠ গলে, বরমাল্য কুতূহলে,
নাচাও আপন মন।
হাঁসাও হরষে, প্রাণের পরশে,
মেলিয়ে নয়নে নয়ন ॥

(৭)

পতিকর্ম্ম রতিসাধে ভোগী নিত্য নির্ব্বিবাদে,
বাড়াও অখিল শোভা,
যথাযুক্ত যোগটানে একপ্রেম দু'য়ে হানে,
পুরাও মর্ম্ম হৃদয় লোভা ॥

(৮)

থেকে সদা শান্তিপুর, প্রেমকুঞ্জ পতিপুর,
ভাব মাত্র পত্যাচার।
পতি, দারে তুষ্ট রলে, স্বর্গগতি তাহে মিলে
জানিও, বিভুর বিচার॥

(৯)

মুই করি আশীর্ব্বাদ, পূরুক তব ভব সাধ,
সদা পতি রতে।
আজীবন পতিধন, যেন পায় হেন মন,
ডাকিতে তোমায় স'তে॥

দারোগাবাড়ী
মধ্যম হাওলি
১৭৯ নং

নিং
তোমার ভগিনী পতি।

উপহার চিঠি পড়া শেষ হইল, এইক্ষণ ভগ্নিদ্বয় পরম পুলকিতা, স্বামী-সোহাগিনী পুলকিতা যে, তাহার স্বামীদেব সুন্দর ও সহজ কথায় অতি উত্তম করিয়া মিষ্টি ভাষায় ভগ্নি-পতি-বরণ উপহার হিতোপদেশে পাঠাইয়াছেন ; সম্পর্কিতা ভগিনী হরষিতা যে তাহার অতুল সৌন্দর্য্যতার বাখান এবং উচ্চশিক্ষার সুঘ্রাণ প্রকাশে মধুপ-রত্নকে স্পর্শন করিয়া বরবনিতা হওতঃ প্রেম হনন করার আভাষে ভগ্নি-পতি হিতোপদেশ পাঠাইয়াছেন। স্বামী-সোহাগিনী ভাগিনীকে উপহারস্থ লিপিগত ভাবগুলি সখে

পড়িয়া অযাচিত ভাবে অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ভগিনীও নিজজ্ঞান মতে তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন ইহা নির্ভুল, তত্রাছ নিজের প্রশংসাটা পরমুখে শুনিতে বড়ই শ্রুতি মধুর হয় বলিয়াই উভয়ে স্বেচ্ছাচারী মতে বুঝিয়া ও বুঝাইয়া সফলতা লাভ করিলেন। স্বামী-সোহাগিনী আরও বলিয়া হাসিলেন যে, তোমার জন্য ভুরি ভুরি উপদেশ সমবেত হইতেছে। পালন করিয়া চলিলে তোমার জীবন স্বামী-সোহাগিনী জীবনের আদর্শ হইবে সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে স্বামী-প্রেমমহলে বসাইয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম সেই সকল উপদেশ, আমি তোমার ভগিনী সম্পর্কিতা হইয়া যদ্রূপ দেওয়া সঙ্গত বোধ করিয়াছি তাহাই দিয়াছি। মায়দেবীর উপদেশ কন্যাপ্রতি যাহা যাহা উপযুক্ত সম্ভবে তাহাই অর্পিত হইয়াছে। ভগ্নি-পতি, শ্যালিকা প্রতি যে যে উপদেশে উপযুক্ত হয়েন, বলিতে ক্রুটী করেন নাই। অতএব বলিতেছি যে আমি ও মায়দেবী এবং মদীয় স্বামীদেব যে যে উপদেশে তোমাকে সুসজ্জিত করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহা তোমার সুখ জীবনের একমাত্র ভরসা মনে করিও। যদি আমাদের উপদেশ মতে তুমি চলিতে পার, তাহা হইলে আজীবন দিনাতিপাতের তোমার সুখ অন্তরায় নাই জানিও। তুমি নিজেও গুণজ্ঞানে বৃহস্পতি, তাহার উপর কথিত উপদেশাবলির পোষক হইলেই বোধকরি তুমি ত্রিলোক সংসার একলম্ফেই ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। ভগিনি! আমাদের স্ত্রী সম্প্রদায়ের এইটীই প্রধান

ভাব্য, যাহাতে আমাদের স্বস্ব পতি-রাজ্যে আপনাপন রূপগুণ, ও সৌজন্যতার জলন্ত প্রভা ঢালিয়া দিয়া বিশিষ্ট ঋজু স্বভাবে ও অভিন্ন হৃদয়তাব পরিভাষণে পতি মন কাড়িয়া লইতে পারি তৎমুলাকর্ষণে উৎকমকল্পে যাত্নিক থাকাই বিধি। ভগিনি, আমাদের এমন অনেক অত্যাচার্য্য গুণ আছে যে, যাহার মোহিনী শক্তিবলে পুরুষ প্রবরেরা আপনাপনি ভোগ বিলাসের বশী হইয়া একদা নিজ প্রাধান্যতা পরিহার ক্রমে অজ্ঞানবৎ আমাদের নৈকট্য ধারণ করেন। ভগিনি, সেই সকল কর্ম্মসন্ধিগুলির সমুচিত পরিচয় ও ব্যবহার প্রসঙ্গ বিশেষ প্রাজ্ঞতায় তোমার শিক্ষা থাকিতে, আমি কিছুতেই বিস্মরণ না হইয়া পরিষ্কার রূপে শিখাইয়া রাখিব। এইক্ষণ তোমার মায়-দেবীর সংবাদাদি শ্রুত হও।

বোধ করি, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি তোমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি হিতোপদেশ দিয়াই তোমার স্নেহের জননী তোমার অদর্শনে কি করিতেছেন, দেখিতে এবং তোমার কুশল সংবাদে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিতে, তাঁহাব বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহাব আবাস ভবনের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই তিনি আমাকে অবশ্য বিশেষ কোন কারণ নিয়াই তোমার প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি অনুমানে, আমি কে ? এবং কোথা হইতে আসিয়াছি ? ইত্যাদি আলাপ পাড়িয়াই প্রত্যুত্তরে যথাযথ ভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভগিনি, বলিতেছি শুন—মায়ের বেদনা কি সন্তান সন্ততি বুঝে ? দেখিলাম তুমি

স্বামী-সিংহাসনারূঢ়া হইয়া কত যে মনবিনন্দিত প্রণয়-কুসুম খেলনায় খেলিয়া আত্মভ্রম করিতেছ, স্বামী ক্রোড়ে প্রেম তরঙ্গে ডুবিয়া মহানন্দে বিরাজ করিতেছ, শিশু জীবন ও কালিকার গতস্থ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। কোথা হইতে আসিয়া কাহার যতন ও প্রভাব-বলে এ নশ্বর জগতের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, একটুও ভাবিতেছনা। একবারের জন্যও স্নেহময়ী জননীর স্মরণ লইতেছ না।। জন্মদাতা পিতা মাতা ও আশ্রয় দাতা জনক জনয়িত্রী প্রতি কর্ত্তব্য বিচারে একেবারে জ্ঞানান্ধ হইয়াছ। তুমি যে মর নাই জীবিতা আছ, দুঃখে নাই সুখে আছ ইত্যাদি মায়দেবী ও পিতৃদেবের অবশ্য জানা আছে, তবুও মাত্র চক্ষুর অগোচর বেদনাই তাঁহাদের প্রমুখ দুঃখ বেদনা। মায়দেবী তোমার এই অত্যাল্প কালের অগোচর বেদনায় অন্নজল পরিত্যাগে চিন্তা-রাক্ষসীর শোষণ ক্রিয়ায় জরাজীর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, জীবন যাপন বীতশ্রদ্ধ মনে লইয়া ছিলেন, কৃতান্তের কর কবলিত হইয়া জীবনে লুপ্তপ্রায় হইতে হইয়া ছিলেন। ভাগ্যগুণে, তোমার সৌভাগ্য ফলে অধিনী তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া তাঁহার ঐরূপ শোচনীয় দশাদর্শনে প্রথমতঃ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ বীরত্বতা অবলম্বনে বিশেষ উপমায় কণ্ঠ ঝারিয়া তোমার সুখ-সংবাদ প্রকাশ করতঃ সান্ত্বনায় আনয়ন পক্ষে যথেষ্ট যত্ন নিয়া তাঁহাকে পূর্ণজ্জীবনে আনিয়াছি। কিয়দ্দিন যাবত স্নান আহার কার্য্যে বিরত ছিল, তাহা দূরকরিয়া যথানীতি কার্য্যে তৎপর রাখিয়াছি। তোমার

মনোগত, অঙ্গগত, দৃষ্টিগত ভাবগুলি বিশেষরূপ লক্ষ করিয়া বৃত্তান্ত ঘটিত সংবাদ সহ পুনরায় তাঁহাকে দেখাদেওয়ার করারে আমি আবদ্ধ হইয়াছি। জানিও—পত্যালয়ে তোমার সুখশান্তি শুনিলে মাতৃদেবী সার্থক জীবন মনেকরেন। পত্যালয়ে সুখে থাক, বরের সোহাগিনী হও, পূজনীয় শ্বশুর শ্বশ্রূর আদরনীয়া হও, পরিবারে বয়স্যাদিগের প্রিয়তমা হও, চাকর চাকরাণীদের মাননীয়া হইয়া শুভা-কাঙ্খিনী হও, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা। তুমি নিজে সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী. ইহার উপর তিনি কতকগুলি আবশ্যকীয় উপদেশ, আমার জ্ঞান বিশ্লেষণে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, অভিজ্ঞতা নাই, কিসে ভর করিয়া অর্পিত উপদেশ গুলি তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় মতন, সরল ভাষায় বুঝাইতে সক্ষম হই, অবশ্য ভাবনীয়। যাহাহউক, যখন ভার আনিয়াছি, তখন যেমনই হউক তোমাকে শুনাইতে হইবেই। মায়দেবীর উপদেশগুলি সহজ নহে, কাঠিন্যতাপূর্ণ, পার্থিব ও পরমার্থ কালের সদগতির মূলাধার বলিয়াই উক্ত। অতএব নিম্নে মায়ের উপদেশাবলি ক্রমাগত এক একটী করিয়া তোমার অবগতার্থে বলিতেছি মনোনিবেশে শুন।

স্বামী-সোহাগিনী মায়দেবীর উপদেশগুলি প্রকাশে, প্রথম উপদেশটী কি, স্মরণ করার ইচ্ছায় একটু মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, সম্পর্কিতা ভগিনীও অধিক রাত জাগরণ

দোষে প্রকৃতির অসুস্থতা মনেকরিয়া বিশ্রামলাভ খুঁজিতে লাগিলেন, হঠাৎ অন্তঃপুর হইতে সময়রক্ষক ধর্ম্মঘড়ি টন্২ রবে ৬টা বাজিয়া দেবী নিভাবরির দিনেকের বিদায় ও দিনমণির শুভাগমন বার্ত্তা শুনাইলেক। ভগ্নিদ্বয় শুনিলেন, উঃ রাত্র প্রভাত হইয়াছে বলিয়া চমকিয়া উঠিলেন, খিড়্‌খিড়ি আঁটিলেন, বহির্দ্দিকে উকিদিয়া উষাদেবীর চারুমুখখানি অবলোকন করিলেন, সত্যই নিশা শেষ, নিশা শেষ, বলিয়া সোহাগিনী কার্য্যের কিছুই করিতে পারিলেন না উচ্চারণে পরিতাপ করিলেন। প্রাতঃ উপাসনায় ব্রতী হওয়ার জন্য ভগ্নিদ্বয় ত্রস্ততা ধরিলেন। পরস্পর বলিলেন—প্রাতঃকার্য্যাদি সাঙ্গ করতঃ কিঞ্চিৎ টিফিন্ পানকরিয়াই ৯টার পূর্ব্বে পুনঃ এই কক্ষে উপস্থিত হইয়া মায়ের উপদেশগুলি যত সত্বর বলিয়া শেষ করাযায়, যত্নবান থাকিতে হইবে। ভগ্নিদ্বয় উপাসনায় চলিলেন, এইক্ষণ কক্ষ শূন্য।

রজনী প্রভাত হইল, প্রজাবর্গ ও বন্ধুবরে বরকন্যাকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আশীর্ব্বাদ সহকারে ভক্তি উপহার প্রদানে উপস্থিত হইয়াছে। বরকন্যার এতদ্ সংবাদ কর্ণগোচর হইল। প্রেমমহলে বরকন্যার সম্মুখস্থ প্রজাবর্গ ও বন্ধুবরকে ডাকা হইল, তাহারা স্ব স্ব যোগ্যতা মতে অভিবাদন জানাইয়া আনীত ভক্তি-উপহারে ও বাচনিক শত প্রশংসায় বরকন্যার মনতুষ্টি সাধনকরিয়া বিদায় প্রার্থী হইল। বিশেষ ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ বন্ধুবরে ও প্রজাবর্গ বরকন্যা

হইতে মধুরুক্তি ও আশীষবচন গ্রহণ করিয়া পঞ্চামৃত ভোজে পরিতৃপ্ত হওতঃ যার২ গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। বরকন্যা ভক্তি-উপহার দুইখানা হাতে লইয়া নিভৃত কোঠায় গমন করিলেন এবং অগ্রে বন্ধুর প্রদত্ত উপহার খানি উভয়ে একমনে পড়িতে বসিলেন—পড়িলেন।

যোগ্যবর—

শ্রীল শ্রীযুত জমিদার মহাম্মদ গোলাম মোস্তফা

মিঞা চৌধুরী সাহেবের শুভ বিবাহ উপলক্ষে

জনৈক বন্ধু হইতে উপহার চিঠি।

(১)

হে সুহৃদ! জিবীতেষ!! অভিন্ন হৃদয়!!!
তব প্রেম ডোরে আছি, চির বন্ধময়॥
বালক চপল,
অবোধ কেবল,
যবে ছিনু দ্বয়।
একে অপরে,
নয়ন সাদরে,
বন্ধু ডাকা হয়॥

(২)

তেইত, বন্ধুর তোষে স্নেহ মত্ত মন।
সাদরে বন্ধুর ফটো করেছি অঙ্কন ॥
সেহ'তে তারুণ্যে,
নাহি ছিল অন্যে,
বন্ধু আর জন।
প্রভু-কৃপা ফলে,
বন্ধু বিয়ে বলে,
এবে বন্ধু দ্বিজন ॥

(৩)

বন্ধো! নবযুগে তব সুচারু জীবন
বিদূষী রমণী যোগে হইল বন্ধন।
একে মহা মতি
কুলশ্রেষ্ঠা অতি,
রূপ শোভমান।
পিক-ধ্বনি তাতে—
ওষ্ঠগত বাতে,
জ'ড়ে সব প্রাণ ॥

(৪)

এহেন সর্ব্বগুণাকরি সহধর্ম্মিনী।
বন্ধুবরে সঙ্গী করে দিবস যামিনী ॥

ভোগাসক্তি মতে,
কলিকা ফুটন্তে,
ক'রে মধুপান।
হে ভ্রমর ভ্রমরী,
অধরে অধরি,
জুড়াও পরাণ ॥

(৫)

প্রজ্বলিছে স্বর্ণ-পদ্ম বক্ষ-সরোবরে,
ফুটিছে কণক চাঁপা কপোল-অম্বরে,
হে চাতক মদন,
তৃষিত জীবন,
হেন লতিকায়।
অনুক্ষণ ভ্রমি,
শাখা পত্র চুমি,
(লহ শান্তি) দোহে দশন ঘায় ॥

(৬)

বন্ধেন! সাজিয়ে অষ্ট অঙ্গ প্রসূনের হারে,
প্রেমাসক্ত কৈর পতি নয়নের ঠারে,
মধুমাখা মুখ-হাসি,
আঙ্গিক বিকাশ রাশি,
পতি পদে যেতে ভাসি দিওকো সতত।
বন্ধুর দলনে বন্ধে! হৈও বিনন্দিত ॥

(৭)

হে গুণপণা দেবি শক্তি স্বরূপিণি !
অশেষ গুণিনী তুমি বন্ধুর গৃহিনী ॥
তোমার গুণের করে।
যেন অন্তঃবহি পুরে ॥
অহোরাত্র বন্ধুবরে, সুখ রাজ্য হে'রে।
প্রেমগীতি করে নিতি গুন্ গুন্ স্বরে ॥

(৮)

হে শ্রান্তি হরা শান্তি করা প্রেম মাধুরী।
তব জীবনোদ্যান প্রভূ পতি প্রহরি।
সবিবাদে, নির্ব্বিবাদে,
যখনি প্রেমের সাধে,
তুলিয়ে শোঁকিতে পতি করয়ে মনন।
আপনি চালাক্ হ'য়ে কৈর বিতরণ ॥

(৯)

হে ধীরমতি খঞ্জন গতি লক্ষ্মী স্বরূপা।
ভাগ্যবতী সরস্বতী জলন্ত প্রদীপা, ॥
তোমার যে কর্ণধার,
দুকুলের পারাপার,
সেই স্বামী অনুগামী হ'লে নাহি ভয়।
রাখিও ভকতি হেন স্বামী দু,দু পায় ॥

(১০)

ক্রীড়াকুন্দ ক'রে সতী হও পতি-প্রাণ।
পতি তোষে অমর ধামে করহ প্রয়াণ॥
পতি যেন তুষ্ট হয়ে,
তোমার শ্মশানে গিয়ে,
পোতে স্তম্ভ চিরস্মৃতে করিয়ে যতন।
আশীর্ব্বাদ ! দোঁহে কাট সুখেতে জীবন॥

১৩২০ সন বাঙ্গালা
২রা বৈশাখ

নিং
বন্ধুবরের সেইক।

বরকন্যা উপহার চিঠিখানি পড়িয়া শেষ করিলেন। ভাষা-গত ও অর্থগত মধুর লালিত্যতায় ও অন্তরস্পর্শি কথায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উপহার খানা দ্বিতীয়বার পড়িয়া লইতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন। বরকন্যা উভয়েই একগলে মিশিয়া পড়িতে লাগিলেন, পড়িয়া শেষকরিলেন, আব একবার পড়িয়া লইতে উভয়েহ বাঞ্ছা করিলেন, সুতরাং পড়িয়া লইলেন। লিপিখানির ভাবার্থ অবগত হইলেন। বন্ধুর টিপ্পনি কথায় উভয়েই হাসিলেন। বন্ধুকে উল্লেখ করিয়া প্রত্যুত্তর করা সঙ্গত বলিয়া পরস্পর অভিপ্রায় জানাইলেন। অতঃপর প্রজাবর্গ কি উপহার দিয়াছে তাহা দেখিতে ও পড়িতে প্রজাপ্রদত্ত উপহার খানি হাতে লইলেন এবং পড়িলেন।

যোগ্যবর—

শ্রীল শ্রীযুক্ত জমিদার মহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
মিঞা চৌধুরী সাহেবের শুভবিবাহ উপলক্ষে
প্রজাবর্গের ভক্তি-উপহার।
(গোবিন্দপুর জমিদার বাড়ী)

(১)

হে সুযোগ্য রাজন, ধনীর নন্দন !
কিশোর বয়সে তব অর্দ্ধাঙ্গী গ্রহণ॥
শ্রবণে পশিল যবে এহেন বচন।
জয় জয় বলি সবে দিনু সংকীর্ত্তন॥
অকাতরে ধন রাশি,
চৌদিকে পড়েছে খসি,
ধারে দূরে প্রতিবেশী, যথা যেই জন।
দানে, পানে, তুষ্ট হল পেয়ে নিমন্ত্রণ॥

(২)

হে সুযোগ্য বাজন ! তব প্রজাগণ,
আনন্দ হিল্লোলে আজ হয়েছে মগন॥
তব বিয়ে উৎসবে
এক অপরূপ ভাবে,
আমোদে মাতিয়ে সবে, এক সুরতানে,
বাজাছে মূরজ বংশী মধুর নিঃস্বনে॥

(৩)

হে সুযোগ্য রাজন ! বড়ের নন্দন,
নব জীবনে তব উদ্‌বাহ ভূষণ,
গরীয়সী দার সনে
বসে বিয়ে সিংহাসনে,
যে দৃশ্য দেখাইয়াছ, সর্ব্ব সাধারণ
জীবনের তরে কি, তা ভুলিব কখন ?

(৪)

হে সুযোগ্য রাজন ! শ্রদ্ধার ভাজন,
পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা করিও পালন ॥
তব প্রজা বৎসলে,
প্রজাবৃন্দ কুতূহলে ॥
ধ্রুব বিশ্বাসে আজ হইয়াছে পাষাণ।
সপিল সস্ত্রীক রাজে, বিধি সন্নিধান ॥

(৫)

হে সুযোগ্য রাজন !
অক্ষুণ্ণ প্রেমের তোষে যাবৎ জীবন।
পতি পত্নি একসুত্রে থাকিও বন্ধন ॥
সংসারের লীলা খেলা।
নিত্য নব করি মেলা ॥
মেধাবী হইয়া সদা সত্য বিচারী।
যুগলেতে এক পথে হইও বিহারী ॥

(৬)

হে সুযোগ্য রাজন!

তোমার এশুভ দিনে কি আছে এমন।
লইয়ে এ প্রজাগণ দাঁড়ায়ে চরণ॥
মাত্র এক্ষুদ্র, ভক্তি-উপহার দানে।
প্রজাও চাকরচয় সজল নয়নে॥
সপিয়ে সস্ত্রীক রাব্বিল আলামিন্।
যোড়করে সরুস্বরে করিল আমিন॥

১৩১৯ বাংলা।
২৮ শে চৈত্র।

নিঃ
ভবদীয় প্রজাবৃন্দ।

বর কন্যা এই উপহার খানিও পড়িয়া শেষ করিলেন। মনের খুসিতে বিশেষ হাসিলেন। বন্ধুবর ও প্রজাবর্গ যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক সমুচিতালাপে ও আশীর্ব্বাদে বরকন্যাকে বরণ করিয়াছে দেখিয়া শত ধন্যবাদে উপযুক্ততা প্রকাশ করিলেন। প্রজাবর্গকে বিবেচনা মত আশীর্ব্বাদের ফল-স্বরূপ মেডেল্ প্রদান করা সঙ্গত বলিলেন। এদিকে দিনমণি প্রায় ৯টায় পদার্পণ করিতেছেন দেখিয়া মায়ের উপদেশাবলি শুনিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সোহাগিনী ভগ্নির সভায় যোগদান জন্য স্বামীদেব হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলেন, উপহার দুইখানিও সোহাগিনী ভগিনীকে দেখান ইচ্ছায় জনৈক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে সোহাগিনী সদনে উপস্থিত হইলেন। এবং যথারীতি ভক্তি প্রদর্শনে

উপহার দুইখানা সোহাগিনী ভগিনী সম্মুখে পেষ করিয়া নিজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সোহাগিনী ভগিনী উপহার দুইখানা দেখিলেন; এইটী কি, বলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে ২ হাসিলেন, ক্রমে দুইটীই পড়িয়া শেষ করিলেন। বন্ধু প্রদত্ত উপহার খানির ছত্রে ২ অনুধাবিত হইয়া লিখকের মনভাব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা, ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগিনীও প্রত্যুত্তরে মুচ্‌কিহাসি খাইয়া ঈষৎ লজ্জা ভরে মর্ম্মাকর্ষণের সফলতা স্বীকার করিলেন। সোহাগিনী ধীরভাবে প্রকাশ করিয়া আরেকবার উপহার দুইখানা পড়িলেন, বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ভগিনীর মনোরঞ্জন জন্য তৃতীয়বার কর্ম্ম সঙ্গীত স্বরে উপহার গুলি পড়িয়া লইলেন, আমোদিত হইলেন, আপন কর্ত্তব্য স্মরণ করিলেন। এইক্ষণ কর্ত্তব্য লইয়া বসিলেই ভাল হয় বলিয়া উভয় ভগিনীই সায় মানিলেন, সুতরাং মায়ের উপদেশ বিবরণে ও শ্রবণে প্রস্তুত রহিলেন।

——o- ——

মাতৃ দেবীর ১ম উপদেশ।

খোদাতালা ও আধ্যাত্মিক।

খোদাতালা নিজে স্বীয় মহিমা ব্যাপৃত, অনন্ত মাহিত্য-পরায়ণত্ব, আদ্যান্ত, সর্ব্বশক্তিমান, ব্রহ্মাণ্ড শ্রষ্টা, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান, সপ্রাণ নিরাকার, একা একজন হয়েন। ভগিনি! ঐ যে দ্বিতল বাড়ী মতন মস্তকোচ্চ দেশে নির্ম্মলাকাশ দেখিতেছ

ইহা তবকান্তর তবকে সপ্তাকাশ হয়; প্রকাশ, তথায় খোদাতালা আপন মূখ্য গৌরব আভায়, অবোধগম্য মহিমাবেষ্টিত অপূর্ব্ব নিগূঢ়তত্ব লইয়া নিজবশে সাকার আছেন। পবিত্র আরস, কুরচি, লওহো, কলম, মেয়্রাজ্, বেহেস্ত ও অপবিত্র দোজখ ইত্যাদি সহকারে হজরত জিব্রাইল, মিকাইল্, ইছ্রাফিল, আজ্রাইল গয়রহ পারিষদ আদি লইয়া আপন মহিমালোকে দেদিপ্যমান আছেন। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি দেখিতেছ, নিয়ম চক্রাবর্ত্তনে দিবানিশার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখাইয়া সমভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যে কীর্ত্তিবিস্তার করিতেছে তাহা সেই খোদাতালার অনন্ত মহিমার এক মহিমা হয়। এই যে ধরনীস্থ নদানদী, পর্ব্বত-শিখা, দেশ প্রদেশ, সহর বন্দর, বন কানন ইত্যাদি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত থাকিয়া যে শোভা বিস্তার করিতেছে, তাহাও খোদাতালার অনন্ত মহিমার আর এক মহিমা হয়। এই যে সংসার স্থিত যত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জীব জন্তু দেখিতেছ, সকলই খোদাতালার মহিমা সম্ভূত ও জিগীষা ভুক্ত হয়। খোদাতালা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বিশ্লেষে বুঝাইয়া তাঁহার আস্তা ও ভিত্তি পরিচয় করে, এরূপ শক্তিমান প্রাণ খোদাতালার স্বষ্টিগত হয় নাই এবং তাঁহার ইহা অভিপ্রায়ও নহে। ভগিনি! তুমি আমি অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অনেকানেক প্রাচ্য বিজ্ঞজ্যোতির্ব্বিদগণেরাও পাকা মাথা লইয়া বিশেষ গবেষণায়, খোদাতালা কে? ও উদ্দেশ্য কি? বিচারে নিস্ফল হইয়াছেন। ভগিনি, এই যে জলচর স্থলচর, ভূচর, খেচর যতবিধ জীব

জন্তু ও প্রাণী দেখিতেছ সকলই সেই খোদাতালার সৃষ্টির সৃজন লইয়াছে, জনম ধরিয়াছে, কঠোর করারে পৃথিবীতে আগত হইয়াছে, আকাঙ্খা পালন ক্রমে সময় সাঙ্গ করিয়া আগমন ও প্রত্যাগমন সাক্ষী রাখিয়া খোদাতালার অনন্ত মহিমার কীর্ত্তন করিতে ২ দেহত্যাগে সংসার পরিত্যাগ করিতেছে। আবার তাঁহারই মহিমায় দেহাকারে সংসারে জনম আনিতেছে, এইরূপ ভাবে কত কোটি যুগকাল হইতে এই নিয়মাবর্ত্তন হইতেছে ও কত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে কেহ কি বলিতে পারে? ভগিনি, খোদাতালার মহিমার ইয়ত্তা নাই, তত্ত্বউদ্ধারে কাহারও হাত নাই, খোদাতালার কার্য্যানুরূপ কার্য্য করে হেন শিক্ষার গুরুও নাই ইত্যাদি। সৃষ্টি মধ্যে আদম সৃষ্টিই অতি প্রিয়তার সহিত খোদাতালা সৃজনে আনিয়া পছন্দ করিয়াছেন। এই আদম জাতই মানব জাতি হয়, এই মানবের প্রাণেতেই খোদাতালার নিজের বিশেষ বিশেষত্ব জড়াইয়া অঙ্গে অঙ্গ মিশ্রণে একাঙ্গ হইয়া আছেন। ভগিনি! আমরা ভ্রমান্ধ মানব, ভ্রমে মজিয়া আমাদের অঙ্গীভূত সেই অমূল্য নিধির দর্শন লাভে একটুও যত্নবান নহি; যত্ন করিলে রত্ন কেন না মিলিবে?

ভগিনি! শুন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খোদাতালা মানব সৃষ্টিকেই যথেষ্ট পছন্দ করিয়াছেন। মানবেরই বিশিষ্ট আত্মা, এই আত্মা জন্মিত বিষয়ই আধ্যাত্মিক হয়। এইসকল আধ্যাত্মিক নিয়াই সুন্দর২ কারুদ্বারা খোদাতালা অবয়বে সুঠাম রাখিয়াছেন। আপাদ মস্তকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ক্রমাগত ১২টী প্রক্রিয়াস্থল লতিফা নির্দ্দেশ

রাখিয়াছেন। বাহ্যিকে প্রথম লতিফা চক্ষু, দ্বিতীয় লতিফা কর্ণ, তৃতীয় লতিফা নাসিকা, চতুর্থ লতিফা জিহ্বা, পঞ্চম লতিফা মলদ্বার, ষষ্ঠ লতিফা মুত্রদ্বার এবং আভ্যন্তরিক প্রথম লতিফা কাল্‌বি, দ্বিতীয় লতিফা রুহি, তৃতীয লতিফা নফ্‌ছি, চতুর্থ লতিফা ছের্‌রি, পঞ্চম লতিফা আখ্‌ফা, ষষ্ঠ লতিফা নফি হয়। বাহ্যিক ৬টী লতিফার প্রক্রিয়া-স্থল তোমাব অবিদিত নহে, এবং উহা যে সরিয়তেব প্রধান অঙ্গ তাহাও তোমাব জানা থাকিবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আভ্যন্তরিক মারফত সম্বন্ধে তুমি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহাও নির্ভুল, অতএব তোমাব শিক্ষার ও কার্য্যে পরিনতির ইচ্ছায আভ্যন্তরিক লতিফা-স্থলগুলি উপদেশে জানাইতেছি যে, প্রথম লতিফা কল্‌বি, তোমার আমার অর্থাৎ মানবের বাম পযোধবেব ঠিক দুই অঙ্গুলি নীচে অবস্থিত। এবং দ্বিতীয় লতিফা রুহি ডান পয়োধরেব ঠিক দুই অঙ্গুলি নীচে; তৃতীয় লতিফা নফ্‌ছি নাভির নীচে; চতুর্থ লতিফা ছের্‌রি সিনার মধ্যখানে; পঞ্চম লতিফা আখ্‌ফা মস্তক দেশে; ষষ্ঠ লতিফা নফি ঠিক পেসানিতে অর্থাৎ কপাল দেশে অবস্থিত হয়।

এই আভ্যন্তরিক লতিফা ছয়কে যথারীতি খোদাতালার কোন এক নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নাম প্রক্রিয়া-বলদ্বারা ঘর্ষণ ক্রমে উত্তরোত্তর আলোকিত করিতে থাকিলে অল্পকাল মধ্যেই প্রোক্ত লতিফা প্রবৃষ্টদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে, আল্লাতালার নাম জিকির হইতেছে শুনিবে, জাহেরি বাতেনি সব দেখিতে পাইবে,

চক্ষু মুদিলে আরস, কুরছি, লোহ, কলম, বেহেস্ত, দোজখ, আকাশ পাতাল, দুনিয়াই সমস্তই দেখিতে পাইবে, তোমার পাক প্রাণ অন্য প্রাণে মিশিয়া মনের কথা জানিয়া লইতে পারিবে, কি হইয়াছে, কি হইবে ও কি হইতেছে সব দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে, আপন পর যাবতীয় অবস্থাদি অবগত থাকিবে, খোদা-তালার কুদ্‌রতি নূর দেখিতে পাইবে ইত্যাদি। ভগিনি, যেই পাক নাম-প্রক্রিয়া বলে দূরদর্শী ও অন্তর্য্যামি হইতে পারিবে এস্থলে সেই পাকনাম বলিয়া রাখিতে অনুক্ত রাখিলাম। আশা করি, যাবতীয় আলাপ শেষ করিয়া সর্ব্বশেষ কথাটী বলিয়া রাখিব। এইক্ষণ দ্বিতীয় উপদেশ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

মাতৃ দেবীর দ্বিতীয় উপদেশ।

খোদাতালা ও তদাদেশ।

খোদাতালা এই মহিমণ্ডল ও সপ্তাকাশ, উপাদেয় সহ সৃজন করিয়া সেই উপাদেয় প্রতি অবশ্য কোন অভীষ্ট রাখিয়া পুর-স্কার ও তিরস্কার স্বরূপ বেহেস্ত এবং দোজখ প্রস্তুতক্রমে জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগিনি! আমরাও খোদাতালার মহিমণ্ডল উপাদেয়ের অন্তর্গত, আমরাও জন্ম মৃত্যু স্বীকার করিয়াছি। আমাদের দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট পূরণ হওয়ার বাসনা অবশ্যই পাতিয়াছেন। আমাদিগকে পুরস্কার ও তিরস্কার পোষকে যে কার্য্য ভারে রাখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার আদেশ।

বিধান করিয়াছেন যে, তাঁহার আদেশ মত আমাদের কার্য্য হইলে পুরস্কার বাবদ বেহেস্ত, অন্যথায় তিরস্কার স্বরূপ দোজখ মিলিবে। আদেশ এই যে—খোদাতালাকে একা একজন লাসারিক জানিতে; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিতে; হুকুম মতে করিব বলিয়া করারে আবদ্ধ হইয়া জনম আনিয়াছি জানিতে; পথপ্রদর্শক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রভূ মহাম্মদ দরুদ আলাহিচ্ছালামকে খোদাতালার প্রেরিত জানিতে, মোবারক পাক কালাম মাযিদ খোদাতালার অর্পিত জানিতে; খোদাতালার সিদ্ধবাক্য ফরজ-নমাজ, রোজা, হজ, জকাত ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিতে; খোদাতালার আদেশের বহির্ভূত কার্য্য না করিতে; খোদাতালার বিধিবদ্ধ কার্য্যগুলিকে অবৈধ মনে না করিতে; খোদাতালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ না করিতে; গুরুজন প্রতি অভক্তি ও অবাধ্যতা প্রকাশ না করিতে; শিক্ষাদাতা গুরুকে অভক্তির চোখে না দেখিতে; আত্মীয়স্বজন ও পরসীদিগের প্রতি অসদাচরণে মন কষ্ট না দিতে; পাপ কার্য্য না করিতে, পরপুরুষের মুখ না চাহিতে; পরপুরুষের সংযত ক্রিয়ার ভোগ লোভী না হইতে; বেপরদায় অন্দর বাহির না হইতে; পতি সেবায় ও পতিতোষে স্বামীর একাঙ্গ হইতে; স্বামীর প্রাণাধিকা প্রাণ হইতে ইত্যাদি ভূরি ভূরি আদেশে আমাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ রাখিয়াছেন। আদেশ মত কার্য্য করিলে পুরস্কার স্বরূপ বেহেস্ত, কার্য্য না করিলে সাজা বাবদ দোজখ লাভ করিতে হইবে। ভগিনি, শুনিয়াছি খোদাতালার সৃষ্টি-বাসনা

পূরণ হইলে অবশেষে অন্তিম ও প্রলয় করিবেন, সৃষ্টি প্রতি ন্যস্ত থাকা কার্য্যভারে কতদূর সার্থকতা লইয়াছেন দেখিতে বিচার আসন পাতিবেন, বিচার করিবেন, আদেশ মান্য অমান্য সম্বন্ধে কাহার কাঁহাতক যোগ্যতা দেখান হইয়াছে তন্ন২ করিয়া অণুর পরার্দ্ধ পরিমাণ হারে সংগ্রহ করিবেন। আদেশ মান্যের ফল পুণ্য, অমান্যের ফল পাপ ধরিবেন। তুলা দণ্ডে মাপ করিবেন, পাপভার চেয়ে পুণ্যভার অপেক্ষাকৃত গুরু হইলে জান্নতি আখ্যা দিয়া সন্তোষে স্বর্গসার বেহেস্তাগারে পাঠাইবেন, পাপভার গুরু হইলে জিন্নতি লকবে মহাতাপসার দোজখাগারে পাঠাইবেন। ভগিনি! দোজখ একটী ভয়াবহ ও লোমহর্ষক স্থল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার ইচ্ছায় খোদাতালা ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার ভিত্তি দুঃখ কষ্ট; দুঃখ কষ্টের প্রসূতিই দোজখ। ভগিনি, সংসারে আমরা যে সকল দুঃখ কষ্ট নাম করিয়া কতকটা যন্ত্রণা ভোগ করি, উহা সহনীয়; কিন্তু শুনিয়াছি দোজখে যে দুঃখ কষ্ট রক্ষিত হইয়াছে উহা অসহনীয়। দুনিয়াতে যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করি উহা মাত্র সাবধানতার চিহ্ন স্বরূপ। খোদাতালার নিয়োজিত কার্য্যে আমাদের অলসতা জন্মিলে, অলসতা দূর করিয়া ন্যস্ত থাকা কার্য্যে তৎপর থাকিতে চেতনাকর্ষণ হয় মর্ম্মেই দয়া করিয়া খোদাতালা এই দুঃখ দিয়াছেন। পরকালে বিচারশেষে দণ্ডিত হইতে হইলে বিচারক মনঃখেদে উপযুক্ত শাজায় দণ্ডিত করার ইচ্ছায়ই দুনিয়ার দুঃখ ক্লেশ চেয়ে ক্রোড়াধিক্যগুণ দুঃখ শাজা দোজখে রাখিয়াছেন। দোজখে

পেটব্যথা, মাথাব্যথা জ্বর দুঃখ, কফ দুঃখ-যন্ত্রণা নাই, মাত্র হুতাশন মিশ্রিত দাহ দুঃখ ও উৰ্দ্ধধাবন কালঞ্জরিত বিষ হয়। ভগিনি, হুতাশনের অপর নাম আগুন, যে আগুনে ভাত রাঁধি লাকড়ি পুড়ি, সে আগুন নহে; দোজখের আগুন পৃথক। বালুকা কণা দেখিয়াছ? ঐ কণাকে এক ক্রোড় খণ্ড করিলে যতদূর সূক্ষ্ম অংশে খণ্ড হইতে পারে বিবেচনা কর, ঐ খণ্ড পরিমাণের এক খণ্ড ক্রমাগত ৭০ বার জলে ধৌত দোজখের হীনতেজ আগুনই দুনিয়াতে খোদাতালা আমাদিগকে কাৰ্য্য বশে দিয়াছেন, ইহারই এত তেজ-তাপ দেখিতেছ। এইক্ষণ ভাবিয়া লও যে দীর্ঘ, প্রস্থ, ভেদ, শূন্য ক্রমাগত ৭ দোজখ পূরিত উল্লেখিত হারের ক্রোড়গুণ আধিক্যতাপের দাহ-দুঃখ কত? ভগিনি, সংসারে যত উৰ্দ্ধধাবক কালঞ্জরিত বিষ আছে দেখিতেছ, তাহাও তুলনায় দোজখে রক্ষিত বিষ চেয়ে বালুকারেণুর ক্রোড় ভাগের একভাগ পরিমাণের মাত্র কালবিষ হয়। দোজখস্থ কালবিষ ঐ হারে ক্রোড়গুণ আধিক্য হইলে, ভগিনি! ভাবিয়া দেখ এই বিষ-বেগ কত? দোজখস্থ এই বিষপূর্ণ বেগধর অগণন বিশ্চিকাদির মহারোষ জনিত, মস্তক উন্নীত, উপর্য্যুপরি দংশন ঘা সেই হুতাশনের তাপিত দাহ লইয়া খোদাতালার দ্বিরাদেশ-তরে মানব জীবনে (ঠিক এ প্রাণে ও এ দেহে) ভোগকরা সহজ সাধ্য হয় কি? ভগিনি! সংসারের দুঃখ কষ্টে প্রাণবায়ু তনুত্যাগ হয়, কিন্তু সেই কালে খোদাতালার দ্বিরাদেশ না হইলে ক্রোড়যুগ পর্য্যন্তও ঐ দুঃখ যাতনায় নিদারুণ প্রাণবায়ু দেহত্যাগ

হইতে পারিবে না। ভগিনি, ব্যাপারটা কেমন মনে কর? খোদাতালার আদেশ গুরুতর মনে করিও। আদেশপালনে প্রাণান্ত করিয়া যাত্নিক হইও, আদেশ অমান্যে এক তিলার্দ্ধও বাঞ্ছিত হইওনা। এরূপ ভীষণ দোজখে ডরিয়া দমে ২ খোদাতালাকে ডাকিও, স্মরণ করিও, রেহাই চাহিও ইত্যাদি। এইক্ষণ তৃতীয় উপদেশ দয়ালু পিতামাতা ও ভরণপোষণ সম্বন্ধে বলিতেছি শুন।

মাতৃদেবীর তৃতীয় উপদেশ।

দয়ালু পিতা মাতা ও ভরণ পোষণ।

ভগিনি! পুর্ব্বেও বলিয়াছি, খোদাতালা অনন্ত মহিমা ব্যাপৃত, অনন্ত বাসনা পুরিত ও অনন্ত কৌশল সম্পন্ন হয়েন। খোদাতালা স্বষ্টিরাজির প্রধান প্রাণীজ পদার্থের মধ্যে আদম বুনিয়াইদ বৃদ্ধির ইচ্ছায় পিতামাতা রূপ আখ্যায় একটা সুনিয়ম রাখিয়া যে কল্যাণ সাধিয়াছেন, সেই পোষক থেকেই আমরা আদম-সন্তান সন্ততি পিতামাতা প্রাপ্ত হইয়াছি। পিতামাতার স্বষ্টি না হইলে আমরা এজনম পাইতাম না, ত্রিলোক বিশ্বধাম দেখিতাম না, দিবানিশা সংস্বষ্ট নিত্য নূতন ক্রিয়াকলাপাদি দেখিতাম না, আপন অঙ্গ আপনে দেখিতাম না, আপন বাল্যাবস্থা নবযৌবন উল্লাস অবস্থায় পরিবর্ত্তন দেখিতাম না, শ্রেষ্ঠ জীবন আদমসমাজ পাইতাম না, খোদাতালার পাক

কালাম মাযিদ ভাগ্যে বর্ত্তন ঘটিত না ইত্যাদি। খোদাতালা আমাদিগকে বিশেষ ভাগ্যবানা করিয়া উল্লেখিত রত্নাধার সহকারে পিতামাতার আশ্রমে জন্ম দিয়া অপত্য স্নেহরসে পরস্পর জড়ীভূত রাখিয়াছেন এবং আমাদের ভরণপোষণ ও সমরক্ষণভারে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বোন, সন্তান সন্তুতি প্রতি পিতামাতার তুলনা রহিত মমতা হয়। সত্তজনম গ্রহণে যেরূপ আচলধন ছিলাম আজও তদ্রূপ আছি। বয়সের তারতম্য কিম্বা ভাইভগ্নি আধিক্যতা দরুণ পিতামাতার একবিন্দু মমতার হ্রাস হয় নাই। পিতৃমাতৃ কোলে অর্পিত হওয়ার দিন হইতে আজতক এক ভাবের চোকেই ভাই বোন ৫ জনে আছি। বোন! সংসারে সকলেই স্বার্থপর, স্বার্থলাভে আপন পর গণ্য মান্য থাকে না, কিন্তু পিতৃমাতৃ তাঁহাদের সেই অপত্য স্নেহ ভুক্ত সন্তান সন্ততিগণের নিকট একদম নিঃস্বার্থবানা ও স্বার্থশূন্যা হইয়া আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র সন্তান সন্ততির পরিতোষ সাধনে শুভাকাঙ্ক্ষিনী হওতঃ মমতার এক বিশিষ্টতা পরিচয় করেন। সন্তান সন্তুতিই জনক জননীর উদর পূর্ণ আহার, নয়ন পূরণ নিদ্রা, হৃদয় পূরণ শান্তি, গাত্র পূরণ কান্তি, সর্ব্বাঙ্গ পুরিয়া শক্তি মনে করেন। ইহারোপরি সন্তান সন্ততিকে স্বাস্থ্যে পড়িয়া হরষিত মনে, ধরা ডিঙ্গাইয়া চলিতে দেখিলে পিতা মাতার দূর্লভ জীবন শত দুঃখাধারে হইলেও সার্থক মনে করেন। বোন, মনে করিয়া দেখ; আমাদের জন্য পিতামাতা কি না করিয়াছেন ও কি না করিতে পারেন? মাতাদেবী

কত কষ্ট সহ্য করিয়া দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ ক্রমে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছেন, জঠরগত অবস্থা হইতে আমরা নিজ-বশে আসা পর্য্যন্ত এ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মায়দেবী ও পিতৃদেবকে পালন পোষণ ও সমরক্ষণভাবে শীত গ্রীষ্ম, আরাম ব্যারাম, সময় অসময় না গণিয়া কত যে নিদারুণ ভোগ ভোগান্ত ভুগিয়াছেন এরূপ কি আর কেহ করিতে পারে? এবং কাহার জন্যে কেহ করে? শুনিয়াছি এজন্যই পিতামাতার দায় পরিশোধে সন্তান সন্ততির শক্তি নাই, হেন পিতামাতা প্রতি সদ্ব্যবহার না করিয়া অসদাচরণ করিলে ভব জীবনে তাহার সুখ শান্তি নাই; পরকালিন সদ্গতির আশা নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগমুক্তির পন্থা নাই। অতএব যাহাতে পিতামাতার মনপ্রাণ সন্তান সন্ততির আচরণে সন্তুষ্ট থাকে তাহাই করা বিধি। পিতামাতাকে যতনে সেবা শুশ্রূষা করিবে, অবাধ্যতা প্রকাশ না করিয়া ভক্তিভাবে আজীবন নতশির হইয়া সম্পদে বিপদে পদানুসরণী হইবে। পান আহারে ভাল ভোজ ও সুখাদ্য জিনিষাদির বন্দোবস্ত করিয়া পিতা মাতার আত্মা-তুষ্টি সাধন করিবে। পরিধানে উপযুক্ত মতে ভাল বেশ ভূষা যোগাড়ে অলঙ্কৃত করিয়া মন তুষ্ট করিবে। নরম মেজাজি হইয়া বাক্যালাপে তাঁহাদের মন তুষ্ট করিবে, যখন যাহার অভাব ও আবশ্যকতা বুঝিবে তদ্দণ্ডে তাহা পুরণে নিরাপত্তিতে যাত্নিক থাকিবে। অসুস্থতা কি বার্দ্ধক্যতা দরুণ নৈমত্তিক কার্য্যাদি সাধন সাহায্যে সাধ্যাতিত তৎপর

থাকিবে। অসুস্থতা দূরীকরণার্থ কায়িক, আর্থিক, ও মানসিক চেষ্টায় রত থাকিবে। জীবদ্দশায় কোনরূপ মনকষ্ট ও অভাব মনে নিয়া জীবন আয়ু শেষ না করেন তদ্দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। নিদারুণ কালগ্রাসিত সময় কৃতান্তের অমানুষিক যন্ত্রণা-দায় হইতে উপসম লাভে, শিরানে বসিয়া নিজ হাতে মচিবত নাশক নিকাসি পানী খাওয়াইবে, আল্লার নাম শুনাইবে, কল্‌মা সাহাদত পড়িবে, মোবারক শুরাহ্ ইয়াছিন্, ও শুবাহ্ মোহাম্মদ, পড়িবে; আখেরি চাওয়া চাহিয়া লইবে, পিতামাতার গঠন গাঠুনি মনে করিয়া লইবে, দুনিয়াতে আসিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া রাখিবে, সৎক্রিয়া সদনুষ্ঠান করিবে ইত্যাদি। পিতা মাতা সন্তান সন্ততির সুখ কামনায় সদানিন্তন ব্যস্ত থাকিয়া খোদাতালার আদেশিক কার্য্য করিতে নিস্ফল হইলে পিতামাতার কবরস্থ আজাবের ইস্তক প্রলয় দিন কেয়ামত পর্য্যন্ত অন্ত থাকিবেনা, দোজখেরত কথাই নাই। এ অবস্থায় আমাদের (তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকে) বুঝিতে হইবে যে, দুনিয়াইর বাড়ীতে পিতা মাতায় আমাদের আদেশই তামিল করিয়াছেন, করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, সুখ-শান্তি দিয়াছেন, যোগাড়ে প্রাণপণ করিয়াছেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ আপনাঙ্গে সহিয়াছেন, তবুও আমাদের পালন পোষণ করিয়াছেন, নিজে কাঁদিয়া আমাদিগকে হাসাইয়াছেন, নিজে উপবাসী হইয়া আমাদিগকে

খাওয়াইয়াছেন, নিজে দুঃখ-নরকে ডুবিয়া আমাদিগকে সুখ-সাগরে ভাসাইয়াছেন, বক্ষের অমৃত ধারা পান করাইয়াছেন, বুকে কাঁকে রাখিয়াছেন, আহ্লাদে শত চুম্বন দিয়াছেন, দীর্ঘ আয়ু ও সুস্থকায়ের প্রার্থনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান সুখ-সংসার স্বামী পুরী চিনাইযাছেন, স্বামীধন মিলাইয়াছেন. স্বামী সুখে সুখসার করিয়া রাখিযাছেন ; কিন্তু খোদার আদেশিক কার্য্য করেন নাই, খোদাতালার নাম স্মরণ করেন নাই, করিতে সময় পান নাই. নিজ ভালা চাহেন নাই, নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া আমাদের লাভাপেক্ষায় ফিরিয়াছেন, অগণন উপকার করিয়াছেন, ফলে নিজের পরকাল নষ্ট করিয়াছেন ইত্যাদি। এইক্ষণ আমরা সন্তান সন্ততির উচিত যে, ভগিনি! আমাদের দয়ালু পিতামাতার পরকালিন সদ্গতির ইচ্ছায় আমাদের উপর তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার পরিশোধ করাই অবশ্য করণীয়। পিতা মাতার জন্য খাটুনি খাটা কি উপকারে মল্ল হস্ত হওয়া যোগ্য সন্তান সন্ততির পক্ষে বীরপণার লক্ষণ হয়। খোদাতালা গাফুরোর রাহিম, রহম করিতে পারেন, তাঁহার আদেশিক নমাজ, রোজা, কালাম মাযিদ ইত্যাদি পুণ্য কার্য্য করিয়া কবরগাহে দাড়াইয়া, কি খোদার ঘর ধরিয়া, কি খোদাতালার নামের উপর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মজ্‌লিশে মোবারক কালাম মাযিদ ও মৌলদ সরিফ পড়াইয়া কবর আজাব ও দোজখ্ শাজা, রেহাই চাহিয়া নাযাত পাওয়ার উপায় করিতে পারেন। বোন

খোদার ইচ্ছায় আমাদের এই সকল উপদেশিত ধারণা দেহে প্রাণ থাকিতে না ভুলি ও না ভুল তৎসংকল্পে দৃঢ় মনা হইও। সম্প্রতি তুমি পিতা মাতাকে কিয়দ্দিন যাবত অদর্শন ও অখবর যাতনায় কষ্ট দিতেছ, যদিও তুমি পরাধীনে ও স্বেচ্ছার প্রতি-বোধে বদ্ধ আছ, তত্রাচ সংবাদ বাহিকা দ্বারা সুযোগ থাকা সত্বেও প্রত্যহ সংবাদাদি আদান প্রদানে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতে আবশ্যক ছিল। অতএব মাতৃ উপদেশ ভর করিয়া বলিতেছি যে, বোন্, তুমি পিতৃ মাতৃ স্মরণা হইও, সাধ্যানুরূপ রোজ ভজনা করিও, একদা স্বামী স্মরনাগতা হইযা স্বামী সুখে মজিয়া ভুলিয়া থাকিও না। পিতামাতা আরাধ্য দেবতা মনে রাখিও। এইক্ষণ মাতৃদেবীর চতুর্থ উপদেশ সম্বন্ধে বলিতেছি শুন।

মাতৃ দেবীর চতুর্থ উপদেশ।

দয়ালু গুরু ও লব্ধ প্রতিষ্ঠা।

খোদাতালা বড়ই দয়াল, দয়া করিয়া আমাদিগকে গুরু নামক আর এক জন আরাধ্য দেবতা বখ্সিস্ করিয়াছেন। দয়ালু পিতামাতা আমাদিগকে মনুষ্যত্বে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় দয়ালু গুরুদেবের শ্রীচরণ সেবায় রাখিয়া জাতীয় ধর্ম্ম, নীতি কর্ম্ম ইত্যাদি শিক্ষা করাইয়াছেন। গুরুর কার্য্য শিক্ষাদান করা, হিতাহিত চিনাইয়া দেওয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া, সংসারের লাভ ক্ষতি বলিয়া দেওয়া, পরকালিন সদগতির

পথ দেখাইয়া দেওয়া, জ্ঞানালোকে অন্তরালোকিত করা, জ্ঞান-চক্ষু দান করা ইত্যাদি। গুরুদেব আমাদের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, শিক্ষা দেওয়ার যত্নে কঠোর শ্রম ও কষ্ট নিয়াছেন। পিতামাতার ন্যায় নিজ স্বার্থহারা হইয়া আমাদের উপকারে দাঁড়াইয়াছেন, পিতামাতার ন্যায় ইনিও হিতকারী আরেক জন হয়েন। পিতামাতার চেয়ে কোন অংশে গুরু কম নহেন, বরং আমাদের মঙ্গল সাধন পক্ষে গুরুই একটু উচু হয়েন। পিতামাতা জন্মাবধি লালন পালনে ব্যস্ত থাকিয়া একটী বর্দ্ধিত কলেবরে গঠন করান মাত্র, কিন্তু গুরু ঐ কলেবরের উপযুক্ত উপাদেয়-সার জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে আনয়ন করেন। ভগিনি, আমাদের প্রতি গুরুর এই কৃপা না হইলে আমরা জ্ঞানান্ধ হইতাম, হিতাহিত বিচারে অকর্ম্মন্যা হইতাম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিনিতে অক্ষম হইতাম, সংসারের লাভ ক্ষতি বুঝিয়া উঠিতে পারিতামনা, পরকালিন-পথ অন্বেষণে অগ্রসর হইতে পারিতামনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে চিনিতামনা, 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ' উপদেশের সার বুঝিতে পারিতামনা। গুরুর কৃপায়, শিক্ষার লব্ধপ্রতিষ্ঠা ফলে আজ আমরা প্রকৃত মানুষ হইয়াছি, চতুষ্পাঠি বিদ্যাবিতা হইয়াছি, বিদুষী রমণী নামে অবিহিতা হইয়াছি। অজ মূর্খা, নিরেট মূর্খা ও নিরইক্ষরা ইত্যাদি দুর্নাকব হতে মুক্তি পাইয়াছি। ঘরে বসিয়া কাগজ পত্র, পুথি পুস্তক ও ধর্ম্মাধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সংসারের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধীয় শতজনের শতরকমের অভিমত ও

প্রতিবাদিত মতামত অবগত হইতেছি, আলোচনায় কত বিষয় জানিতেছি ও শিক্ষা পাইতেছি, শিক্ষাজ্ঞানে অশেষ সুখ-ফল বোধ করিতেছি। মনে পড়িতেছে, শিক্ষাগারে ঢুকিবার পূর্ব্বে আমাদের দেহের এ কান্তিও এ রূপ ছিলনা, মনের এ শক্তি ও উদ্যমতা ছিলনা, মন সম্বন্ধীয় যতগুলি গুণেরাবশ্যক তাহাও তৎকালে ছিলনা, গুরুর অনুগ্রহে খোদাতালায় এইসব এনায়েত করিয়াছেন। গুরুজন প্রতি ভক্তি, নিরীহজন প্রতি দয়া, বিপন্নজন প্রতি সাহায্য ইত্যাদির উপযুক্ত শক্তিগ্রহনী হইয়াছি, পরকাল ভাবুকা হইয়াছি, দেখার মধ্যে পার্থিব সুখ চূড়া অধীকার করিয়াছি।

ভগিনি, আদরণীয়া হওয়ার চেয়ে আশীর্ব্বাদিতা হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। পিতামাতা সন্তান সন্ততিকে পালনার্থ খাওয়াইয়া পরাইয়া আদরে রাখেন, গুরুদেব শিষ্যমণ্ডলিকে জ্ঞানার্থে শাজাধিকার দিয়া তাড়নে রাখেন। পিতামাতার অজ্ঞান বৎসলে সন্তান সন্ততি অপরিমিত প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অদম্য ও অশাসন অবস্থায় জীবনে কালাপাহাড, নাম ধারণে অচল শীলাবৎ হয়। গুরুদেবের শাসন, তাড়ন, পীডন ও নির্দ্দয়-তায় শিষ্যমণ্ডলি চোকপলক নিমিষে, শিক্ষা-জ্ঞানালোকে ভর করিয়া বিদ্যুৎ গতিতে ব্রহ্মাণ্ড চয়নে আশীর্ব্বাদিত হয়। খোদার ইচ্ছায় আমরা পরম গুরুর আশীর্ব্বাদিত হইয়াছি, গুরুর আশী-র্ব্বাদে ইহকালিন পরকালিন জ্বালা যন্ত্রনা, বিবাদ বিসম্বাদ, পায় ঠেলিয়াছি, পাপ পুণ্য চিনিয়াছি, শুধু পুণ্যকার্য্য করিব বলিয়া

নিশ্চয়তার মনজোরে কবর-আজাব, দোজখ-শাজা, পোলসেরাত-পার ইত্যাদি ভয়ে নির্ভিকা হইয়াছি, জীবনস্বাধীনা হইয়াছি। যাহাহউক এইক্ষণ বলিতেছি যে, এহেন গুরুদেবকে ও তাঁহার বংশধর ওয়ারিসানকে জীবদ্দশায় মনের ভক্তিতে পূঁজিয়া, সাধ্যমত অর্থ সাহায্যে পরিতুষ্ট রাখিয়া এবং মৃত্যু দশায় পরকালিন সদ্গতির সদুপায় চাহিয়া আশীর্ব্বাদ লইতে কিছুতেই ভুলিবনা ও ভুলিও না। ভগিনি, গুরু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া গুরুদেবকে যেন সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি। গুরু যেন আমাদের প্রতি লক্ষপাতি হইয়া কি বলিতেছি শুনিতেছেন ; আইস, মনের ভক্তি-বিশ্বাসে গুরুদেবকে সালাম আদাব করি।

ভগিনি, এস্থলে এ সম্পর্কে আরোধিক না বলিয়া সময়ের সঙ্কীর্ণতায় অন্য উপদেশ দিবুতে প্রস্তুত হইলাম, ৫ম উপদেশ সম্বন্ধে বলিতেছি শুন।

মাতৃদেবীর ৫ম উপদেশ।

প্রাণপতি ও দুকালের কর্ণধার।

দয়াময় খোদাতালা, আদম-ফরযন্দ সৃষ্টি করিয়া পুরুষ ও স্ত্রী দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন। স্ত্রী সম্প্রদায়কে খোদাতালা স্বীয় প্রগাঢ় ভালবাসা ও অমোঘ যতনে, শক্তিসম্পন্ন কৌশল খাটাইয়া, আপাদ মস্তক মোহনী মূর্ত্তিতে মধুর স্নিগ্ধতায় বিরহাকর্ষনি তাড়িতরুধির প্রলেপে, শ্রীমুখী করতঃ সৃষ্টির

শ্লাঘনিয় করিয়া জনম দিয়াছেন। ভগিনি, আমরা সেই স্ত্রী সম্প্রদায়িনী, আমাদিগকে খোদাতালায় সৃষ্টি করিয়া পারিপাট্টতা অবলোকনে, আপন গৌরব-মহিমা-ভরে হাসিয়া যথেষ্ট আশী-র্ব্বাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদিতা, আমাদিগকে অনেক বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়াছেন, দুনিয়াতে আমাদের সুখ-জীবন দিয়াছেন। দয়ালু পিতা, মাতা, গুরু, চেয়েও পরমগুরু দুকালের কর্ণধার স্বরূপ স্বামীদেব দিয়াছেন। স্বামীদেব আমাদের জীবন প্রহরী, প্রাণের লহরী, আত্মার কাণ্ডারী, সুখ শান্তি দায়ক, হর্ষ বর্দ্ধক,নয়নরঞ্জক, বিপদ তারক, আজীবন প্রতি পালক, ইত্যাদি হয়েন। এই স্বামীদেবকে খোদাতালা আমা-দের সর্ব্বেসর্ব্বা, অগ্রগণনীয় ও পরমারাধ্যদেব করিয়া বিধান করিয়াছেন। এমন কি, খোদাতালা নিজে আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া তাঁহার প্রতি আমাদের যতদূর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হওয়া বাসনা করেন, ঠিক সেই সকল বাসনা ও নিজ ক্ষমতা আমাদের স্বামী-দেবের উপর বর্ত্তাইয়া দিয়া তাঁহার আদেশ বাহিকা হওত পতিদেবের মন তুষ্টার্থে পদসেবিকা হই, খোদাতালা এইরূপ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াছেন। খোদাতালার কতকগুলি আদেশ অবশ্য আমাদের প্রতি জারি আছে বটে, কিন্তু তাহাও দ্বিতীয়া-দেশে উল্লেখ রাখিয়াছেন যে, খোদাতালার আদেশ তামিলকালে স্বামীদেবের অভিপ্রেত কোন কার্য্যে, তৎকালে আমাদের যোগদান বাসনা করিলে প্রথমোক্ত আদেশ তামিল পণ্ডকরিয়া শেষোক্ত আদেশ, অর্থাৎ স্বামীদেবের আদেশ তামিলে ব্রতী

থাকা প্রবল জানিতে পরিষ্কার রাখিয়াছেন। ভগিনি, খোদা-তালায় পতিদেবের নিকট আমাদের সম্পর্কিত সমস্ত প্রাবল্য তাই অর্পন করিয়াছেন। পরকালিন বেহেস্ত, দোজখ, পোল-সেরাত, হাসর, কবর-আজাব এবং ইহকালিন আজীবন সুখ স্বচ্ছন্দতা ও দুঃখ বিপ্লুতা এবং মৃত্যু-ক্লেশতা সমস্তই স্বামীর সংশ্রবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বামীপ্রতি ভালবাসা রাখিলে, স্বামীকে আপন মনপ্রাণ দিয়া তোষিলে, স্বামীর প্রবৃত্তি মতে কার্য্য দ্বারা মন-আহ্লাদ জন্মিতে দিলে, স্বামীর হর্ষ সাধন ইচ্ছায় নয়নে২ চায়াবৎ হইয়া থাকিলে, স্বামীকে কথায় ২ মিষ্টভাষে হাসিতে দিলে, স্বামীদেবের প্রশংসা করিলে, দীর্ঘ আয়ু ও সুস্থ শরীরের কামনা করিলে, স্বামী-সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইলে এবং স্বামীদেবের শ্রীচরণে আপন আত্মা সমর্পণ করিলে নিশ্চয়ই পরকালিন সুখসার বিহেস্তাগার বাসী হইতে এবং ইহকালিন সুখ সিংহাসনারূঢ়া মহানারী হইয়া জীবন যাপন করিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাই হইবে না। ভগিনি, পতিধন আমাদের দু'কালের অমূল্যধন. এধনে দু'কালের ধনিনী হওয়ার জন্য খোদাতালার বাসনা মত স্বামীকে সেবায় পরিতুষ্ট রাখিয়া, যাহাতে স্বামীর সাধের প্রণয়নী হইতে পারি, তাহারই পথ লইতে হইয়াছে। ভগিনি, পতি সেবার ফল সম্বন্ধে হঠাৎ একটী সিদ্ধ বাক্য স্মরণে আসিল, বাক্যটী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতএব বলিতেছি শুন—

কোন এক মুসলমান রমণী তদীয়া স্নেহের প্রাণ প্রতিমা

একমাত্র কন্যাকে নানা উৎকট রোগাক্রান্ত দেখিয়া আরোগ্যার্থে অশেষ চিকিৎসায়ও কোন ফল না ধরায় প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া, বিশেষ মনঃক্ষেদে দয়াময়কে ডাকিয়া, তাঁহার দয়ায় মাতা শ্রীমতীর একমাত্রকন্যার জীবন দান হইলে, দয়াময় নামে এই মানস রাখেন যে, তিনি ৭ দিনের জন্য এই ধরনী ধরা পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন, দয়াময়, মাতাশ্রীমতীর এবম্বিধ মানসে পরিতুষ্ট হইয়া মাতা শ্রীমতীর রোগাক্রান্তা আচল ধনকে অচিরে রোগমুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট রাখিলেন। মায়ের আচলধনের সুখ-শান্তির সঙ্গে২ মাতাশ্রীমতী প্রোক্ত-মানস কথা একদা ভুলিয়া গিয়া পরমাহ্লাদে মায়-প্রাণ সহকারে দীর্ঘকালের জন্য সময় যাপন করিতেছেন। এঅবস্থায় একদা নিশিযোগে সপ্নদেবী নিদ্রাক্রোড়ে মাতা শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করিয়া শুনাইয়া দিলেন যে, 'হে সদানন্দিন! অগৌণে দয়াময়ের নামে কৃতমানস আদায় কর। অন্যথায় মনোরঞ্জনা কন্যাসহ উভয়কেই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে। মাতা শ্রীমতী এতচ্ছ্রবণে নিদ্রাচমক ভাঙ্গিয়া মানস কথা মনে আনিলেন। এমন অদ্ভুত মানস আদায় সাধনে গুরুত্ব মনে করিয়া চিন্তাকর্ষণে খর্ব্ব হইতে লাগিলেন, অবশ্য মানস আদায় করিতে হইবে দৃঢ়পণও পাতিলেন। এরূপ অদ্ভুত মানস কোথায় গিয়া কিরূপে সাধিলে ধরণী-ধরা পরিত্যাগ স্থানে ৭ দিনের জন্য অবস্থান করিয়া মানস পূর্ণ করিতে পারেন চিন্তায় ব্রতী হইলেন। অবশেষে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাজ্ঞ্যবিৎ

মহামহোপাধ্যায়দের নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সপ্ন বৃত্তান্ত ও মানস বৃত্তান্ত শুনাইয়া কি প্রকারে সদোপদেশ পায় জানিতে ব্যগ্রতা ধরিলেন। বিজ্ঞবিৎ মানসকারীকে ভূগর্ভে কবর করিয়া কবরে প্রোথিত থাকিলে মানস সিদ্ধ হইবে বুঝাইলেন। মাতা শ্রীমতী তন্মুলে মাটীর নীচে কবর করিয়া যথা শবদেহে নিজাঙ্গ লুকাইলেন। ৭ দিন অন্তর্ অষ্টম দিনে তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মীয়জনকে খোঁজ নিতে বলিলেন। আত্মীয় স্বজন নিজ ২ গৃহে ফিরিলে কবর নির্জ্জন গোরস্থানে পরিণত হইল। এদিকে অনাদি অনন্তধাতার মহিমা কে বুঝিতে পারে? বোধ হয় সেই গৌরাঙ্গের অভীষ্ট সাধন ইচ্ছায়ই তাহার গুপ্ত ইঙ্গিত বলে সেই কবরের শির্ষ ভাগ দিয়া আপনাপনি এক ছিদ্র সংঘটিত হইল। তদানুশরণে মাতা শ্রীমতীর নয়ন-দৃষ্টি ধাবিত হওয়ায়—দেখিলেন যে এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গ সৌন্দর্য্যতার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ কবরে প্রবিষ্ট হইয়া কবর আলোকিত করিতেছে। মাতা শ্রীমতী আরও দেখিলেন যে, দুইজন রমণী যেন অমরপুরে ওমরাভবনে, অতুল মঞ্জুল মঞ্চে, বিবিধ আলোক মালায় সমুজ্জ্বলিত হওতঃ মণি, মুক্তা, হিরা, চুন্নি, লাল, জহরত জরি নির্ম্মিত বসন ভুষণ পরিহিতাবস্থায় স্বর্গিক শোভা ধারণে বিরাজ করিতেছেন, এবং একজনের শীরোন্নতস্থলে বসিয়া এক স্বর্গদুত বিহঙ্গ আপন পাখা পরিসরে মস্তকদেশে ব্যজন করিতেছে। অপরজনকে ঐরূপ এক নরকদূত বিহঙ্গাকারে মস্তকোন্নত স্থলে বসিয়া

মহারোষে আপন চক্ষু পরিসরে উপর্য্যুপরি মহা ঘা মারিতেছে। মাতা শ্রীমতীকে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আলাপ পরিচয় করিতে আহ্বান করায়, দয়াময়ের কৌশল শক্তিতে তথায় উপস্থিত হইয়া, রমনী দ্বয়ের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন "আমি অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিতেছি যে, আপনাদের একজন অতুল সৌন্দর্য্যরাশি দ্বারা অষ্টাঙ্গ সুসজ্জিত ক্রমে স্বর্গসেবিকা শুশ্রুষায় হর্ষপ্রাণা হইয়া রহিয়াছেন। অপরজন অনন্মোচনীয় দুঃখ-বিষাদ জনিত কালিমা ছায়নে দুঃখাধীরা হওতঃ নরকাশ্রিত বিশ্চিকা দংশনে ঝরঝরিত রহিয়াছেন।" উত্তরে শুনিলেন, যে "আমি দুনিয়াইতে সৃষ্টিকর্ত্তার হুকুম আহাকাম্ সমস্ত তামিল করিয়াছি—যথা নমাজ পড়িয়াছি, রোজা করিয়াছি, পবিত্র কালাম মাযিদ পাঠ করিয়াছি, দীন দুঃখিকে দান দক্ষিণা করিয়াছি, পিপাসাতুরকে জলদান, উলঙ্গ-দিগকে বস্ত্র দান, ক্ষুধার্ত্তকে তৃপ্তিমত আহার, আগন্তুক পথিক দিগকে অতিথি সৎকার, বিপদাপন্নকে আবশ্যক মত সহায়তা এবং ইতর প্রাণীকে মমতা করিয়াছি; মাত্র স্বামী সেবা করি নাই, স্বামীর কথা মানি নাই, স্বামীকে ভাল জানি নাই, স্বামীর কুৎসা রটনা করিয়াছি, স্বামীকে অসন্তোষ রাখিয়াছি। ইহা ব্যতীত এক অনুপরিমাণও পাপ করি নাই। খোদাতালার বিচারে আমি স্বর্গগামী হইয়াছিলাম, স্বর্গ দ্বারে নীত হইয়াছিলাম, স্বর্গ প্রবিস্টে পা ফেলিয়াছিলাম, হঠাৎ স্বামীদেবের উপস্থিতি হইল, আমাকে ও স্বর্গ-দূতকে

সজোরে ঠেলিয়া খোদাতালার দরবারে উপস্থিত করিলেন। আমার বিরুদ্ধে নালিশ পাড়িলেন। আমি দুনিয়াতে তাঁহাকে ভাল বাসি নাই, তাঁহার কথা মানি নাই, তাঁহাকে অসন্তোষ রাখিয়াছি ইত্যাদি দোষ দেখাইয়া কি প্রকারে স্বর্গে যাইতে পারি ন্যায়ের দোহাই দিয়া, খোদাতালাকে অনন্ত কৌশলে হাঁসিতে দিয়া আমাকে স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকে ফেলিয়া দিলেন। বোন, অধিনী এইক্ষণ নরকাশ্রিতা ; তজ্জন্যই অধিনীর বর্ত্তমান অবস্থা এই দুরবস্থা হয়। যে পর্য্যন্ত অধিনীর স্বামীদেব অধিনীর কৃত অপরাধ ভুলিয়া গিয়া মমতা সহকারে অধিনীকে স্মরণ না করেন, তৎকালাবধি এই অসহণীয় যন্ত্রনা ভোগ করিতে আছিই। বোন, অধিনীকে দয়া করিয়া স্বামীদেবের নিকট এতাদৃশি অবস্থা বিবরণে তাঁহার দয়ার প্রার্থী জানাইয়া অধিনীর প্রতি মাপ লইয়া অধিনীকে নরকমূক্ত করিতে দয়া করুন।" অতঃপর দ্বিতীয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার কোন্ পুণ্য প্রভাবে এই অপূর্ব্ব সুখ শান্তিরূপ স্বর্গোদ্যান মিলিয়াছে ? নিরাপত্তিতে অধিনীকে শুনিতে দিলে বাসনা পূরাইয়া পরিতুষ্ট হই। এতচ্ছ্রবণে কথিত রমণী বলিয়া উঠিলেন যে, বোন, বলিতেছি শোন্। 'আমি জনম লইয়া পৃথিবী-বাসে গিয়াছি-লাম, সংসার ধরিয়াছিলাম, সংসারী হইয়াছিলাম, সংসারে স্বামীরূপ এক অমূল্য ধন পাইয়াছিলাম, ধনে মন মিসাইয়াছিলাম, ধনে যত্ন করিয়াছিলাম, যত্ন করিয়া রত্ন জ্ঞানে গলে গলে রাখিয়াছিলাম, কোনরূপ অযতন না হয়

অপরিচ্ছন্নতা দোষে সে রত্নের দুর্ব্যবহার নাহয় তজ্জন্য নিয়ত ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। যাঁহার কৃপায়, যাঁহার রাজ্যে যাঁহার আদেশে, সংসারে গিয়াছিলাম তাঁহার হুকুম আহকামের একটীরও যতন করি নাই, নমাজ পড়ি নাই, কালাম মাযিদ পাঠ করি নাই, পরিধেয় গয়নাগাটির জকাত আদায় করি নাই, পিতৃমাতৃ ও গুরু ভক্তি করি নাই, খোদাতালার সৃষ্টির প্রশংসা করি নাই, চন্দ্র সূর্য্য খোদাতালার মহিমা বিস্তার করিতেছে বলি নাই, আগন্তুক পথিকদের সেবা করি নাই, তৃষ্ণাতুরকে পিপাসায় জলদান করি নাই, নিরাশ্রিত এতিমকে মমতা করি নাই, আল্লার নাম লইনাই, মাত্র স্বামীর নাম লইয়াছি, স্বামী স্বামী ক প্রাণ দিয়াছি, স্বামী না দেখিলে আত্মহারা হইয়াছি, স্বামী ভিন্ন আর কিছু চিনি নাই, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসি নাই, স্বামী হারা হইয়া কখনও রহি নাই। স্বামীর আগে মৃত্যু চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি। নির্জ্জনস্থান কবর গাহে আসিয়াছি। তলব মতে খোদার দরবারে আনিত হইয়াছিলাম, বিচারে জোয়াবদেহি হইয়াছিলাম, বিচার অন্তে আদেশ অমান্য অপরাধে নরকবন্দি হইয়াছিলাম, বাহক যোগে দোজগ-দ্বারে নীত হইয়াছিলাম। অচিরাৎ স্বামীদেবের সাক্ষাৎ পাইলাম, অমনিই স্বামীদেবকে ভজিলাম, স্বামীপদে মজিলাম, দুত সঙ্গে স্বামীদেবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। স্বামীদেব, অধিনী সহকারে দুত বরকে নিয়া খোদার দরবারে উপস্থিত হইলেন, খোদাতালার স্বীয় মহিমার অনন্ত শক্তির দোহাই দিয়া অধিনী ক্রোড় পাপ

করিলেও স্বামী খেদমতরূপ এক নেক করিয়াছে উজুহাতে স্বর্গ-গামীর আদেশ রহিয়াছে কিনা, খোদাতালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। খোদাতালাকে হাসাইলেন, একমাত্র স্বামী খেদমত করিয়াছি বলিয়া আমাকে অন্য পাপের দরুণ দোজখে না দিয়া স্বামী খেদমত খাতিরে বেহেস্তাদেশ লইলেন। আপাততঃ এইস্থানে এই ভাবেই আছি। রমণীর কথা শেষ হইল। এদিকে মানসকারিণী মাতা শ্রীমতীর ৭ দিনের মানস পূরণ হইল, কবরস্থ স্বর্গীয় লীলাও ভঙ্গ হইল, ভোপরি গোলমাল কাণে বাঝিল, নির্দ্ধারীত সময় শেষ বুঝিয়া মাতা শ্রীমতীর আত্মীয় স্বজন কবর খুদিতে লাগিল। কবর খোদা হইল, কবরস্থকে ধরিল, তাড়াতাড়ি কবরের বাহিরে আনিল, ৭ দিন অন্তে কবরস্থকে পূর্ব্বের মত দেখিতে পাইল, মতা শ্রীমতী পদব্রজে আলয়ে পহুছিলেন। মানস পূরণ করিয়া আসিলেন। কি, কি অপূর্ব্ব ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া অপূর্ব্ব কাহিনী অবগতে ভূমিরোপারি আপন আলয়ে আসিলেন ইত্যাদি স্মরণ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে শুনিতে দিলেন। বিপদে পড়িলেন যে কবরে অবস্থান সময়ে লীলাপরবশা হইয়া, শাজা গ্রস্থা রমণীর অবস্থাদি তদীয়া স্বামীর গোচর ক্রমে অপরাধ মাপ লওয়ার প্রার্থনা জানাইতে যে করারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই স্বামী কে? এবং কোথায় গেলেই বা তাহাকে পাওয়া যাইবে? ইত্যাদি চিন্তাবশী হইয়া এক মনে খোদাকে ডাকিতে বসিলেন। খোদার মহিমা বলে, নিদ্রাবশে শাজাগ্রস্থা রমণীর স্বামীদেবকে

স্বপন সাক্ষাৎ করিয়া, বৃত্তান্ত বিবৃতে মাপ লইলেন এবং পর মুহর্ত্তেই সেই রমনীকে পুনঃ শাজামুক্তা ও পরম পুলকিতা দেখিতে পাইলেন ইত্যাদি। এইক্ষণ বলিতেছি ভগিনি, দেখিলে ত ব্যাপারটা কেমন? স্বামী পরিচর্য্যায় স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া খোদাতালার কার্য্য না করিয়াও স্বর্গগামী: খোদার নাম লইয়াও, স্বামী খেদমতে ঔদাস্য থাকায় একদা নরকগামী। স্থূলত বুঝিতে পারিলাম যে, স্বামী সেবা না করিলে কোন সেবাই কার্য্যকরি হওয়ার নহে। অতএব ভগিনি, পণ রাখিতে বাসনা হইয়াছে যে, জীবনে স্বামীধনের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিয়াই ত্রিলোকের জন্য লাভমান হইয়া তনু ত্যাগ করিব, ত্রিলোকে যশস্বিনী হইব, আদমফরযন্দে আদর্শা হইব, স্বর্গ ধামে প্রথম বালাখানা অধিকার করিব ইত্যাদি। বোন, পতিরতা সমন্ধে আর একটী সিদ্ধ কথা মনে পড়িল তাহাও বলিতেছি শুন-

ইসলাম জগতের মুখ পাত্রীয় আদর্শ স্থলই আরবচিস্থান হয়। আরব বাসীগণই ইসলাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রগণনীয় হয়। একদা এক আরবী রমণী অতুল সুন্দরী আপাদ মস্তকে বোর্কা বসন ঢালিয়া সরু ছিদ্র জাল বসনে নয়নদ্বয় ঢাকিয়া একাকিনী কোন গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। কোন দুষ্টাভি-প্রায়ী কামাতুর, লম্পট পুরুষ তাঁহার পিছনে পিছনে দ্রুত গতিতে নাগাল ধরিতে চেষ্টা করিতেছিল, সুচতুরা বুদ্ধিমতি রমণী পদধ্ব-নিতে কাহারও পশ্চাৎ অনুসরণ অনুমান করিয়া ধীর মতিতে পিছুদিক দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত জনৈক

পুরুষ তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে। কে? এবং উদ্দেশ্য কি? লম্পট পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়া, এহেন নিকৃষ্টার কি রূপ ও গুণ দর্শনে, বিশেষতঃ আপাদ মস্তক বসনাবৃত অবস্থায়; তাহার ঐরূপ অবৈধ প্রণয়োৎসুকতা জন্মিতে পারে, তৎবিশিষ্ট কারণ জানিতে দিলে তাহার অভীষ্ট পূরণে সম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন কিনা বিবেচনায় থাকিতে অভিপ্রায় জানাইলেন। এতচ্ছ্রবণে কথিত পুরুষ পাষণ্ড রমনীর জাল ছিদ্র বসনে শ্রীনয়ন দ্বয়ের অপূর্ব্ব জ্যোতিযুক্ত লোচন-আভায় প্রেমাতুর হওতঃ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে ব্যতিব্যস্থ আছে জানাইলে, ধর্ম্মাত্মা রমণীশ্রেষ্ঠা ত্বরিত বুদ্ধিবলে প্রেমাতুরের অভীষ্ট পূরণে সম্মতি জানাইয়া, নিজ বাড়ীতে প্রস্থান জন্য অমনিই অনুরোধ ক্রমে পুরুষ লম্পটকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। অগৌণে বাড়ী পহুছিলেন। পুরুষটীকে বহির্বাটীতে বৈঠক খানায় বসিতে বলিয়া নিজে অন্দর প্রবিষ্টা হইলেন। দাসীকে ডাকিয়া ধারাল ছুরিকা খানা ও সুন্দর তস্তরি খানা কোথায়,সত্বর হাজির করিতে বলিলেন। দাসী তদ্দণ্ডে হাজির করিলে ধর্ম্ম প্রাণা আদর্শা রমণী আপন হস্তে ধারাল ছুরিকা খানা নিজ নয়নে প্রবিষ্ট করিয়া প্রকোষ্টস্থিত নেত্রমণি দ্বয়কে কঠোর আঘাতে খুলিয়া নিয়া তস্তরিস্থ করতঃ দাসী বাহিকা যোগে বর্হিবাটীতে কথিত পুরুষ লম্পটের জন্য পাঠাইয়াদিলেন এবং বলিলেন—"পুরুষ প্রবরকে বলিও সে যাহার জন্য লোলুপিত হইয়া ছিল এই তাহা হয়, সাদরে গ্রহণ করিয়া বাসনা মত পরিতৃপ্ত হউক।" আদেশ

প্রতিপালন কারিনী তদ্দণ্ডে আদেশ তামিল করিল। পাষণ্ড পুরুষকে চমৎকৃত হইতে দিল, বিষম ধাঁধায় মাথা ঘুরাইয়া লইল। বিশেষ ক্ষোভ্ জন্মিল। পরিতাপ করিয়া বলিল, এমন ধর্ম্মপ্রাণ রমনীর কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! ধর্ম্ম প্রাণ রমণী স্বীয়ইজ্জত রক্ষার্থে খোদাতালাকে ডরিয়া পাপী প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণেচ্ছায় অপার সুখ সংসর্গ জীবন বিসর্জ্জন করিতে, আমিই একমাত্র কারণ হইয়াছি। হায়! আমি সর্ব্বনাশা, ধর্ম্মনাশা, পাষণ্ড ও অপূর্ব্ব ভণ্ড হই। আমি হত মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞানে অসক্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পুরুষ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য, হই। এই সাধ্বীসতী নারী লোক হইয়া আমি পামরকে একটী সুশিক্ষা দান করিয়াছেন। আমি খোদাতালাকে ডরিতাম না, এ সুযোগ্যা নারী খোদাকে ডরিয়া জীবন তরে নিজাঙ্গ বিকল করিয়াছেন। আমি কাহারও অভীষ্ট পূরণ করিতামনা, এ পুণ্যাত্মা রমণী আমার অভীষ্ট পূরণ করিতে খোদাকে ডরিয়া প্রাণের মমতা ভুলিয়াছেন। আমি মহাপাতকী, নারী ঘাতকী ও রেফাঃ হই। আমার জীবনে বাঁচিয়া থাকা ধিক্কার মনে করি। আমি আর জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে সাধ করি না। এই মহুর্ত্তেই আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত দিয়া সরোষে যমদূত আলিঙ্গন করুক্; ইত্যাদি বলিয়া শীরে করাঘাত করিতে করিতে বাতুলের ন্যায় রমণী-পুরী পরিত্যাগ করিয়া গেল। এদিকে রমণী প্রাণ, চিন্তায় ব্যাকুলিত হইয়া আপন স্বামীদেবের বিনানুমতিতে অক্ষুত

শোভায় স্ফুত করিয়া আঙ্গিক বিকল করনাহেতু, স্বামীদেবের অসন্তোষ ও বিরাগতা ডরিয়া স্বামীদেবের উপস্থিত মতে এহেন বিড়ম্বনাযুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরই বা কিরূপে করেন চিন্তিয়া, সেই অপার মহিমা ব্যপৃত খোদাতালাকে স্মরিয়া সযূদা গতে কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নাজলে করুণাময়ের হৃদয় দয়ার্দ্র করিলেন। করুণানিদানেও তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে পুলকিত হইয়া নিদ্রাদেবীকে, রমণীপ্রাণ ক্রোড়াশ্রিত করার জন্য ইঙ্গিত করিয়া, দূতবর জিব্রাইল আলাহিচ্ছালামকে কথিত রমণীর স্খলিত নয়ন-মণিদ্বয়, যথাস্থলে স্থানাধিকার করিয়া রাখিতে হুকুম দিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হইল। রমনীমণিও গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত হইয়া রহিলেন, স্বপ্ন ঘোরে কত কি না দেখিলেন। সময়ান্তরে দয়াময়ের আদিষ্ট হইয়া ঘুম ভাঙ্গিলেন, নয়নদ্বয় উন্মিলন করিলেন, সংসার পুরী দেখিতে লাগিলেন। খোদার হুকুম পালিতে যাইয়া পরের অভীষ্ট পূরণে দৃষ্টিহীন হওয়ার কথা স্মরণ করিলেন এবং কি প্রকারেই বা পুনঃ চক্ষুদান পাইলেন ইত্যাদিও চিন্তা করিলেন। অবশেষে খোদাতালার অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আপন কাজ কর্ম্মে হাত দিয়া স্বামীদেবের নিকট ইতিবৃত্তান্ত বিবৃত করিতে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এইক্ষণ বলিতেছি যে, ভগিনি দেখিলেত? উক্ত ধার্ম্মিকা রমণী একমাত্র খোদাকে ডরিয়া মানবীয় দুর্লভ জীবনের নয়ন-রূপ অমূল্য মণিকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই;

পক্ষান্তরে স্বামীদেবের বিনানুমতিতে কার্য্য করা হেতু পরিতাপ করিয়া পতিদেবের প্রাধান্যতা দাবি করতঃ দয়াময়ের নিকট হইতে অন্তর্হিত চক্ষুদ্বয় প্রতিদান পাইতেও নিস্ফল হয়েন নাই। ভগিনি, ইহাকেই ধর্ম্মপ্রাণা ও পতিপরায়ণা রমণী বলে। ইহার মত দৃষ্টান্ত স্থানীয়া হইতে আমাদের বাসনা হয় না কি? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে এস্থলে এ পর্য্যন্ত রাখা যাউক, মাতৃদেবীর অন্য উপদেশে পতি-খেদমত বিষয়ে কি বলা হইতেছে শুন।

মাতৃদেবীর ষষ্ঠ উপদেশ।

পতি পরিচর্য্যা ও সুখস্বর্গজীবন!

খোদাতালার বিধানমতে বিবাহ নাম দিয়া পিতামাতা গং মুরব্বীগণ স্বীয় সম্মতি ও বাছনিমতে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকে চৌদ্দ তনের বহিভূর্ত শ্রেণী হইতে পাত্র ও পাত্রীর সম্মতিতে যোড় মিলাইয়া জাতীয় ধর্ম্মগত পবিত্র ও বিশুদ্ধ বাক্য পাঠজারী ক্রমে আজীবনের জন্য পাত্রিকে পাত্রের আশ্রিত হইয়া জীবন যাপন করিতে যে বন্ধন রাখিয়াছেন, ঐ বন্ধনপ্রাপ্তা রমণীকে পত্নী এবং পুরুষকে পতি বলা হয়। এইরূপে আমরা পতি প্রাপ্ত হইয়াছি ও নিজে পত্নী হইয়াছি। জ্ঞানালোচনায় যতদূর আসিয়াছি ও যত ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি, পতিসেবাই পত্নীর আত্মসেবা এবং পতিই পত্নীর জীবনগতি ও স্বর্গগতি হয় বলিয়া আভাস পাইয়াছি। এদিকে ছোট বড়, আপন পর, আত্মীয়

অনাত্মীয় সকলের মুখেই পতি, পত্নীর অঙ্গভূষণ—পতিসেবাই পত্নীর কর্ত্তব্য প্রধান, বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। বহি, পুস্তক, কোরাণ, পুরাণ ইত্যাদি পতিপত্নীর দায়িত্বতা সম্বন্ধে অধিকাংশ উপদেশ লইয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাইতেছি। বাস্তবিক পতিসেবা বড়ই মিষ্টিজনক হয়। ভগিনি, আমি পিতামহী ও মাতামহী হইতে পতিসেবা সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়া ক্রমে ২ পতিসেবায় রত হইতেছিলাম, পত্নীপক্ষে পতি কেমন জিনিস চিনিতে অন্তরে ২ বাসনা পাতিয়াছিলাম, পতি-সেবার ফলই বা কিরূপ বুঝিতে গোপনে ২ মূরব্বী জনের কথা পালিতেছিলাম, ফলে দেখিলাম,—আমি অল্প দিনের মধ্যেই আশাতিরিক্ত আকাঙ্খা পূরণে কৃতার্থ হইয়াছি। পতিসেবা বড়ই মধুর বলিয়া বুঝিয়াছি, লোভে পতিসেবায় প্রাণ দিতেও চাহিয়াছি। পতিসেবায় না থাকিলে খাওয়ালওয়া ভাল লাগে নাই, মনপ্রাণ সুস্থির লাগে নাই, মতিচ্ছন্নে যেন আচ্ছন্ন ২ রহিয়াছি। অবশেষে পতি-পদতলে মনপ্রাণ একেবারে সমর্পণ করিয়া সুখ চয়নী হওতঃ পতিদেবের অন্তরাত্মা হইয়াছি। ভগিনি, পতিসেবা অন্য কিছু নহে, মাত্র নিজ কর্ত্তব্য; পত্নীসেবাই বরং উল্লেখযোগ্য সেবা মনেকরিলে হয়। কারণ আমি দেখিলাম, আমার বাসর রাত্র হইতেই পতিদেব আমাকে স্নেহের নয়নে দেখিয়া যাহাতে আমার কোন কারণেই অযতন, অসুখ, অশান্তি ও মনবিরক্তি না জন্মে, তজ্জন্য শশব্যস্তে অদ্য পর্য্যন্ত যত্নবান রহিয়াছেন। আমার হৃদয়-রাজ্যে হর্ষতা, বিলাসিতা ও স্বাধী-

নতার বীজ অক্ষুণ্ণ ভাবে বপন ইচ্ছায় অবিরত পতিদেব আমার মতি গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া পরনোপযোগী সুন্দর ২ বসন ভূষণ আমার অঙ্গে ঢালিয়া সুখী করিতে প্রযত্ন রহিয়াছেন। নানা রকমের পোষাকে আমাকে মনতুষ্টির সুন্দরতায় দিপ্তিমনা করিতে ভিন্ন ২ ষ্টাইলের ছুট সংগ্রহ করিয়াছেন। দেশীয়, বিদেশীয়, বাঙ্গালা, ইংরেজী পরিচ্ছদে আমার শোভনীয় চেহারা চাহিতে ব্যগ্রতা ধরিয়াছেন। সুগন্ধি ও স্নিগ্ধতা গুণে প্রকৃতি কোমল রাখিতে ও দেহের কান্তি খুলিতে বোতলে বোতলে তৈলাদি, শিশিপুর শিশিতে আতর গোলাপাদি, ডজনে ২ সাবানাদি, প্যাকে প্যাকে তাম্বুল বিহার ও ছেন্‌ছেন্ আদির সংস্থাপন করিয়াছেন। কেশের পরিপাট্টতায় যথাবিহিত উপাদেয় দ্বারা কবরী বাহারের যত্ন-ত্রুটী করেননাই ইত্যাদি। মোটের উপর আমার মনোরঞ্জন জন্য স্বামীদেব অহর্নিশি মনে মনে রহিয়াছেন, বেযাবেতো খাটিয়াছেন ও খাটিতেছেন, চিন্তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমি তাঁহার সেবায় কোন ২ সময় একটু ডিক্রী পুরাইয়া শ্রম নিতেছি দেখিলে কিম্বা শ্রমানুরোধে নাকে, মুখে ঘর্ম্মপাত হইতেছে দেখিলে অমনি বাহু জড়াইয়া কার্য্য পরিত্যাগে বিশ্রামার্থ আপন নিভৃত কক্ষে লইয়া আপন হাতে ব্যজন প্রসারণে আমার অনুতপ্ত হিয়া সিক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া আমার আপনাঙ্গ আপন হাতে ব্যজন জন্য পাঙ্খা লইতে চেষ্টা করিলে তিনি জড়াজড়ি করিয়া পাঙ্খা ছিনাইয়া নিজ হাতে বাতাস করিয়াছেন। পতিদেবের

বিশ্রামার্থ আমিসেবাইচ্ছা মনেকরিয়া তাঁহার হাত পা দাবিতে গেলে তিনি আমাকে অনুচিত শ্রমকরিতেছি বলিয়া দু হাতে ধরিয়া, কি বসনাচলে টানিয়া নিজ বক্ষে স্থানদিয়া, যথেষ্ট মমতা করিয়াছেন। আমি বিশেষ লজ্জা ও বিনম্রভাবে, তাঁহাকে আমার কর্ত্তব্য করিতে বাধাদিয়া এরূপ অনুচিত কার্য্যের প্রশ্রয়তে খোদাতালার কাছে আমাকে নিরুত্তর রাখিয়া ও ন্যায়ের চোকে ধুলাদিয়া আমার অনিষ্ট ছাড়া যে ইষ্ট করিতে-ছেন না, বলিয়াও আমার কর্ত্তব্য লইতে পারিনাই; বরং প্রবোধ দিয়াছেন যে, "স্বামীসেবা যে পত্নীপক্ষে অবশ্য করণীয় ইহা শতসিদ্ধ, কিন্তু আমি যদি পত্নীকে সেবায় উপস্থিত দেখিতে পাইয়াই সেবা পাইয়াছি বলিয়া স্বীকার মানিয়া লই তবে কি আমার পত্নী খোদার হুকুম তামিল করে নাই?" এইরূপ প্রতিকার্য্যেই স্বামীদেব আমাকে সম্পাদন ভারে না রাখিয়া আমার স্বাস্থ্য ও সুস্থ বজায় রাখিতে এবং মন আহ্লাদে স্বাধীনা করিতে যত্নবান রহিয়াছেন ও আছেন। দেখিতেছি প্রাণের স্বামীদেব আমাকে সন্তুষ্ট রাখিবার বাসনায় অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, যদ্দারা আমার আনন্দ হইতে পারে তৎযোগাড়ে অতিরিক্ত শ্রম স্বীকার করেন। কোথাও হইতে কোন নূতন জিনিসটী সংগ্রহ করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন ইচ্ছায় হাজির করিতে পারেন কিনা তৎচিন্তায় মাথা খাটাইয়াও কাতর থাকেন। এদিকে আমার জীবন যৌবন ঝাপিয়া তাঁহার আত্মার, মনের ও ভাবের সৈখ্য সুখ, মেজাজি সুখ, নৈসর্গিক সুখ বর্দ্ধন

ইচ্ছায় শ্রমাতুর হইয়া কর্ত্তব্য বাজাইতে গেলে আমাকে বাধা দিয়া থাকেন। আমি তাঁহার মনোমোহিনী, শান্তিদায়িনী, অন্তররঞ্জিনী, মনমজ্জায় এক সূত্রে বন্ধিনী, কামাগ্নি সন্দিপনী, ও শ্রীমদনানন্দদায়িনী বলিয়া আমাকে কার্য্যবিশেষে অসুখ বোধ করিলে সেই অসুখে তিনি বিষম কষ্ট ভোগেন জানাইয়া আমাকে নিরুৎসাহ করিয়া তোলেন ; কর্ত্তব্যকার্য্য পতিসেবা হইতেও বিরত রাখেন। বোন, পতিদেব এতদ্ব্যাপারে আমাকে পাতকিনীই করেন, না আমার সুখ-স্বর্গ জীবনীই তৈয়ার করেন; জানিনা।

ভগিনি, এই যে বলিয়া আসিলাম 'পতিসেবা আর কিছু নহে, মাত্র নিজ কর্ত্তব্য', এস্থলে ইহার পুনরুক্তি করিতেছি যে, পতিসেবা মতন আমোদ-রতন লাভ রমণীগৌরবে আর কি আছে ? পতিসেবা করিতে গেলে, পত্নিসেবাও ঢের মিলে। আমি পতিসেবা করিতে যাইয়া পতিদেবের যেরূপ অগাধ ভালবাসা প্রাপ্ত হইযাছি, বোধকরি তাহার কতক তোমাব অনুমেয় হইয়াছে। পতিদেব আমাদের, আমরাও পতিদেবের এইরূপ বুঝিতে হয়। পতিদেবকে খোদাতুল্য জ্ঞান করিতে হয়, ঈশ্বর ভজনা যেমন এক, পতি ভজনাও এক। পতি আমাদের পরম পূজনীয়, পতি আমাদের সর্ব্বস্ব, আমাদের জীবনের, দেহের ও আপাদমস্তকের একমাত্র মালিকানই পতিদেব, আপাদ মস্তক ব্যাপিয়া পতিপদে সমর্পিতা হইয়া থাকাই সেবার একাঙ্গ। অতএব সেবা—

বোন, যখন মনপ্রাণ সহ আপাদমস্তক লইয়া স্বামীদেবের হইলে, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বলিত রমণীসুলভ, স্বর্গজাত মোনক্কাদি লইয়াই তাঁহাকে ভজনা কর। তিনি ইহার সমুচিত ব্যবহার ও আচার স্বেচ্ছামত করুন, স্বপ্নগোচরেও অন্যের না হউক। সাধের পয়োধর মণি, চুচুক মণি, নিতম্ব মণি, কপোল মণি, ইত্যাদি মূল্যবান জিনিসগুলি প্রিয় পতিসেবায় অনুচর হউক। কায়িক মনদেবী, কান্তি মাধুর্য্যিনী, দেবী সুকেশী ও ডাগর নয়নী, প্রিয় পতিসেবায় চির পদানুসরনীয় হউক। ভ্রমপ্রমাদে চোকপলকের জন্যও অন্যের দর্শনাপেক্ষি না হউক। এদিকে তুমিত পতিদেবের শ্রীপাদপদ্মে এক চেটিয়া ভাবে পূর্ব্বেই কৃতদাসী হইয়াছ। এইক্ষণ পতিদেবের স্বেচ্ছা প্রার্থী হও। পতিদেব তোমাকে সেবায় গ্রহণ করুন, পরকালে স্বর্গবাসিনী হইতে দেউন, ইহকালে সুখ-স্বর্গ-জীবন করিয়া স্বামী-সোহাগিনী করুন। এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা পাতিয়া সেবায় ব্রতী হও। ইঙ্গিত ইশারায় তোমার ইচ্ছা জানাইলে তদ্দণ্ডে হাজির থাকিও, হয়ত এমন সময়ও হইতে পারে যে, মুখে বলা দূরে থাকুক, ঈঙ্গিত ইসারায়ও তোমার উপস্থিতি জ্ঞাপন করাইতে সুযোগ হয় না, তখন তাঁহার মতি গতি ও ভাব ভঙ্গিমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হাজির হইও। যতক্ষণ ধরিয়া উপস্থিতি বাসনা করেন, কোনরূপ আপত্তি ও কষ্ট মনে না করিয়া একমনা হওতঃ তাঁহার মনের সেবায়, আত্মার সেবায়, ইন্দ্রিয় সেবায় প্রস্তুত থাকিও ; পতিদেবের আদিষ্ট হইয়া কাছ

ছাড়িও। পতিদেব সখের কোনকথা বলিতে আরম্ভ করিলে মনোযোগে তাঁহার মুখদিকে লক্ষপাতি হইয়া হাস্যমুখে শুনিতে থাকিও। স্বামীদেবের মনবুঝিয়া প্রতিকথায় সায় দিও। যাহাতে পতিদেবের রহস্যালাপ বৃদ্ধিপায়, তৎআকাঙ্খা জানাইও। তুমি-ও বা কোনকথা শুনাইতে হইলে পতিদেবের মনাকর্ষণী হইয়া তাঁহার সম্মুখ নজরে তোমার রঙ্গশক্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যের খেলানাগুলি আধ আধ আবৃতাবস্থায়, একটু ২ অঙ্গভঙ্গির মদনলহরে অধরে হাসিমাখিয়া, ওজস্বিনী ভাষায় পতিদেবকে আলাপ পাড়িও। মাঝে ২ কথায় ঝুঁকি দিয়া কথার চাকচক্যতা বাড়াইও। কথার মিষ্টিরসে পতি-মন মুগ্ধকরিও। নজর ভঙ্গিমায় পতিদেবের নয়নমণিকে সরসে ঝলসাইয়া লইও। বাক্যালাপে স্বামীদেবের শ্রুতি-অভিলাষ বর্দ্ধন করিও। কাজকর্ম্মে পতিদেবকে নম্রতা দেখাইও, মধুর স্বরে আবশ্যকতা জানাইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিও। পতিদেব তোমার গলার স্বর শুনিতে চাহিলে অতি মৃদুস্বরে কালাম মাযিদ পাঠকরিয়া শুনাইও। পুথি, পুস্তক পড়িতে বলিলে তাহাও সরুস্বরে পড়িয়া শুনাইও। তোমার হাত দুখানি, চোক দুখানি, মুখ-খানি, কবরী খানি ও গুছিগুলি হাতেধরিয়া চাহিতে অভিপ্রায় জানাইলে তুমি নিশঙ্কাচিতে পতি-মন-সাধে স্বীকৃতা হইয়া পতি-তুষ্ট করিও। দেখিও আস্পর্দ্ধাভরে পতি মনে রাগজন্মাইও না, পতি কাছে অবগুণ্ঠন ভাবে থাকিও না, পতি হাতেধরিয়া মুখে তুলিয়া কিছু খাইতে দিলে তুচ্ছ করিও না। পতিদেবকে

হাতে ধরিয়া খাওয়াইতে বলিলে হুকুম তামিল করিও, পতি-দেবের কৌতুকচ্ছলে সামনে ২ হাজির থাকিও।

স্বামীদেবের বিশ্রাম ও আরামার্থ আহার বিহারে সুখাদ্যের ও সুসময়ের বন্দোবস্ত নিজ হাতে করিও। পতিদেবের আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিশেষ যতনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়া সুস্বাদু আহার্য্য তৈয়ার ক্রমে সব ঠিকঠাক করতঃ "খাওয়া তৈয়ার, স্নানে প্রস্তুত হয়েন", সংবাদ দিয়া পতিদেবকে স্নানাগারে লইয়া যাইও। ঈষৎ গরম জলে অথবা শীতল জলে নিজ হাতে সাবান মাখিয়া গা পরিষ্কার ক্রমে ধোয়াইয়া দিও এবং তোমাকে হুকুম করিলে তুমিও সে স্থলে স্নান করিও। শুকনা কাপড় সঙ্গে রাখিও, গা মুছিয়া পরাইয়া দিও, তাড়া হাতে ভিজে কাপড় খানি কাছিয়া লইও। সাবান মাখা গায়ে তৈল দেওয়া আবশ্যক হইলে সর্ব্বাঙ্গ মালিশ করিয়া দিও, ব্রাস চিরুণীতে কেশ বিন্যাস ও দাঁড়ি গোঁফ পাইট করিয়া চোক শুরমা করিও। আরসিখানা পতিদেবের হাতে দিয়া আদেশমতে খাওয়ান যোগাড়ে যাইও, যথারীতি আবশ্যকাদির আয়োজন সংস্থাপন করিয়া পতিদেবকে খাওয়া-ইতে লইয়া বসিও। নিজ হাতে পারস করিয়া খাওয়াইও, নিজে খাইতে না রাখিয়া পতিদেবকে সব খাইতে দিও। যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হয় নিকটে হাজির থাকিও, মনতুষ্টিজনক কথাবার্ত্তার আলাপ পাড়িও। খুসির হাসে হাসিও, পতি-দেবের খাওয়ায় সুখোচ্ছ্বাস হয় ঐরূপ আমোদ করিও। গ্রীষ্ম

মনে করিলে পাঙ্খা হাতেনিয়া ব্যজন করিও। ব্যঞ্জন পাক কেমন হইয়াছে, খাওয়াটা কেমন হইল মধুমাখা মুখে জিজ্ঞাসা করিও। সময় ধরিয়া পান তামাকের আয়োজন করিও, খাওয়া সাঙ্গকরিলে হাত ধোলাইয়া দিও। দন্তকাষ্ঠ মজুদ রাখিও। চিকন শুপারী দ্বারা মশলাযুক্তে বাটা পুরাইয়া পানের খিলু তৈয়ার করিয়া রাখিও, গুড়্গুড়ি দুরস্ত করিয়া তামাক সাজাইয়া দিও। তামাকটা নিষিদ্ধ জিনিস বলিয়া, ছাড়িলে ভাল হয় উজুহাতে ধীর কথায় বলিও। পানের খিলু মুখে উঠাইয়াদিতে বলিলে তোমার হাতে তাঁহার মুখে উঠাইয়া দিও, চিবাইয়া দিতে বলিলে চিবাইয়া মুখে মুখে দিও। সময়ের ফাক্ ধয়িয়া বিশ্রামার্থ গৃহের বায়ুবহস্থলে সাজের শয্যা পাতিও, স্বামীদেবকে শুইতে দিও, সিওরে কোমল বালিশ, পার্শ্বে লম্বা কোল বলিশ রাখিও। তুমিও নিজে শয্যাসিন্ হইয়া, তোমার দুই জানুদ্বয়ের উপরে পতিদেবের শ্রীপদদ্বয় রাখিয়া কোমল হাতে দাবিতে থাকিও। স্বামীদেবের হর্ষ উথ্‌লন ইচ্ছায় নিজগুপ্ত রহস্য, পারিবারিক রহস্য, পাড়াপড়সির গুপ্তরহস্য ও পিত্রা-লয়ের গুপ্ত রহস্যাদি শুনাইয়া পতিদেবকে সন্তুষ্ট রাখিও। হাত, পা দাবিয়া ও পাঙ্খা ব্যজন করিয়া পতিদেবকে নিদ্রা-ক্রোড়াশ্রিত করিও, নিদ্রাভিভূত হইলে শ্রীচরণযুগল নিজ জানু অন্তর করিয়া অন্য বালিশোপরি করিও। স্বামীদেবের দৃষ্টাধীন সন্নিকট স্থানে থাকিয়া খাওয়ার বাকী থাকিলে খাইতে বসিও, কেশ বিন্যাস করিতে হইলে করিও। স্থানান্তরিত হইও না।

মোটত পতিদেবকে নিদ্রায় রাখিয়া পাহারা দিও। স্বামীদেবের কোন্ জিনিষের আবশ্যক, কোন্ জিনিষটী কোথায় অযতনে নষ্ট হইতেছে বসিয়া বসিয়া ইত্যাদি ভাবিতে থাকিও। বোন্ এগুলিও সেবা।

বোন্, বেশ ভুষায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া স্বামীদেবের সাম্‌নে২ থাকিও। স্বামীদেবকে দেখিবা মাত্রই হাসি খাইও, অনাবশ্যকে ও আপন পরিধেয় আবৃত বস্ত্রকে, মাথার চুল, খোপা ও ঘোম্‌-টাকে নাড়াচাড়া দিয়া সাজান গোঁছান ছলনায় আপনাঙ্গ-বাহার কেবলমাত্র পতিদেবকে দেখিতে দিও, পতিদেবের মদনাগ্নি জাগাইয়া দিও, কামেচ্ছা বাড়াইয়া লইও, পতিদেবের ইন্দ্রিয়শান্তিবিধানে যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন তাহাই করিও। পতিদেবের নয়নে ২ থাকিয়া সাধের প্রণয়িনী হইও, পিত্রালয়ে বেড়াইতে আসিতে পতিদেবকে অবশ্য ২ সঙ্গে করিয়া আনিও। পতির অগোচরা হইয়া একদিনের জন্যও থাকিও না, পতির বিনানুমতিতে এক পদও কোথায় যাইতে বাসনা করিও না। বিনানুমতিতে বেগানা দূরে থাকুক আপন আত্মীয় বয়োঃজ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ পুরুষকেও দেখা দিওনা, তাঁহার অমতে কোন কাজই করিও না। পতিদেবের অসুখে অসুখী হইও, পতিদেবের জামাযোড়া নিজ হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিও, কাছানি কাপড়গুলি কুঁচি করিয়া রাখিও। আপিস আদালতে, হাট বাজারে, মেল মজলিসে, কি উপাসনা মন্দির জুম্মাঘরে যাইতে হইলে স্বামীদেবকে নিজ হাতে সাজাইয়া

গুছাইয়া কিট্ করিয়া দিও। ডিব্বা পুরাইয়া পান-খিলি জামার পকেটে আঁটিয়া দিও, কখন ফিরিবে সময় শুনিয়া লইও। বিবাদ বিসম্বাদে যোগদান নাকরেন, স্বাভাবিক বিপদ আপদ গনিয়া চলেন, সাবধানতা স্মরণ করাইয়া দিও। খোদার উপর সর্ফর্দ্দ করিয়া পাঠাইও। কখন ফিরেন পন্থপানে চাহিয়া থাকিও। জলপান জন্য দুধ, চা, সরবৎ যোগাড় রাখিও, গৌণ দেখিলে কেন আসিতেছেননা মনে ২ আলাপ পাড়িও। পতিদেব বাড়ী পহুছিবা মাত্রই প্রথম দেখাতেই দৌড়িয়া হাসিমুখ দেখাইও। ছাতা, লাঠি, টুপি ইত্যাদি হাত বাড়াইয়া নিজ হাতে লইও। চেয়ার কেদারা টানিয়া বসিতে দিও। গরম বুঝিয়া ব্যজন করিও। আসিতে গৌণ হইলে কাল বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিও। শ্রান্তি দূরহইলে হাতমুখ ধোয়াইয়া খাওয়ার খাইতে দিও। নমাজের ওয়াক্ত হইলে ওজুপাকে নমাজ পড়িতে দিও এবং তুমি নিজেও পড়িও। নমাজে আলস্য করিও না ও করাইও না, নমাজ বন্দা প্রতি খোদাতালার পরীক্ষার প্রশ্ন, ইহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন হইবে। দুরন্ত সয়তানত বান্দার প্রাতকুলেই আছে। এদিকে পুরুষের আলস্যও অধিক, পুরুষ একটু রঙ্গতামাসা ও সুখ পাইলেই খোদার নাম ভুলিতে চায়। আলস্যের নাম পাইলেই কূঁড়ে হইয়া কপাল লক্ষ্মী পায় ঠেলিতে চায়। ভাল স্ত্রী হইলে পতির নমাজ-কাযজা এক ওয়াক্তের জন্যও হইতে পারেনা। পীর, মুরসিদের উপদেশ চেয়ে আপন স্ত্রীর উপদেশ কার্য্যকরি ; আমি ইহার

অনেক পরীক্ষা পাইয়াছি। আমার স্বামীদেবকে আমিই নমাজ রোজা কি অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যে সুনিপুণতায় আনয়ন করিয়াছি। তুমিত অবশ্যই জান, আমার স্বামীদেব প্রথম দারোগাগিরী প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে পরপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছেন এবং কিরূপ ন্যায় বিরোধী ও ধর্ম্মের বিপক্ষপাতি ছিলেন। তাঁহার অদৃষ্ট খুব ভাল, এ অধিনী তাঁহাকে অনেক অহিতকর কার্য্য হইতে বিরত রাখিয়াছে। বোন্, তুমিত দেখিতেছ তিনি এখনও দারোগা পদেই আছেন, কিন্তু সেই পূর্ব্বভাব তাঁহার এখন আছে মনে কর কি? না, এখন ঐসব কিছুই নাই। যাউক সে কথা, এইক্ষন উপস্থিতমতে নমাজের কথা একটু উপদেশস্থলে বলিয়া যাই, আবশ্যক হইলে বোধ করি; তোমার বিশেষ ফলে আসিবে।

নমাজ বড়ই পবিত্র জিনিষ, ইহায় মন্, তন্ সব্‌কেই পাক করে, বেহেস্তের দরজা খোলে, দোজখের দরজা বন্ধ করে। দুনিয়াতে নমাজ আদায়কারীর বড়ই ইজ্জত, বড়ই সান্‌শকত, বড়ই আলাকিশমত ও প্রভূত ধন দৌলত হয়। এই নমাজ প্রভাব-বলে মৃত্যুকালে আহাছানি মিলে, কবর আজাবে রেহাই মিলে, পোলসেরাতে প্রশস্ত পোল মিলে, হাসরে বেইনছাপি মিলে, আখেরে বেহেস্ত মিলে, এবং মিলে, তাহার জন্য সব ঠাই সুখই মিলে। বোন্ এহেন জীবনরতন বড়ই যতনের মনে করি। খোদাতালায় আমাদিগকে যে পাছওয়াক্ত নমাজ দিয়াছেন, তন্মধ্যে জোহর ও আছরে ৮ রেকাত ফরজ নমাজ আমরা সঠিক

মতে আদায় করিতে পারিলে খোদাতালায় খুসিতে কবুল করিয়া আমাদের জন্য অমনিই ক্রমাগত ৮ বেহেস্তের দরজা খুলিয়া দেন। মগ্‌রিবের ও এসার নমাজের ৭ রেকাত ফরজনমাজ সঠিক মতে আদায় করিতে পারিলে খোদাতালায় খুসিতে কবুল করিয়া অমনিই ৭ দোজখের দরজা বন্ধ করিয়া দেন এবং ফেরেস্তাগণকে ডাকিয়া বলেন যে, "আমার ঐ ঐ বন্দাগন ঐ ঐ নমাজ সঠিক মতে আদায় করিয়াছে, আমি তাহাদের নমাজ কবুল করিয়াছি, সুখী হইয়াছি—যাও, তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, তাহাদেব জন্য আমি দোজখের দরজা বন্ধ করিয়াছি, ৮ বেহেস্তের দরজা খুলিয়া রাখিয়াছি, যাহার যেই দরজা ইচ্ছা সেই দরজা দিয়াই বেহেস্তে যাইতে পারে"। বাকী ফজর নমাজ—এই নমাজের ফরজ দুই রেকাত সঠিক ভাবে আদায় করিতে পারিলে দিন রাত মধ্যে বন্দায় যত পাপকার্য্য করে, ঐ নমাজ আদায়কারী বন্দাকে খোদাতালায় অমনিই খুসী হইয়া তাহার দিন ও রাতের পাপ মাপকরিয়া থাকেন।

এইক্ষণ ভগিনী দেখিলে ত, নমাজের উপকারীতা কত? এহেন নমাজে তোমার ও তোমার স্বামীদেবের অমনোযোগীতা না হয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। এহেন কার্য্যে তোমার স্বামী-প্রতি দৃষ্টি রাখাও, তোমার সেবা মনেকরিও।

আরও বলিতেছি যে, তোমার পতিদেব সরকারী কার্য্য-কারক হইলে কিম্বা কোথায়ও ব্যবসায় কারবার খুলিলে অথবা সংসারিক কার্য্য বিষয়ে তোমাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে

হইলে কোনরূপ বাধা না দিয়া পতিদেবকে আপন কার্য্য বিশেষে যাওয়ার জন্য সম্মতি প্রকাশে খুসির সহিত বিদায় দিও। যাওয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ করিও। যাহা যাহা বলিবার কহিবার ও শুনিবার থাকে, এই অবকাশে সকল সারিয়া লইও। ভাল ২ খাদ্যাদি যোগাড় করিয়া খাওয়াইও। কতদিনে তোমার নিকট ফিরিবে করার লইও। সপ্তাহে ২ চিঠি লিখিতে, আবশ্যকীয় জিনিস সহ টাকা পয়সা পাঠাইয়া দিতে সম্মতি লইও। মনের ভালবাসা দেখাইয়া কিরূপে পতিদেবের অদৃশ্য হইয়া থাকিবে দুঃখকরিয়া মন-বেদনা জানাইও। যত সত্বর ফিরিতে পারে আপত্তি রাখিও। অগত্যা যাত্রার সময়হইলে মনের সুখ-সাধ পুরাইয়া প্রাণ ভ'রে, ভালবাসিয়া, নয়নপু'রে তৃপ্তি মতন চাহিয়া, পতিদেবের পরিচ্ছদাদি আকাঙ্খা মতন শুঁকিয়া, আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পতিদেবের হাত দুখানি তোমার নাকে, মুখে, বুকে, চোখের সহিত চুম্বন করিয়া, শ্রীপাদপদ্মে জড়াইয়া কাঁদিয়া, কান্নাজলে পদযুগল ভাসাইয়া, পদ ধুলায় মিশাইয়া, নিজ অঙ্গে মাখিয়া, ভক্তির সহিত শত ছালাম আদাবে বিদায় দিও। নিজকৃত অপরাধ মাপ চাহিও। নিজ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত সহচরী হইয়া আগুয়ে দিও। ছাতা, লাঠি, বেগ, বিছানা ইত্যাদি স্মরণ করিয়া সঙ্গে দিয়া দিও। রাস্তায় জলপান খাওয়ার দিও। যতদূর দেখা যায় একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিও। নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য পথে পৌঁছিয়া স্থান লয়, কল্যাণার্থে খোদাতালাকে নিবিড়ে ডাকিও. স্বামী-

দেবের উপস্থিতি কালে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, কি কি উপদেশ দিয়াছেন ইত্যাদি আমুল স্মরণ করিও। স্বামীদেবের সম্মানার্থে কি সাহায্যার্থে যাহারা সঙ্গীহইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের নিকট রাস্তায় তোমাকে উল্লেখ করিয়া কোন খবর দিয়াছে কি না জানিতে উৎসুক্যা হইও। স্বামী-সেবা মনে করিয়া পরিধেয় ভাল ২ পোষাক ও অলঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিয়া সাধারণ পোষাক ও অলঙ্কার পরিধান করিও। পুনঃ পতি-দর্শন নাহওয়া পর্য্যন্ত সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিও না। দন্ত-মিসি লাগাইও না। কাটা চিরুণীতে কবরী বাহার করিও না। সিতি পরিপাট্য করিও না। কোথায়ও বাড়ীর বাহির হইতে বাসনা করিও না। পতির পহুছ সংবাদ জন্য ব্যস্ত থাকিও। পহুছ চিঠি পাইলে প্রত্যুত্তর করিও। চিঠি অন্তর চিঠি লিখিও। কেমন আছ এবং পতিদেব কেমন আছেন জানাইও, জানিও। চিঠি দ্বারা সমস্ত কথাবার্ত্তা দিও, লইও। চিঠি দ্বারা প্রেরক প্রাপকের অর্দ্ধ সাক্ষাৎ হয় বুঝিও। চিঠি লিখিতে কামাই করিও না। বরাবর চিঠি আসা, যাওয়া থাকিলে পতি-অনুপস্থিতি-শোক কতক পরিমাণে সম্বরণ করিতে পারিবে, অন্যথায় পতিশেলরূপশাঙ্কে বিদ্ধ থাকিবে নিঃসন্দেহ। যাউক, এখন অন্য কথা।

স্বামী-সোহাগিনী মাতৃদেবীর অন্য উপদেশ পাড়িতে বাসনা করিতেছেন, এমন সময় সম্পর্কিতা ভগিনী ত্রস্ততায় বলিয়া উঠিলেন যে, "ভগিনী রাখুন, এখন অন্য কথা লইবেন না,

প্রোক্ত বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, শুনিয়া মীমাংসা করুন।”

স্বামী-সোহাগিনী নিজ জিম্মার কার্য্যগুলি শেষ করিয়া অগোণে স্বামীপদে উপস্থিত হইতে চঞ্চলা, ইহার মধ্যে অন্য কথার কথা বাড়িতে গেলে মীমাংসা সাপক্ষে কতকটা কাল বিলম্ব ঘটিবে বলিয়া, ভগিনীর আপত্তিজনক কথা শুনারপক্ষে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনির অনুরোধ এড়ান সহজ নহে বলিয়া অগত্যা শুনিতে সম্মত হইয়া কি বক্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভগিনী কথা এই যে, আপনি বলিয়াছেন, চিঠি দ্বারা প্রেরক প্রাপকের অর্দ্ধ সাক্ষ্যাৎ হয়, যদি তাহাই হয়—তবে পত্রকে পরম বন্ধু মনে করি। আমি পত্রের পাঠলিপি লিখিতে জানি না। আমার পত্র লিখার আবশ্যক হইতেও পারে, কারণ আমি শুনিয়াছি যে, আমার পতিদেব নাকি আলিগড় কলেজে First art অধ্যয়ন করিতেছেন। আপনি চিঠি লিখার একখানা আদর্শ ড্রাফ্‌ট করিয়া, দেখাইয়া ও বুঝাইয়া, বাকী এই উপকার-টাও করুন। আমি অবশ্য সাধারণ সাধারণ চিঠি লিখিয়াছি, সাধারণ মনের কথা খুলিয়াছি, কাঠিন্যতার দ্বার উদঘাটনে চিন্তাস্পর্শি হই নাই। পতিব্রতা যেরূপ জটিলতাকীর্ণ দেখিতেছি, ভয় হইতেছে যে, না জানি পতিধনে আমার অনুচিত ব্যবহারই ঘটে।”

লো ভগিনি, ওকি বলিতেছ, আমি যে সকল উপদেশ

শুনাইলাম, ঐ সকল পালিলে ত ? হাঁ, তবে নির্ভয়। সেবায় চতুরা হইলে লিখনি খিঁচিয়া পতি-মনাকর্ষণ করিতে তোমার চিন্তার অল্পতায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। আচ্ছা, দেখ!

আমি তোমাকে একখানা চিঠির আদর্শই শিখাইতেছি—মনে কর, তোমার স্বামীদেব, যেন তোমাকে বাড়ী মোকামে রাখিয়া অধ্যয়নেই গিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তোমার লিখিতে হইলে কিরূপ ভাবে লিখিবে, নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

স্বামীসোহাগিনী তাড়া হাতে টেবিলস্থ কাগজ টানিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ভগিনীও সুস্থমনে দুনয়নে এক নয়ন হইয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন গোল নাহয়, কথাটী বলিয়া সোহাগিনী নিরবে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন—লিখিলেন।

পরমারাধ্যতম—

শ্রীযুক্ত মিঞা.........চৌধুরী সাহেব—

শ্রীচরণেষু,

প্রাণের স্বামিন !

অধিনীকে কাঁদাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া, শোক তাপানলে ও মরম বেদনায় যত দূর জ্বালাতনে রাখিয়াছেন বলিতে মুখ সরে কি ? বুক ফাটিয়া যাইতে চায়, চোক-তারা ফাটিয়া লুকাইতে চায়, জীব-তারা এ দেহ-আকাশ হইতে খসিয়া পড়িতে চায়, মনপ্রাণ ঘরবাড়ী লইতে চায় না, পুরীর কাহারও সঙ্গে মন মিশিতে চায় না, মাথার বশে মন আসিতে চায় না, যেন

উন্মনস্কা হইয়াছি, কি যেন হারাইয়াছি, হারাধন পুনঃ প্রাপ্ত জন্য অস্থিরতায় কি যেন খুঁজিতেছি, দর্‌বিদর ফিরিতেছি, অবশেষে স্থির শূন্য কুটিরে পড়িয়া রহিয়াছি। এগুলি কি করিতেছি, কেন করিতেছি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাণের স্বামিন! অধিনীকে কেন মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া, অপূর্ব্ব ধন-লোভে লোভী করিয়া, বিরহ বিচ্ছেদ-সাগরে ফেলিয়া দিয়া ভীষণ যৌবন-তরঙ্গাঘাতে হতাহত করিতেছেন। অধিনী মায়ামমতা কাহাকে বলে চিনে নাই, আপনার নিকট মায়া মমতা খোঁজেও নাই; আপনি নিজে ব্যগ্রতা দেখাইয়া, আত্ম জোরে বাধ্য করিয়া, মায়ামন্ত্রে বশী করিয়া মমতা চিনাইয়াছেন। বিচ্ছেদ কাহাকে বলে অধিনীর জানা দূরেথাকুক আদৌ শুনেও নাই, আপনি চিনাতে চিনাতে চিনাইয়াছেন। বিরহ অণুকে ফোটাকারে পরিণত করিয়াছেন। জ্বলন্ত দাহনানলে বিরহ ভাবনা দিয়াছেন, তাহাতেই অধিনী বিবহিণী হইয়াছে। বিরহ উদ্‌পাদিকা শক্তি বর্দ্ধন করিয়া নিয্যাতনি শক্তি চাহিতেছে। এ অবস্থায় স্বামীদেবের এ হেন কার্য্যের সমুচিত ব্যবহারে ন্যস্ত থাকা বিধি কি অবিধি? স্বামিন! আপনি কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে, সমপাঠীর সঙ্গ-প্রসঙ্গে, সদালাপের সত্যনিষ্ঠা-প্রসঙ্গে, এবং উচ্চ আশার লোভ-প্রসঙ্গে, সাধের আলিগড় কালেজে সুচিত্রমান আছেন। আমি হতভাগিনী ফল-ফুল ভরে মস্তক অবনতিনী, দুকুলপুর বরিষার প্রেম-স্রোতস্বতিনী, নব-যৌব-পুর কালের মাত্র স্বামী-স্পর্শিনী, বিরহ-বিচ্ছেদ-কামাগ্নির দহন শক্তিতে

জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মিভূত হইতেছি। স্বামিন! অধিনী এখন কি খোঁজিতেছে, কি চাহিতেছে, কি ভালবাসিতেছে বোধ হয় আপনার বুঝিবার বাকী নাই। অধিনী এত দুঃখ ক্লেশনী হইতনা আপনি করিয়াছেন। অধিনী এত বিহ্বলা হইত না, আপনি দিক্‌হারা করিয়াছেন; অধিনী এত উন্মনস্কা হইত না, আপনি মস্তক শুষ্ক করিয়াছেন। অধিনী এত অথৈ হইতনা, আপনি হতাস করিয়াছেন; অধিনীর মুখ ফাটিতনা, আপনি অধৈর্য্যা করিয়াছেন। অধিনী নির্দ্দোষিণী, আপনি এ দোষ-পথ-প্রদর্শক হয়েন। যাহাহউক, এইক্ষণ অধিনী মিনতী সহকারে জানাই-তেছে যে, নিজগুণে নিজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা ভাল বিবেচনা করেন অগৌণে তৎপোষকে ব্রতী হইয়া অধিনীকে স্থিরকৃতা করিতে যত্নবান হয়েন প্রার্থনা। অধিনী ভাল নহে, স্বামী-দেবকে সুস্থশরীরে সাক্ষ্যাৎ পাইতে আকাঙ্খা। ইতি—

৩রা বৈশাখ
১৩২০ বাঙ্গালা সন

স্বামীদেবের পদাশ্রিতা
শ্রীমতী...................... ।

স্বামী-সোহাগিনী চিঠিলিখা শেষ করিয়া ভগিনীকে, বলিলেন—লো ভগিনি! নেও, এই আদর্শ নেও। আমি অতি ক্ষিপ্র হস্তে মনে যাহা ধরিয়াছে তাহাই লিখিয়াছি। বোধকরি তোমার মনোমতনই হইবে। স্বভাবতঃ স্বামীদেবের নিকট স্ত্রীপ্রণয়িনীরা স্থানান্তরে থাকিয়া এরূপই লিখিয়া থাকেন। অন্য কিছু লিখিতে হইলে তাহা সাধারণ সংবাদই হয়। কোন

বিষয়ের আবশ্যক থাকিলে তুমিও স্বামীকে লিখিয়া চাহিতে পার, পারিবারিক সংবাদ আদি লিখিতে পার। পতিদেবের সংবাদ লইতে পার, পতিদেবকে, বাড়ীতে ডাকিতে হইলে (বাড়ী আসিলে ভাল হয়) কথাটীমাত্র লিখিতে পার, (বাড়ীতে আসিবেন) কথাটী লিখিতে পার না, কারণ হয়ত তোমার স্বামীদেবের বন্ধুগণ উহা দেখিতেও পারে, এবং বিদ্রুপস্থলে তোমার স্বামীদেবকে ইহাও বলিতে পারেন "বন্ধু, বাড়ী হইতে তোমাকে Supplicate করিয়াছে, apply করিয়াছে, call করিয়াছে, ইত্যাদি বলিয়া লজ্জ্যাও দিতে পারেন। সমপাঠী বন্ধুদের মধ্যে একটা খামখেয়ালির ভীভৎস্যতাও আছে ইত্যাদি। আর অধিক কি বলিব, বলিলে অনেকই আছে। এদিকে আমার সংকীর্ণ সময়, মাতৃদেবীর উপদেশও ঢের বাকী আছে। এস্থলে এ সম্পর্কে এপর্য্যন্ত। মাতৃদেবীর ৭ম উপদেশের বিষয় শুন।

মাতৃদেবীর ৭ম উপদেশ

মন সম্বন্ধীয়—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়াদি।

ভগিনি, মন সম্বন্ধে বলিতেছি শুন—

মন খোদাতালার একটী এনায়তী জিনিস হয়, এইমন খোদাতালায় সদাচারের জন্য বিশেষ জিনিস বলিয়া আদম-ফরজন্দকে বখ্‌সিস্‌ করিয়াছেন। সরিয়ত, মারফত, বেহেস্ত,

দোজখ, দুনিয়াই ও আখেরাত পাওয়ার সন্ধিই এই মন হয়। মনের সারই প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির ভিত্তিই আদমফরজন্দ ইহ-পরকাল ভোগ করিবেক। বোন, আমরাও সেই মন পাইয়াছি, প্রবৃত্তির দাবী করিতেছি, সদাচারে দুকালের ভোগাভিলাষী হইয়াছি, বুঝিয়া ২ পূণ্য কাজ করিতে বাসনা পাতিয়াছি, চুনিয়া ২ পাপকার্য্য পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এইক্ষণ বড়মনা হওয়াই দরকার। বড়মনা নাহইতে পারিলে আমাদের ঐ আশা পূরণ পক্ষে কঠিন হইবে। পূণ্যাশ্রিত মনকে বড়মনা, পাপাশ্রিত মনকে ক্ষুদ্রমনা বলা হয়। বড়মনা হইতে হইলে দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সরলতা, ধৈর্য্যাদির অবশ্য দরকার। এই সকল গুণই বড়মনের নিত্য সহচর। দয়াগুণে মন দ্রব হয়, দাক্ষিণ্যগুণে মন তৃপ্তি হয়, বিনয়গুণে মন উচু হয়, সরলতাগুণে মন ধীর হয়, ধৈর্য্যগুণে মন নির্ম্মল হয়। বোন্ এই সকল গুণ লইয়া আমরা সুসজ্জিতা হইতে পারিলে বড়মনা হইয়া ইহকাল পরকাল যে, জয় করিলাম ইহাতে ভুলনাই। বড়মনা হইলেই দুকালের বড় হইলাম, ইহ-পরকাল দ্বয়ের শুভাকাঙ্খিনী হইলাম।

ভগিনি, সংসারে দয়ার প্রার্থীই অধিক। এই প্রার্থীগণ মুখ খোজিয়া খোজিয়াই দয়ার প্রার্থী হয়। দয়াকর্ষণী শক্তিদ্বারা যাহার হৃদয় আকৃষ্ট, তাহারই সহানুভূতি চাহিয়া আত্মকাহিনী প্রকাশ করে। আমরা আশাকরি প্রার্থীগণ আমাদিগকে দয়াপ্রার্থনা জানায়। আমরা প্রাণ দিয়াও প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণে অগ্রবর্ত্তিনী হই। বোন, আমরা মেয়েছেলা মানুষ, অসূর্য্যম্পর্শা, অন্তঃপুরেই

উৎপন্না, অন্তঃপুরেই নিষ্পন্না। দয়ার প্রার্থনা আমাদের কয়-জনেরই শুনিতে হইবে? আমাদের সাক্ষাৎ কয়জন প্রার্থীই মিলিবে? বোন্ আর যাউক, আমাদের পরসী, আত্মীয়, ও চাকর, নফরদের মধ্যে যাহাদের দয়া, সাহায্যের আবশ্যকতা মনে করিব, অযাচিত ভাবেই উহাদিগকে আমাদের মনের ভালবাসার সহিত বড়মনের পরিচয় দিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিব। পরসী-গণ, আত্মীয়গণ ও চাকর নফর দিগের শুষ্কমুখ দেখিলে অনাহারী, মলিনমুখ দেখিলে চিন্তাতুরী, ছিন্নবস্ত্র দেখিলে অভাব নিদানি, কৃশ কাহিল দেখিলে অভীষ্ট চাহনি অবশ্যই বুঝিয়া স্বভাব ও অভাব মতে আবশ্যকতা পূরণ, যথাসাধ্যে সাদর সম্ভাষণ, শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মর্য্যাদা রক্ষণ, মনতুষ্টিতে মধুর বচন এবং অর্থ সাহায্যে অর্থ অনাটন দূরকরিয়া বড়মনার পরিচয় করিতে যতদিন বাঁচিয়া থাক ও থাকি তিলার্দ্ধও ত্রুটী করিওনা ও করিবনা। স্ত্রী সম্প্রদায়ের গরীব, দুঃখী, এতিম ও ভিক্ষুক দেখিলে তাহাদিগকে আশাতিরীক্ত পারিতোষিকে সন্তুষ্ট করিও, মধূর বচনে মন তোষিও, উৎসাহ ও অভয়দানে মন-গতি-শক্তি সঞ্চারে উন্নত করিও, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ একটা মৌখিক সম্বন্ধ পাতিও, যখন মনেলয়, ফের আসিয়া দেখাদিতে বলিও, খাইতে চাহিলে খাওয়াইও, কিছু নিতে চাহিলে দিও। পুরুষ সম্প্রদায় প্রার্থীকেও দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়াদিতে সন্তুষ্টরাখিয়া তোমার পতিদেবকে বড়মনের পরিচয় দিতে মিনতী রাখিও। পতি-পত্নী এক মনা হইয়া ধর্ম্ম সম্পর্কিত কার্য্যে মনের জোর বাড়াইও। দুকালের

যশস্বিনী হইও। এইরূপ কার্য্য করতঃ সংসারে আদর্শা হইয়া মরিয়াও জিবীতা থাকিও, এস্থলে দয়া-দাক্ষিণ্যতার ফল সম্বন্ধে একটা সিদ্ধবাক্য স্মরণ পড়িল, বলিতেছি শুন।

একদা শ্যামরাজ্যের জনৈক অর্থহীন দরিদ্র যুবক অর্থোপার্জ্জন ইচ্ছায় অশ্বারোহণে সুদূরস্থানে চাকরী করিতে যাত্রা করিয়াছিল। চল্লিশ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রমকরনান্তর সম্বল শূন্য দরিদ্র যুবক অনাহারে ক্লান্ত হইয়া কোন এক বন্দরের সন্নিকটস্থ ছায়া বিশিষ্ট প্রাচীন বিটপী নীচে অশ্ব অবতীর্ণ হইয়া বিটপী পদে একভাবে দুদিন পর্য্যন্ত শায়িত ছিল। নিকটস্থ স্থায়ীবসতি নবীন বয়স্কা, তরুতাজা, পরমাসুন্দরী জনৈক গণিকা প্রোক্ত সর্ব্বশান্ত, অনাহারে প্রপীড়িত, চলচ্ছক্তি রহিত যুবককে একই অবস্থাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পতন দেখিয়া ব্যাপারটী কি ? জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছিল। তম্মূলে. অর্থাভাব দরুণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনাহারী হওয়ায় তাহার এবম্বিধ দুরবস্থা সংঘটিত হওয়ার বিষয় অবগতে, দয়ায়পুড়িয়া অমনি নিজ গৃহ হইতে দশটী মুদ্রা আনিয়া যুবককে হাতে টানিয়া বসিতে দিয়া মুদ্রা দশটী অর্পণান্তর বলিল যে, "হে পথশ্রান্ত পথিক ! আমি তোমাকে দেখিয়া এমন অকৃত্রিম মমতায় জড়িভূত হইয়াছি যে, আমি আর তোমার এইরূপ দৈন্যদশা সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমাকে হাওলাত স্বরূপ এই মুদ্রা দশটী ব্যবহার করিতে দিলাম, সত্ব ত্যাগ করিলাম না, আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দিতে হইবে, এইক্ষণ ইহা খরচ করিয়া যথারীতি পানাহার ও আবশ্যক

কর্ম্মাদি কর। আমি মমতাধীনে আরও বলিতেছি যে তুমি আমাকে ভগিনী মতন জ্ঞান কর, আমিও তোমাকে ধর্ম্মত সহোদর ভ্রাতা মনেকরি” বলিয়া যুবককে আহার সংস্থাপনে পাঠাইল। এতদ্ব্যাপারে যুবক বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া নিকটস্থ বন্দর হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করতঃ ভোজনান্তে ক্রমে স্বাস্থ্য প্রতিলাভ করিল। অনন্তর তথায় অনধিক চারি রাত্র অবস্থান করিয়া পঞ্চমদিনে অর্থোপার্জ্জনে যাত্রা করিয়াছিল। করারাবদ্ধ হইয়াছিল যে স্বদেশে ফিরিবার কালে প্রোক্ত গণিকাকে সাক্ষাৎ করিয়া হাওলাতি টাকা পরিশোধ ক্রমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। যুবকের বহু চেষ্টাফলে দীর্ঘকালান্তে এক চাকরী হইয়াছিল। একাধিক্রমে বার বৎসর চাকরী করিয়া ৫০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিলে স্বদেশে ফিরিতে বাসনা হওয়ায় চাকরী ইস্তফা দিয়াছিল। অর্জ্জিত টাকা পুটুলিবাঁধিয়া দেশ দেশান্তরে নেওয়া সুকঠিন বিবেচনায় যথারীতি হুণ্ডি করতঃ একখণ্ড রসিদ গ্রহণে হরষিত মনে দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। রসিদখানি জামার পকেটে আঁটিয়া, অবিশ্রান্ত একুশদিন হাটিয়া, কথিত বন্দরের বিটপী নীচে উপস্থিত হইল এবং উক্ত পরিচিত গণিকার গৃহখানি বন্ধ দরজায় দেখিতে পাইয়া গৃহস্বামী কোথায় অনুসন্ধান লইবা মাত্রই উক্ত গণিকার মৃত্যু সংঘটন সংবাদ অবগত হইয়াছিল। দেখিয়াছিল যে, মৃতা গণিকাকে কবরস্থ করিবার জন্য পরসীগণ প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাহউক মনের বেদনা মনেই চাপাদিয়া কাহাকেও কিছুই নাবলিয়া মাত্র মৃতার

সহোদরা ভাই পরিচয়ে লোকসহযোগী হওত কবরকার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং মৃতাকে নিজ হাতে কবরস্থ করিতে নিজে কবরে প্রবেশ করিল। মৃতাকে কবরে রাখিল, কাপন খুলিয়া পরম উপকৃতা ভগ্নিতুল্যাকে জীবনের তরে মুখ দেখিয়া লইতে বাসনা করিয়া কিয়ৎকালের জন্য উদাসভাবে দেখিয়া লইল, শোকে অধীর হইল, মৃতার সঙ্গে প্রাণ দিতে চাহিল, প্রাণের মমতা দূরকরিতে প্রয়াসি হইয়াছিল। পরিচ্ছদাদি ছিন্ন ভিন্ন করতঃ বালকের মত এক ফসলা চেঁচিয়া কাঁদিয়াছিল। বিপত্তি বুঝিয়া কবরের পাডস্থ ব্যক্তিগণ সজোরে বাহুবেষ্টনে তাহাকে কবরোপরি করিয়া স্থানান্তরে দিয়াছিল। এদিকে পরসীগণ সুবিধা বুঝিয়া যথাযথভাবে দাফন ক্রিয়া সমাধান্তে স্বীয় স্বীয় কুটিরে পৌছিয়াছিল। যুবকটীও ক্রমে সান্তনা মানিয়া ভগ্নি গণিকার শূন্য কুটিরে পৌছিল। তথায় দুই রাত্র অতিবাহিত করিয়া পরপ্রাতে স্বদেশে ফিরিতে বাঞ্ছা করতঃ সঙ্গিয় জিনিষ-পত্রাদি সব ঠিক্‌ঠাক্ রহিয়াছে কিনা তালাস করার প্রথমেই তহার যুগকালের অর্জ্জিত, জীবন সম্বলিত মুদ্রার নিদর্শনখানিসহ জামা দেখিতে না পাইয়া অপহৃত হইয়াছে বিবেচনায় চিন্তাঘাতে মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দয়াময়ের অশেষ করুণা ফলে শীঘ্রই চেতনা পাইয়া জামাখানি হুণ্ডি-রসিদ সহ ভগ্নির কবরে ফেলিয়া থাকিতেপারে বলিয়া স্মরণাকৃষ্ট হওয়ায় অমনি কবর স্থানে দৌড়িল, কবর স্থানে পঁহুছিল, কবর খোদিতে লাগিল, খোদা কবরে প্রবেশ করিল, দেখিল—কবরে ভগ্নি কি জামা কিছুই

নাই, মাত্র কবর হইতে পাতাল দিকে সিঁড়ি অন্তর সিঁড়িতে একটী ছিদ্র প্রজ্জ্বলিত আলোকে মিশিয়া যুবকের আগমন আহ্বান করিতেছে। যুবক কিছুই ইতস্ততঃ না করিয়া যেন কোন এক অপূর্ব্ব জিনিষের লাভ-লোভে উন্মত্ত হইয়া অবিরোধে ছিদ্র পথে চলিতে লাগিল। যতই চলিতেছিল ততই যেন লাভোৎসুকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হঠাৎ কোন এক সুরবালার সাক্ষাৎ পাইল, সুরবালা কে হয়, জিজ্ঞাসা করিল এবং সেও বা কে, সুরবালা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল। উত্তর প্রত্যুত্তরে—সুরবালা, কোন এক জান্নত বাসিনীর পরিচারিকা এবং যুবক অত্র ছিদ্র সংস্পৃষ্ট কবরে প্রোথিত মৃতার ভ্রাতা, সম্পর্কিত হয় জানাইল। যুবক কার্য্যানুরোধে তাহার সাক্ষাৎ ইচ্ছায় কবরে প্রবেশ, করিয়া তাহাকে না দেখিতে পাওয়ায় অগত্যা এই পথে কোথায়ও যাইয়া থাকিবে মনেকরিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে জানাইলে, আরোধিক কাহাকেও সম্মুখ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে নিষেধ রহিয়াছে বলিয়া যুবকের আগমনে সুরবালা বাধা দিয়াছিল। এস্থলে অপেক্ষা করিতে যুবককে বলিয়া, তৎসংবাদ কর্ত্তৃঠাকু-রাণীকে অবগত করার ইচ্ছায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে অগ্রসর হইল, সাক্ষাৎ করিয়া বৃত্তান্ত বিবৃত করিল; যুবককে তৎসমীপে উপস্থিত করিতে আদেশ পাইল, অচিরে আদেশ তামিল করিল, যুবকও পূর্ব্বোল্লেখিত গণিকার যুগান্তরে চারি চক্ষুতে সাক্ষাৎ ঘটিল, পথ পরিচয়ের কথা স্মরণ করিল, যে মুদ্রা দশটী হাওলাত দিয়াছিল ও নিয়াছিল তাহাও স্মরণে আসিল। ভাই ভগ্নি রূপে

যে সম্বন্ধ পাতিয়াছিল তাহাও স্মরণে ধরিল, ইত্যাদি আলোচনা করিয়া পরস্পর অগাধ ভালবাসায় পুলকিত হইয়া যেন সেই প্রাচীন বিটপী নীচে ও সন্নিকট বন্দরস্থ কুটিরে থাকিয়া স্বীয় স্বীয় ভাবের নিয়োজিত আমোদে বিরাজমান রহিয়াছিল। যাহা হউক, এস্থলে এতদুভয়ের সময়ের ও স্থানের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কিছুবই অনুধাবনের ক্ষমতা দয়াময়ের ইচ্ছায় ছিল না, মাত্র হাওলাতি মুদ্রা পরিশোধ করিতে ও প্রত্যূপকার স্বীকার করিতেই যে যুবকের উদ্দেশ্য রহিয়াছে, ইহাই তাহার ভাবনা। অর্জ্জিত পুঁজি ও জামাব কথা আদৌ স্মরণ ছিল না। হাওলাতি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ও প্রত্যূপকাব স্বীকার মানিয়া বিদায় দিলেই অগৌণে দেশাভিমুখে রওয়ানা হইতে পারে আকাঙ্খায় মুদ্রা খুলিতে ও গণিতে প্রস্তুত হইতে গিয়া হঠাৎ জামাসহ অপহৃত হুণ্ডি কাগজের কথা মনেপড়িল, কবরে প্রবেশ কথাও মনে হইল; জামাসহ হুণ্ডি-রসিদ কবরে প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা ভগ্নিকে জিজ্ঞাসা করায়, হাঁ, পাইয়াছে বলিয়া উত্তর করিল এবং বলিল "ভাই! আমি পৃথিবীতে জনম নিয়া শুধু পাপ কার্য্যই করিয়াছিলাম। তোমার দৈন্যদশায় পুড়িয়া ক্ষণিক উপকার সাহার্য্যার্থে যে দশটী টাকা হাওলাত দিয়া উপকার করিয়াছিলাম উহাই মাত্র আমার জীবনের উপার্জ্জিত পুণ্য ছিল। এই পুণ্য ফলেই দয়াময়ের সিদ্ধ করারে সুফল প্রাপ্ত হইয়া ঐ পুণ্যকার্য্যের বিনিময়ে এই স্বর্গপুরে বালাখানা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই নেও, তোমার জামা ও হুণ্ডিটাকার রসিদ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে

যে মুদ্রা হাওলাত দিয়াছিলাম তাহা পুনঃ গ্রহণ করিতে চাহিনা, তোমাকে আল্লার নামে সত্বত্যাগ করিয়া দিলাম। আমার উচ্চ আশা জন্মিয়াছে। দেখিতে বাসনা করিয়াছি যে, অভাবগ্রস্থকে হাওলাত দিয়া সাহায্যকরা চেয়ে একদা আল্লার নামে উৎসর্গ করার উপকারীতা কত? ভ্রাতঃ! যাও, তুমি তোমার অর্জ্জিত ধন লইয়া স্বদেশে ফির, স্বেচ্ছামতে দান দক্ষিণায় দু-কালের বিশেষ ফল জানিয়া ধনের সদ্ব্যবহার কর এবং ধনবানকে জানাও যে, তাহারাও যেন এক মাত্র আল্লার নামে তাহাদের ঐশ্বর্য্য উৎসর্গ করিয়া পরকালিন স্বর্গসার বেহস্তাগারে আপন বালাখানা সংস্থাপন করে ইত্যাদি বলিয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হইল। যুবকটীও সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যেন নিদ্রায় জাগিয়া উঠিল। দেখিল ভগ্নির সেই পর্ণ কুটিরেই হুণ্ডি-রসিদ সহ জামাখানি আপন পুটলি সংলগ্ন রহিয়াছে। বিস্ময়ে কম্পিত হইল। কোথায় ছিল, কি দেখিল, এবং কি প্রকারেই বা পলক নিমিষে ঠিক ঘুমের ঘোর লইয়া নিদ্রা পরিহিত অবস্থায় স্বদেশে গন্তব্য পথে উপস্থিত হইল। যাহা হউক খোদাতালার অপার মহিমার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া এক মনে আপন আলয়ে চলিতে লাগিল। সপ্তাহ অন্তর নিজ মোকামে পঁহুছিল, ক্রমে সংসার ধরিল, সংসারী হইল, যতদিন বাচিয়াছিল পর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অর্থ সাহায্যে পরের উপকার ইচ্ছায় আল্লার নামে দান দক্ষিণা করিয়া ধনের সদ্ব্যবহার করিতে একদিনের জন্যও ভুলে নাই। তাই বলিতেছি বোন!' দেখিলেত? দান দক্ষিণার

উপকারীতা কত? পাপের পরিসীমাগ্রস্থা গণিকার পাপ মোচনের ঔষধিটা কি? বোন যতদিন বাচিয়া থাক, দান দক্ষিণার কার্য্যে কখনও হাত খর্ব্ব করিওনা। দানের নিৰ্দ্দিষ্ট পবিমাণ নাই, যে যাহা পারে, অবস্থা বুঝিয়া এক কড়া কড়িও দান করিতে পারে। দানেব কথা শুনিলে পশ্চাৎপদ হইও না বরং অগ্রসব হইয়া সম্বল মতে যাচকের প্রার্থনা পূবণ করিও। যাঞ্চাকাবীকে বিফল মনোরথে ফিরিতে দিওনা। এইক্ষণে মাতৃদেবীর অন্য উপদেশ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর।

মাতৃদেবীর অষ্টম উপদেশ

রূপ, লাবণ্য ও অঙ্গ সৌষ্ঠবাদি।

খোদাতালা আমাদিগকে সুন্দর কারুতে সৃষ্টি করিয়া যে অঙ্গ সৌষ্ঠব করিয়াছেন, উহা পরিষ্কার পরিছন্নে জ্যোতিময় করিয়া রাখিতে আমাদের প্রতি হুকুম দিয়াছেন, যেহেতু আমরা সৃষ্টি কর্ত্তার সৃজনে আদৃতা ও শোভার অঙ্গভুষণা হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। শোভার শোভনীয় মূর্ত্তী ধারণে নিয়ত পারিপাট্টতায় সাজ-সজ্জা লইয়া স্বামী-প্রেমমহল আলোকিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। স্বামীর হৃদয় কন্দরে মোহিনীরূপ ঢালিয়া দিয়া বিরহ আবেগ জাগ্রত রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যাহাতে

আমাদের ঐ খোদাদাদি যৌতুক ধন, পরিচ্ছন্নতার অযতন দোষে কদাকার করিয়া যৌতুকদাতা খোদাতালা ও যৌতুক ভোগী স্বামীদেবের অসন্তোষের কারণ না করি, তন্মর্শ্মে বিশেষ কড়া আদেশ পাইয়াছি। খোদাতালা আমাদিগকে সংসার দিয়াছেন, সংসারী করিয়াছেন, সংসার করিতে বলিয়াছেন সংসারে গৃহ-লক্ষ্মী হইয়া পতি-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হুকুম দিয়াছেন। পতির পরিজন লইয়া জীবন যাপনের আস্তা সংস্থাপনের চিন্তা ও যোগাড় ভাব লইতে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুর শাশুড়ী গং মুরবিবগণ এবং আশীর্ব্বাদিত নিজ গর্ভজাত অথবা সম্পর্কিত সন্তান সন্ততিগণকে যথাযুক্ত সেবা শুশ্রুষায় ও লালন পালন অর্চ্চনায পূরলক্ষ্মী হইতে হুকুম দিযাছেন; ভগিনি, স্বামীদেবেব গৃহস্থালি কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিতে যাইয়া প্রত্যহ নীতি ব্যবহার্য্য কার্য্যগুলি সুঠাম সম্পর্কে যে অপরিচ্ছন্নতা দোষ ঘটে, উহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য মনে করিও। আমাদের নীতি কার্য্য বন্ধন কর্ম্ম হয়, রন্ধনশালা ঘোর ময়লাযুক্ত; রন্ধনশালায় ঢুকিলেই ময়লাব ও শ্রমের নিকাস থাকেনা। কোননা কোন কার্য্য করিতেই হয়, হাত লাগাইতেই হয়, কার্য্য লইয়া বসিতেই হয়, চাকরাণী কি পাচিকা উপর নির্ভর করিয়া সকল সময আব থাকা চলে না, কাজেই অনেক সময়ে খাটিতেই হয়। অপরিষ্কার ও ময়লার ভাগি হইতেই হয়। বোন্ ময়লাকে মল জানিও, মলকে বিষ্ঠা বুঝিও, বিষ্ঠা যথা পরিহার্য্য মযলাকেও তদ্রূপ গণিও। ময়লাকে ঘৃণা করিও

ময়লার দ্বারা সোণার তনু কালা করিওনা। ময়লার অসংখ্য দোষ, ময়লায় রোগ আনয়ন করে, মন বিমর্ষ করে, দৃষ্টি কটু করে, প্রকৃতি নিচু করে, ইত্যাদি। ময়লাকে মনের বিরুদ্ধে রাখিও, ময়লার কথা শুনিলেই চমকিয়া উঠিও, ময়লাকে দেখিবা মাত্রই মল-অশৌচ বলিয়া দূর দূর করিও। রন্ধন গৃহের অপরিষ্কারেতে ময়লায় জোর ধরিলে পুরীকেই বিসূচিকা গ্রস্থে রাখিলে বুঝিও। রন্ধন কার্য্যের হাড়ি পাত্রকে টাট্‌কা পরিষ্কার রাখিও। পাক প্রণালীর বিধিমত পরিচ্ছন্নতা লইও। আহার্য্য-দির যুক্তিমত সত্ত্ব ব্যবহারে দৃষ্টি রাখিও। পানীয় দুধ, জল, মধুর নির্ম্মলতা লইও। গৃহে ঝাড়ু দেওয়া ও প্রলেপাদি করা বর্ত্তমান রাখিও। আসবাবগুলির স্থিতি স্থাপনের নাড়া চাড়া দিয়া নূতন রাখিও। গৃহের ধার, দেওয়াল, হালচাঙ্গ, বাক্স, পেটারা, আল্‌মারা ইত্যাদির ময়লা, মোছনি পিটিয়া ছাপ করিয়া রাখিও। খাট, পালঙ্গ, চৌকি, টেবুল, কেদারা ও তৎস্‌সংষ্ট জিনিষ পত্রাদি যথাযুক্ত আবরণে ফাইন্ করিয়া রাখিও। বিছানাপত্রগুলিকে সাপ্তাহিক ধৌত দিয়া, পরিষ্কার ওসার গিলাপে বিশ্রামিত বিছানাকে দুধফেননিভ করিয়া রাখিও। গৃহ-প্রাঙ্গণ ও লপ্ত পয়স্থি স্থান সমূহে দৈনিক ঝাড়ু মারিও। গৃহ-রক্ষিত জিনিষগুলির উপযুক্ত হেবাজত রাখিও। তৈল, ঘৃত, মধু, শর্করা, পোকা পিপিলিকা দোষে ময়লাযুক্ত না হয়, ভাণ্ডগুলির মুখ সরপোসে আঁটিয়া দিও। নিজে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিও। স্বাস্থ্যও সুস্থতা রক্ষা করিও। আপন

শারিরীক স্থূলবলশোভা বৃদ্ধি করিও। তোমার আঙ্গিক স্বামী-মনলোভা জিনিষগুলির বাহার ছটা অযতন দোষে মলিন নাহয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও। অপরিষ্কার হাত, পা, মুখ ও বসন ভূষণ স্বামীদেবকে ও মূরব্বি জনকে দেখাইওনা। ময়লা পড়া দাঁতে, অক্ষের নখে ও আলুথালু কেশে থাকিওনা এবং এই বেশে স্বামীদেবের নিকট কখনও উপস্থিত হইওনা। স্বামীদেবের সংসার লক্ষ্মী হইও। স্বামীর অর্থেরও স্বার্থের রাখিবন্ধনি হইও। অপব্যয়ী না হইয়া মিতব্যয়ী হইও। বিনানুমতিতে কাহাকেও কিছু দিওনা। আপন সন্তান সন্ততির ভবিষ্যত জীবন ভাবিও। দাস দাসীকে ভাল জানিও। নিজেও ভাল হইও, ইত্যাদি। এইক্ষণ মাতৃদেবীর ৯ম উপদেশে কি বলিতেছে শুন।

মাতৃদেবীর ৯ম উপদেশ।

আত্মজকে সুনিয়মে পালন পোষণ ও জ্ঞান-বির্জ্জে বলিয়ান করা এবং নিজে সুপ্রসূতি নামধরা।

ভগিনি, পিতামাতা মাত্রই তাঁহাদের সন্তানসন্ততিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, আপন প্রাণ সুলভ মনে করিয়া পুত্র-পুত্রির প্রাণ দুর্লভ মনে করেন। আত্মজকে জনকজননী পদ্মরাগ

মণি মনে করেন। সূর্য্যস্পর্শা না হউক মনেকরিয়া নয়নে নয়নে রাখেন। নিরোগী হইয়া দীর্ঘজীবী হউক অভিপ্রায়ে বিশেষ যতনে রাখেন। অসাধারণ গুণসম্পন্ন হউক মনে করিয়া নিয়ত জ্ঞান চর্চ্চায় রাখেন এবং বাসনা রাখেন যে, তাঁহাদের আচলধন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া জগদ্বি-খ্যাত্ত হউক ও জনম সাফল্যতায় সদা সুখ সম্পদ লাভে, স্বার্থ ভোগী হওতঃ জননীর 'সুপ্রসূতি' নামে ইহজগতে একটা আখ্যা রাখুক।

ভগিনি, আমরাও খোদাতালার ইচ্ছায় ঐরূপগুণের সন্তান পাইতে ইচ্ছা করি, ঐরূপ সুপ্রসূতি হইতে বাসনা রাখি। খোদাতলার ইচ্ছায় আমি দুই পুত্র-রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাদের গোড়েই আমার দিন রাত খাটিতে হইয়াছে। সন্তান সন্ততি পালন পোষণ করা বড়ই কঠিন। সন্তান সন্ততিকে প্রকৃত গুণে আনিতে হইলে, মায়কেই বেজাবেতা খাটিতে হয়, মায়কেই জীবনোন্নতীর শিখর চুড়া চিনাইয়া দিতে হয়। মায়ের প্রাথমিক যতনই সন্তান সন্ততির ভাবি কালের উন্নতীর লক্ষণ হয়। খোদা-তালার ইচ্ছায় তুমি সন্তান পাইলে কিরূপ যত্ন করিবে আমার বলিতে হইবেনা স্বাভাবিকেই বলিয়া দিবে। তবে মাতৃদেবীর উপদেশ স্থলে বলিতেছি যে, সন্তানকে আপন গায়ের রক্ত দ্বারা পালন পোষণ করিও। আধ আধ স্বরে কথা ফুটিতে আরম্ভ করিলেই খোদার নাম বলিতে শিখাইও, পিতা মাতা ডাকিতে শিখাইও, ইঙ্গিত ইশারায় সহজ কথা ও হাত, মুখ চোক্ ইত্যাদি

শিখাইও। বাক্য ফুটিলে সৃষ্টির স্রষ্টা খোদাতালা, পর-পরিত্রাণ-কর্ত্তা পয়গম্বর হজরত মহাম্মদ দরুদ আলাহিচ্ছালাম, জন্মদাতা পিতা-মাতা, রাজ্যের সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ, পরিচয়ে শিখাইয়া তাঁহাদের নামের উপর ভক্তি স্তুতি জানাইয়া সালাম আদাব সম্ভাষণ শিখাইও। গুরুজন পূজনীয়—পূজীতে, মানিতে হইবে শিখাইও। নিজ জাতীয় ধর্ম্ম অবশ্য বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বুঝিতে ও অবলম্বি হইয়া চলিতে শিখাইও। পবিত্র কালামমাযিদ-ধর্ম্মসার গ্রন্থ জানিতে ও তৎবিশ্বাসে চলিতে শিখাইও। নমাজ-রোজা শিখাইতে যাইয়া ফরজ. ছুন্নত, নফল, ওয়াযিব শিখাইও। ৭ দিনের নাম শিখাইতে শুক্রবারের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিখাইও। চন্দ্রমাস শিখাইতে ইদেল্ ফেতর ও ইদেজ্জোহা এবং মহাম্মদ মস্তফা দরুদ আলাহিচ্ছালামের জন্ম-মৃত্যু ও কোবেসদের পৌত্তলিকতা ধ্বংশ, সহিদে কারবালার বিষয় ও মক্কা-মদিনা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিখাইও। মৃত্যু চিনাইতে পরকালিন বেহেস্ত ও দোজখ বিষয় শিখাইও। রাত্র ও নিদ্রা শিখাইতে কবর এবং তৎআজাব সম্বন্ধে ধর্ম্ম বৃত্তান্ত শুনাইও। এ দেহ-প্রাণ সম্বন্ধে শিখাইতে প্রাণহন্তা স্বর্গদুত আজ্‌রাইল আলাহিচ্ছালামের নাম শুনাইও। আহার বিষয় শিখাইতে হালাল, হারাম চিনাইও এবং অতিথি সৎকারের ফলাফল শুনাইও। এইরূপ প্রতি কথার সংশ্রব ধরিয়া শিক্ষার উপযোগী যাবতীয় শিখাইও। প্রাদেশিক কথা গুলি শুদ্ধ কথায় বলিতে শিখাইও। পঞ্চম বৎসরে, জাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষা ও শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া জ্ঞানকুশলতার জন্য স্কুলে

পাঠাইও। বাড়ীতে তুমিই পড়াইও, সঙ্গে২ তুমি নিজেও পড়িয়া, পড়ার নিয়ম কিরূপ শিখাইও। শিক্ষা সম্বন্ধে অবিরত সুন্দর ২ কথা শুনাইও, যাহাতে পড়ায় মনযোগ ও নিশা হয়; উৎসাহিত বাক্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করিও। বিনীত ও বাধ্যতা প্রকাশে গুরু ও সমপাঠির নিকট সাদরণীয় হইতে শিখাইও। অবিনীত ও অবাধ্যতা ব্যবহারে মূঢ়মতি না হয় বুঝাইও। অভদ্রতা ও অদম্যতা প্রকাশে জনক জননীকে কুৎসীৎ কথার ভাগি না করে একটা উদাহরণ দিয়া গাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হয় মতন বুঝাইয়া দিও। রোজ কি শিক্ষা পাইয়াছে পরীক্ষা করিও। স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষা প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিও না। তোমার শিক্ষা তুমি শিখাইতে থাকিও। গুরুর জন্য রোজ ২ নজরানা হাতে করিয়া নিতে দিও। আঁচলধনকে শাসন না করিয়া হিতকথা বুঝাইয়া মমতায় শিক্ষা দিও। উপস্থিত মত যখন যেই বিষয়ের অভাব ও আবশ্যক হয়, তখন তাহা পূরণ করিয়া দিও। যাহাতে জ্ঞানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি মাত্রা হইতে পারে তাহারই যতন করিও। বাড়ীর শিক্ষা তুমিই শিখাইও, না হয় অন্য গুরু নিযুক্ত করিও। তোমার স্বামীদেবের নিকট শিক্ষাভার কখনও রাখিওনা। কারণ সন্তান সন্ততির শিক্ষা আপন পিতার নিকট হইতে চায়না। পিতৃদেব সত্তই, সন্তানকে তাবৎবিদ্যা শিখাইয়া লইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনুচিত শাসনে ও অসহনিয় চাপনে হতবুদ্ধি করিয়া রাখেন। পক্ক মাথায় যাহা উপলব্ধির সময় সাপেক্ষ করে, কচি মাথা হইতে তাহার

সদুত্তর চাহিয়া পিতৃদেব সন্তান সন্ততিকে তিব্র তাড়নে মস্তক শুষ্ক করিয়া লয়েন। ভগিনি, এইরূপ ক্ষেত্রে আমিও আমার প্রথম সন্তান লইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার স্বামীদেব একজন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সু-জ্ঞানি ও লিখাপড়ার প্রকৃত ফলগুণ ভোগী হয়েন। সত্বর সমস্ত শিখাইয়া লইবেন ইচ্ছায় ডিক্রী পুরাইয়া দুধের শিশুকে শাসন করিতে যাইয়া, বোন, দুংখের বিষয়! আমার ছেলেটীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। এইক্ষণ লিখা পড়ার কামাইত আছেই, শারীরিকেও কত কষ্ট ভোগিতেছে, চিকিৎসার্থ অর্থেরও ক্ষয় হইতেছে। দিন-রাত সন্তানের আরোগ্য কামনায় আমরাও চিন্তাতুর আছি। তাই বলিতেছি বোন, তুমিই তোমার অাঁচল ধনের বাড়ীর শিক্ষয়িত্রি হইও। মমতা করিয়া ধীরে২ অনেক শিখাইও। যাহা শিখাইয়াছ, তাহা মনে রাখিতে মাঝে২ কথার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া স্মরণে দৃঢ়শক্তি রাখিও। দিন-রাত উহাদের একমাত্র উন্নতির চিন্তা রাখিও। গুরু সেবাই যে উহাদের উন্নতি তাহা জানিও। গুরুর মনতুষ্টিতে অর্থের সাহায্যে মুক্ত হস্তা হইও। সুখাদ্য ভোজনে প্রসন্নমনা হইও। ভেট নজরানা হাজিরে অগ্রবর্ত্তিনী হইও। ইহাতেই ছেলের উন্নতি প্রসব করিবে জানিও, ইত্যাদি। এসম্বন্ধে আরোধিক বলিতে চাই না, আমার সময় একেবারেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মাতৃদেবীর বাকী উপদেশটী শুনিয়া আমাকে বিদায় দাও, আমার স্বামীদেব হয়ত কালবিলম্ব দেখিয়া তাগিদ চিঠিও পাঠাইতে পারেন।

মাতৃদেবীর ১০ম উপদেশ।

আহার বিহারের সুশৃঙ্খলতা এবং সুখাদ্য ভোজনে পরিমিত রাখা।

ভগিনি, নিয়মের বশীভুত হইলে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে একটী অসাধারণ কার্য্যও সাধন করা যায়। অণুপরিমাণ বীজকেও যতন-সহায় প্রভাবে দীর্ঘ প্রস্থ ও ওজন পরিমাণে বৃহদাকারে পরিণত করা যায়। অভ্যাস করিয়া শিখাইতে গেলে বনের তোতা পাখীকেও আইন কানুনের কথা শিখান যায়, উকিল মোক্তারের প্রশ্নবৎ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরাত মানুষ, বুদ্ধি-শক্তি আছে, হিতাহিত জ্ঞানবল আছে, পিতৃমাতৃর বির্য্যগুণ আছে, পুষ্টিকর খাদ্যের অসাধারণ ক্ষমতা আছে ; এ অবস্থায় একটী অসম্ভাবিত কার্য্যকে সম্ভবে আনিতে পারা যায় না কি?

বোন, তোমার ছেলে মেয়েকে সুনিয়মের বাধ্য করিও। শিশু অবস্থা হইতেই সুনিয়মে চালিত হইতে দিও। আহার সম্বন্ধে নিয়ম বাখিও যে গাত্রোত্থানের সঙ্গে ২ কিছুই খাইতে না দিয়া ঠিক ২ ঘণ্টা অন্তর ক্ষুধার ৷৴ বেগ নিবৃত্তির পরিমাণে জলপান করিতে দিও। ইহার ঠিক ৩½ ঘণ্টা অন্তর সদ্য আয়োজিত আহার করিতে দিও। অপরাহ্ন ৪টা বাজিলে ক্ষুধার ৷৴ বেগ নিবৃত্তির পরিমাণে জলপান করিতে দিয়া রাত্র ৯টাতে পেট পুরিয়া খাইতে দিও। বাশি ভাত-তরকারি খাইতে দিও না।

বিহার প্রতি নিয়ম রাখিও যে, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ততঃ ½ মাইল পথ, খোলা যায়গায় ব্যায়াম করিতে দিও। সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দিও। নিদ্রার নিয়ম রাখিও যে, দিনের বেলায় আদৌ চক্ষু মুদিতে না দিয়া রাত্রভাগে শিক্ষার ও খাওয়ার সময় বাদ অন্য কার্য্যে অনিদ্রা না করিয়া অবশিষ্ট তাবৎ নিশি সুখকর নিদ্রায় যাপিতে দিও। দেখিও প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম লঙ্ঘন নাহয়। বিশ্রামের প্রতি এইরূপ নিয়ম রাখিও যে, কোন শ্রমজনিত কার্য্য করিয়া শ্রমাতুর হইলে, এবং আহারে বসিয়া খাওয়া সাঙ্গ করিলে, শ্রম আয়াস দুর না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য বিশ্রামে রাখিও। বোন, প্রোক্ত বিষয়গুলির যত্নে তুমি তৎপরা হইলে, তোমার ছেলে মেয়েকে সুস্থ শরীরে নিরোগী, বলবীর্য্যে সদা-সুখ-সম্ভোগী, দেখিতে পাইবে। কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রফুল্ল দেখিবে। উচ্চ আশা ও দীর্ঘ আয়ুর আভাস পাইবে; ইত্যাদি। বোন, ঐ সকল নিয়মাবৃতে লিখা পড়া শিখান কার্য্যে ছেলে-মেয়েকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও। নিয়মের শিক্ষা বাসায় শিখাইয়া দিও। তোমার অভিজ্ঞতাগুলি সহজ কথায় শুনাইয়া ক্রমে ২ অভিজ্ঞ করিও। নানাহ পুথি পুস্তকের হিতোপদেশগুলি সংক্ষেপে শুনাইও। স্কুলে কি কি নূতন শিক্ষা হইয়াছে শুনিয়া লইও। সময়ের ফাক্ ধরিয়া শিক্ষাগুলি আঁচলধনের স্মরণে রহিয়াছে কিনা প্রশ্ন করিয়া জানিও। বিস্মরণ হইলে, বলিয়া চাপিয়া দিও। প্রতিনিতি উন্নতির আশায় ছেলে মেয়ের মন-

সজ্জার সঙ্গে সঙ্গে থাকিও। প্রত্যেক কার্য্যই শিক্ষার প্রসূত হয় জানিও। নীচ কার্য্য হইতে উচু কার্য্য পর্য্যন্ত তোমার সাধ্যাতীত শিখাইয়া রাখিও। ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র, ছাতা, কাপড়, ইত্যাদি হইতে আফিস আদালত, আইন, কানুন, রাজা, রাণী, কেন বা কি প্রকারে হইয়াছে গঠন প্রণালী বলিয়া দিও। প্রাকৃতিক নিয়াই বিশেষ শিক্ষা দিও। জ্ঞান শিক্ষা. ভাষা শিক্ষা, বিদ্যা শিক্ষা, নিয়ম শিক্ষাই প্রধান মনে করিয়া আচল ধনের গোড়ে খাটিও। বোন, তাহা হইলেই দেখিবে, অগৌণে বংশের উজ্জ্বল-তারকা হইয়াছে এবং অখিল ব্যাপিযা সুপ্রসূতির প্রশংসা রটনা হইতেছে। বোন, আর কি বলিব, তুমি নিজেই বুদ্ধিমতী; মাতৃদেবীর উপদেশগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ করিয়া নিজ জ্ঞান-মতে স্বামী-সংসার ধরিও। স্বামীর প্রণয়িনী হইও। স্বামীর জীবন-তারা হইয়া আজীবন আলোকিত করিতে থাকিও। ভগিনি, আমার আরোধিক বলিবার সময় নাই। মাতৃদেবীর উপদেশগুলি তোমাকে শুনাইলাম এবং আমিও টপ্পাভাবে কতক উপদেশ, এস্থলে বলিয়া যাইতেছি শুন—

স্বামী-সোহাগিনী বলিতেছেন যে—

ভগিনী, মায়ের উপদেশগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে সংসারে তোমার দুঃখ নাই, সুখী; পরকালে দোজখ হারাম, বেহেস্তভোগী; মর্ত্তকালে সুখ-আরাম, কবর-আজাব নাস্তি জানিও। বোন, মাতৃদেবীর উপদেশের সারাংশ স্বামী খেদমতই

হয়। স্বামী খেদমত ঐরূপেই করিতে হয়। তুমি তোমার স্বামী খেদমতে ঐভাবে হাজির থাকিও। দেশাচারী মেয়ের নিয়ম ধরিওনা। দেশাচারী নিয়মের মুখে থুথু ফেলিও। হয়ত, তুমি দেখিয়া থাকিবে—প্রতি ঘরে ঘরে কামিনীগণ তাহাদের স্বামী-দেবকে আচরণে অসন্তোষ রাখিয়া মনে কত কষ্ট দিতেছে। স্বামী সঙ্গে আচরণে আদপ-লেহাজ মনে না নিয়া অহঙ্কারে মাতিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেছে। স্বামীর কথা লইতে চায় না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বা করিতে বলিলে পারিব না কি করিব না প্রয়োগে মাথাটা ঘুর দিয়া ফিরিয়া থাকে। মুখে মুখে কথার বাড়াবাড়ি করিয়া স্বামীকে নিরুত্তর করিয়া রাখে এবং নিজে বড় কুথুড়ি ও মুখাড়ো বলিয়া স্বামীকে জানায়। স্বামীকে খাওাইতে যাইয়া হাত, পাও, নাড়াঝাড়া দিয়া অপরিচ্ছন্ন থালায়, ভাতে তরকারীতে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া যায়। ভাত চাই, তরকারী চাই, ইত্যাদির চীৎকারে স্বামীকে, গলা শুকাইতে না দেখিলে, মূর্খা স্ত্রীগণ স্বামীর আবশ্যকতা আদৌ কর্ণপাত করিতে চায়না। এরূপ অবস্থায় স্বামীদের ঈষৎ উষ্ণ হইয়া কিছু বলিলে কি সামান্য প্রহার-নিগ্রহতায় রাখিলে অভদ্রানারীগণ চটিয়া স্বামীকে নিতান্ত ঘৃণিত ও কুৎসিৎ কথায় গলা নাদাইয়া এক ফশলা বকিয়া নির্বংশিয়ার ঘর করিবেনা চীৎকারে আপনাপন পুটুলি পাটলি বোগলে আটিয়া মায়ের বাড়ী রওয়ানা হইয়া থাকে। কিশের এগানা, কিশের বেগানা, কিশের মুরব্বী, কিশের পুত্র,

কিশের পুত্রি-পতি, কিশের মান, কিশের অপমান, কিশের পরদা, কিশের অপরদা, কিশের দিন, কিশের রাত,—নদী ঝাপ দিতে হইলেও গন্তব্য পথ মায়ের বাড়ী, অভাবে আত্মীয় কি অনাত্মীয় বাড়ী একদা দণ্ড প্রহরেক দূর হইলেও সিংহিসার হইয়া যৌবন ঠেলিয়া চলিয়া যায়। হতভাগিনী একেবারেই আল্লার ভয় ভুলিয়া, আত্মীয় স্বজনের সম্মানে অপমান জনিত বিষ্ঠা মুত্র অসৃচ্ শিঁচিয়া, নিজের দুকুল নাসিয়া দোজখ বাসিনী হয়।

পরদাবৃত থাকিবার জন্য স্বামী সদা সদোপদেশ দিলেও, হতভাগিনী ইজ্জত ঘাতকিনিরা স্বামীর গোচরে কি অগোচরে আপনাপন অঙ্গ বাহারে সাজিয়া মদনাগ্নি জনিত সখের ফোয়ারা গুলিকে যতদূর সাধ্যসম্ভব নানাহ কৌশল খাটাইয়া পর পুরুষের দৃষ্টি আর্কষনার্থ ও নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপনার্থ ষোলআনা অভিমত প্রকাশে কপট চক্ষু গুলি ইতস্ততঃ ঘুরাইতে থাকে।

ইজ্জত হুরমত রক্ষা করিয়া থাকিতে বলিলে, হতভাগিনী দুরাচারীনিরা গলার স্বরে চেঁচিয়া, গাওয়াল মুদিকে ডাকিয়া নিজের ঘরের দ্বারে আনিয়া, বাড়ী কোথায়, 'কি দরে বিকি কিনি হয়, এটী কত ওটী কত বলিয়া, অবশেষে গা ঝাড়া দিয়া কবরি খোলা আবশ্যক নাই, তএাছ খুলিয়া; পরনের সাড়ি খোসে নাই তত্রাছ খোলিয়া; নাড়াচাড়া দিয়া, যাবতীয় বাহার ভঙ্গিমা গাওয়ালকে দেখাইয়া, গাওয়ালের উৰ্দ্ধধাবিত মদন-তাড়িত শোনিতাদি শিরায় শিরায় ছুটাইয়া চোক্, মুখ, ভঙ্গিতে

হানাহানি করতঃ, পশ্চাৎ দর করা জিনিস লইয়া টানাটানিতে কতকটা ধস্তাধস্তি শান্তি লইয়া ঘরে ফিরিয়া থাকে।

নির্লজ্জা না হয়, সাবধানে চলিতে স্বামীদেব শতবার বলিলেও জাহান্নামী পাতকিনিরা পুকুর-ঘাটে কি নদী-ঘাটে জল আনিতে কি স্নান করিতে যাইয়া বাড়ী যতদূরই থাকুকনা কেন, সেই স্নানকরা পরনের ভিজে কাপড় খানি পরনে রাখিয়াই তনু, স্তনে, যানু, যুনে, লেপ্‌টিয়া রোমে, কেশে, বিদ্যমান করিয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা, জামতা গং সাধরনের চলন পথ দিয়া সাধের জীবন যৌবন ধন্য করিয়া চলিয়া যায়।

পরপুরুষকে নিজ-মুখ দেখা ও পর পুরুষের মুখ চাওয়া মহা পাপ উল্লেখে পরদা বেষ্টনে থাকার জন্য পতিদেব কঠোর নিয়ম করিলেও, দুষ্টা রমণীগণ পতি সাক্ষাৎ এমন কপটতা ধারণ করে যে, পত্নি প্রতি পতির এক বিন্দু অবিশ্বাস স্থাপন ও সন্দেহ জন্মিতে পারেনা। পতির বিশ্বাসের জন্য পত্নীগণ নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কাহাকেও কার্য্যবশে পতি সঙ্গে দেখিলে স্বামীকে সতীত্বতা দেখান ভাণে, নাক্‌ টানিয়া বলিয়া থাকে যে, উহ্‌! এখানে কে জানি এলো, কেন এলো? আমি কেম্‌নে নড়্‌তেম্‌ চড়্‌তেম্‌, শীঘ্র কপাট বন্ধ করুন, এখান থেকে যেতে বলুন— ইত্যাদি বিরাগতা দেখাইয়া সাধ্বী সতীর তুল্য আচরণে পতিকে সন্তুষ্ট রাখেন। আবার স্বামী একটু অগোচর হইবা মাত্রই নির্লজ্জা কুল্‌টা ব্যভিচারীনিরা ইতস্ততঃ ছুটিয়া কোথায়ও কোন্‌ পরপুরুষ রহিয়াছে কিনা তল্লাসিয়া, তৎপ্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া,

অবৈধ প্রেমরসে ভাসিয়া, মনের গুপ্ত কল্পনায় মিশিয়া, সখের অভিগমনে মজিয়া, দুরাচারিণীরা সত্যের অপলাপ করিয়া থাকে।

পরদার হানি হইবে, ঘরে বসিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া থাকিতে স্বামীদেবের বিশেষ তিব্র আদেশ থাকিলেও, দ্বিচারিনী কুলভ্রষ্টা রমণীরা ইদ, চাঁদ ও পরব পাইলে ঘরের বাহির ক্ষুদ্র কথা, পাড়ার বাহিরেও শত হাত দূরে বিচরণ করিয়া থাকে।

পত্নীর কণ্ঠস্বর কাহারও শ্রুত না হউক ইচ্ছায় নিরব কুলতা ধরিতে বিশেষ আদেশ থাকিলেও, কলহ-প্রিয়া মুখাড়ো রমণীরা ঘরের লোক দূরে থাকুক, পরসির সঙ্গে কলহ বাঁধিয়া পাড়ার লোকজনকেও সমবেত করিয়া তোলে।

ঘনিষ্ঠ কুটুম্বালয়ে যাতায়াতে পতিদেব পত্নিকে সসম্মানে পাল্সি, পিনিসে, কি অন্যান্য পরদা বেষ্টনে পাঠাইলেও দুর্ম্মতি বাঁদরণি কুচক্রধারিণীগণ পরদার বাহিরে ছুটিয়া, পরদায় ফাক্ না থাকিলেও ছিদ্র করিয়া, উকি ঝুকি দিয়া ইতঃস্ততঃ নানা জাতী পুরুষের মুখ চাহিয়া ও নিজকে চাহিতে দিয়া, এবং গলা কাশে বৃথা খাৎ, খুৎ করিয়া ও গলার স্বরে চেঁচিয়া গীত-সুর ধরিয়া হতভাগিনী পাতকিনিরা দোজাহানের ধীক্কার লইয়া স্বামীদেবের অর্থের ও স্বার্থের হানি করিয়া তোলে। বোন, আশা করি তুমি এ সকল অভদ্রা রমণীগণকে ও তাহাদের কার্য্যগুলিকে মনের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকিবে। তুমি সদা সত্য নিষ্ঠা কার্য্যের সুফল দ্বারা ও তোমার স্বভাব জনিত বিশুদ্ধ অমায়িকতা দ্বারা পতি-মন প্রতিহ প্রেমাস্ফালনে ঘনিভুত

করিও। সমস্ত আরাধ্য দেবতা হইতে পতিদেবই পরমারাধ্যদেব হয় জানিও। শ্বশুর-শাশুড়ি কি পিতামাতার আদেশ চেয়েও পতির আদেশ গুরু মানিও। কোন কার্য্য বিশেষে তাঁহাদের আদেশ তোমাকে পালন করিতে শত অনুরোধ থাকিলেও পতি-দেবের অনভিমতে আদেশ পালনে অগ্রসর হইওনা। হয়ত যে কার্য্যে মুরব্বীদের খোলসা অভিমত রহিয়াছে, তৎকার্য্যে পতি-দেবের সম্পূর্ণ বিরোধী মতও থাকিতে পারে। এ অবস্থায় পতিদেবের মতাবলম্বনই অগ্রগণনীয় মনে করিও। স্বামীকে খাওয়াইয়া খাইও, কোন কারণে স্বামীর খাওয়া গৌণ হইলে তোমাকে খাইয়া লইতে মুরব্বীজনের উপদেশ রহিলেও স্বামীর খাওয়া না দেখিয়া খাইওনা। কোথায়ও যাইতে মুরব্বীজনের শত আদেশ থাকিলেও, স্বামীদেবের মত না লইয়া কখনই পা পাতিওনা। ন্যায়ত কোন কার্য্য করণাভিপ্রায়ে মূরব্বীজন হাতে ধরিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলেও স্বামীর মতামত না লইয়া প্রস্তুত হইও না। বসিয়া তাবৎ নিশি কাটাইতে হইলেও স্বামী দেবের বিরামের কালবিলম্ব দেখিয়া কখনই স্বামীর অগ্রে শুইও না। যতক্ষণই হউক স্বামীকে শোয়ায় নিদ্রিত দেখিলে শুইও। স্বামীদেব সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে তোমাকে বিশেষ বকিয়া ও প্রহার করিয়া মন কষ্টের কারণ করিলে তুমি রোষভরে চেহারা মলিন না করিয়া এবং ক্রোধে স্বামীদেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে ও খেদমতে ক্ষান্ত থাকিয়া বিমর্ষা হইও না। স্বামীদেবের মুখে ২ তর্কবিতর্ক করিও না। বিচার চাহিও না। এতদ্‌খবরে পিত্রা-

লয়ে চিঠি লিখিও না। প্রতিশোধ লইতে মনে ষড়যন্ত্র পাতিওনা, খোদাতালার নিকট অনাশীর্ব্বাদ চাহিওনা, বরং হৃষ্ট চিত্তে স্বামীর পদানুসরণ হইয়া দয়াময়ের নিকট তাঁহার সুস্থশরীর, সৎবুদ্ধিদান, ও দীর্ঘ আয়ু চাহিও। কোন কারণে তোমার স্বামীদেব সঙ্গে তোমার পিত্রালয়ের মনবাদ ঘটিলে এবং তন্মূলে তোমাকে পিত্রালয়ে দিতে অস্বীকার করিয়া আবদ্ধ রাখিলে, পিতৃ-মাতৃ কথার বাধ্য না হইয়া স্বামীদেবের সম্মতি ও সঙ্গতি মতে তৎ-আলয়ে চলিয়া যাইও। স্বামীদেবের প্রতিশোধ উদ্ধারে কোনরূপ ষড়যন্ত্র পাতিয়াছে, তোমার জানা থাকিলে অবিলম্বে স্বামীর কর্ণগোচর করিও। কাবিনের সর্ত্তবলে নির্য্যাতন করার ইচ্ছায় উদ্যোগি হইলে পিতাপক্ষ সমর্থন না করিয়া পতিপক্ষ সমর্থন করিও। কাবিনখানি নিজ হস্তগত করিও। স্বামীর প্রদত্ত, তোমার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি এবং মোহরানার তল-বিত টাকা পিত্রালয়ে না নিয়া ও স্বামীর ধনাংশে এজমালিতে না রাখিয়া নিজ হেবাজত দৃষ্টাধীনে রাখিও। যথারীতি নিজ হাতে দান দক্ষিণা করিও। পতিদেবের আগে তোমার সাফল্য মৃত্যু আসিলে, গর্ভজাত ওয়ারিশান না থাকিলে, তোমার সর্ব্ব-স্বের একমাত্র ওছি ; পতিদেবকেই করিও। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদের সন্তোষার্থ এককালিন তোমার চিহ্নস্বরূপ কিছু দানিয়া যাইও। মোটত কোন এক সময়ের জন্যও পতিপ্রতি মনের বিরাগ ও অশান্তির চিহ্ন এবং অসুখীর ভাব দেখাইও না।

পতিদেবকে ইন্দ্রিয় ঘটিত দোষে বারাঙ্গনা অথবা উপপত্নী

আচারে লিপ্ত থাকা তোমার জানা থাকিলে তোমার অধিকারীত্ব অন্যের নিকট লাঞ্ছিত হইতেছে বুঝিলে নিজ প্রকৃতি কটু করিয়া দেশাচারী মেয়ের মতন ক্রোধাধীরে মাত্রা ছাড়িয়া অন্যের নিকট কুৎসা রটনা করিও না ; বরং ধীরে পতিমন তোষিয়া কথিত কুব্যবহার হইতে মতিগতি ফিরাইয়া লওয়ার সন্ধিফন্ধি পাতিয়া তোমার অঙ্গীভুত Task এ Duty করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে দিও। বারাঙ্গনা একটা প্রেত-কুহক হয়, এ কুহকে একবার ধরা পড়িলে, কুহকিনি মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, কুহকে মন মজিলে, শত ঝাড়ু জুতি মুখে, চোকে মারিলেও সেই প্রেতাত্মা কুহকিনি বারাঙ্গনার কাছ, পুরুষ ছাড়িতে চায় না। এই কুহকাশ্রিত পুরুষের সর্ব্বনাশ হয়। গৃহলক্ষ্মী অবলা সরলা কুলকামিনী গণের প্রণয়-কুসুমগুলি পতির অব্যবহার দোষে শুকাইয়া পাপ্‌ড়ি ধরিয়া যায়। যৌবন ক্ষয় হয়, সুগন্ধি লয় হয়, আশা ভরসা লোপ পায়, অবশেষে এ নশ্বর দুঃখ-ধামে পদাঘাত করিয়া সেই সালোক্য ধামের আশ্রিত হয়। উপপত্নীরও এইরূপ গুণ-দোষ আছে। বোন, সাবধান থাকিও যেন এহেন পিশাচ প্রেতাত্মা কুল-কলঙ্কিনী নরক বাসিনী বারাঙ্গণা ও উপপত্নীর সংশ্রব লোভে তোমার স্বামীদেব লোভি না হইতে পারে, তৎ ঔষধি হইয়া পতির মনে মনে থাকিও। পতিদেব কখনও কোন রমণীর কোন গুণের বাখান করিলে সেইগুণ তোমার রহিয়াছে কিনা বুঝিয়া অভাব অবস্থায় যথাসাধ্য পূরণ করিতে চেষ্টিত রহিও। সে রমণীর তুল্য বাখানে বাখানি হইও।

আরও জানিও, আপনাপন নছিব গুণে কামিনীগণের জীবন-গতি প্রাণ-পতি মিলিয়া থাকে। কাহারও পতি অষ্টাঙ্গ সুন্দর, কাহারও পতি রূপে-গুণে বব্বর, কাহারও পতি আঙ্গিকে বিকল, কাহারও পতি চৈতন্যে চঞ্চল, কাহারও পতি পুরুষত্বে ক্ষীণতর, কাহারও পতি বদ্ধ দীপান্তর হয়। তাই বলিয়া সর্ব্ব সুন্দর গুণবান পতিকে প্রাণতুল্য, অকর্ম্মণ্য বিকল দেহ কুশ্রী ইত্যাদি পতিকে দূর চেয়ে দূর রাখা মনেকরা কখনও স্ত্রীপ্রাণের যুক্ত যুক্তি না। সত্বহীন সত্বের ফল নিসত্ববান মনে করিয়া, চঞ্চল মনা পতির খিট্‌খিটে মেজাজ ভাবিয়া, জীবনের তরে অদৃশ্য অবস্থায় পতিকে দেশান্তর চিন্তিয়া, পতি প্রতি অভক্তি ও ঘৃণা মনে লওয়া কি উপপতি গ্রহণ করা কোনমতেই সাধ্বী সতীর স্বভাব নহে। ভাগ্য দৃষ্টে যাহার যেমন অবস্থার পতিই ঘটুক না কেন, তৎপদ সেবা শ্রেয়ঃই মনে করিতে হয়। মনের ভক্তিই সেবা; পতি দীপান্তর থাকিলে, সতী পত্নি সশরীরে সেবা ব্যাঘাত বুঝিলেও শুধু মনের ভক্তি দ্বারাই সেবা পাইয়া থাকে। মরিলেও সতীপত্নি ভক্তি ছাড়ে না, সেবা ভুলে না, মমতা দূর করে না, আজীবন পতির গুণের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুনীরে ভাসিতে থাকে এবং পতির পরকালিন সদগতি চায় ও নিজ জীবনের সুখ-সুখে জলাঞ্জলি দেয়। বোন, ইহাই প্রকৃত সতী পত্নির পতিসেবা হয় জানিও।

ভগিনি, দেখিতেছি স্ত্রী সম্প্রদায় বৈধব্য দোষে পতিত হইলে, বৈধব্য ব্রত নিঃশেষ হইতে না হইতেই দ্বিতীয় পতি লাভে

নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, ইহা এই সম্প্রদায় প্রতি বড় দুষ্য মনে করি। সভ্য সমাজে ইহা নিতান্ত গ্লানির বিষয় বই আর কিছু নহে। যে পত্নী আপন পতি-করে, মন খুলিয়া স্বীয় জীবন সর্ব্বস্ব লুটাইয়া এক চেটিয়াভাবে ভোগ দখল করার সর্ত্তে এক মাত্র সত্বাধীকারী করিযা দিয়াছে, আজ সেই পতি অভাবে সে সর্ব্বস্ব অন্যের নিকট পুনঃ নূতন করিয়া বিলাইতে সাধ্বী পত্নীর কতকটা উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় না কি? সাধ্বী পত্নী প্রাণপতি হারাইলে, পতি প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে নিজায়ু বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হয় না কি? সাধ্বী পত্নী, পতি-করে নিপতিত থাকা ধনের, দ্বিতীয় অধিকারী না করিয়া একমাত্র পতি আনামতি ধন বিবেচনায় নিজের বিশেষ হেবাজতে রাখিয়াই পতিব অধঃস্থলে কবর পাইতে বাসনা করিয়া থাকে না কি?

বোন, স্ত্রীসম্প্রদায়ের অনেক অভদ্রাকে দেখিতেছি বহু পতি গ্রহণেও তাহাদের পরিতৃপ্তি হইতেছে না, আবার অনেক ভদ্রমহিলাকেও এক পতি বরণে পরিতৃপ্তা হইয়া অকালে বৈধব্য প্রাপ্ত হইলেও সেই সুখের সদন, শান্তির নিকেতন, প্রেমের আনন্দ প্রস্রবণ ইত্যাদির সুখে ছাই ভস্ম দিয়া এক পতি ভজনা মনে করিয়াই সুরলোকে সেই পতি প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পতিগ্রহণ আবশ্যকতা শাস্ত্র নিষিদ্ধ না হইলেও, স্ত্রী সম্প্রদায়ীকে এ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে অগ্রে ভূত, ভবিষ্যত অনেকটা ভাবিয়াই হস্তক্ষেপ করিতে হয়। বোন, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ না করাটাই অধিকতর মঙ্গল মনে করি।

আজকাল আরও দেখিতেছি যে, মূর্খা স্ত্রীগণ স্বামী সম্পর্কতা লাভ করিয়াই একদা কালাকাল কি শারীরিক, মানসিক প্রতি তিলমাত্রও দৃষ্টি না করিয়া নিকৃষ্ট পাশবী প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধন করিবার ইচ্ছায়ই যখন তখন স্বামীসংযতা হইয়া থাকে, বোধ হয় কোন কোন পুরুষেরাও কালাকাল ও অসুস্থতা ভুলিয়া নিজের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তুচ্ছ করিয়া বিবেচনা বিহীন ইতর প্রাণীর ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বোন নিয়ম রহিয়াছে যে, পুরুষ সর্ব্বদা স্বীয় স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং নির্দ্দিষ্ট ঋতুকালে সেইস্ত্রীতে অভিগমন করিবে, ঋতুস্নাতা পত্নীতে সংযত হওয়াই শাস্ত্র সম্মত ও সহজ জ্ঞানের অনুমোদিত। বোন, নিকৃষ্ট প্রাণীগণই ইহার একমাত্র দৃষ্টান্তের স্থল, ইহারা ঋতু কাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী সহবাসে আদৌ উদ্বেল নহে। শ্রেষ্ঠ জাত মানবের এবিষয়ে মোটেই দৃষ্টিনাই, মানবের কালাকাল জ্ঞান নাই, স্ত্রীর কি স্বামীর মানসিক অসুস্থতার দিকে লক্ষপাত নাই, বেগে মত্ত হইয়াই যথেচ্ছাকালে অভিগমনে ব্যস্ত থাকে ইত্যাদি। ভগিনি, এগুলি বড় ঘৃণিত ও নিয়মের বহির্ভূত ও পরিণামে বড়ই অনুতাপিত হয়। ইহাতে স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই অকালে দুর্ব্বলকর রোগে আক্রান্ত হয়। শুক্রক্ষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মনের উল্লাস ও উৎসাহ একেবারে লোপ পায়। দুরারোগ্য রোগে প্রপীড়িত হইয়া অকালতা দোষে নীত হয়; এদিকে গর্ভজাত সন্তানাদিও, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া, সমাজে নিপীড়িত হইয়া থাকে ইত্যাদি। অতএব বলিতেছি বোন, আমার

বর্ণিত বৃত্তান্ত প্রতি তুমি আদর্শরূপ অনুসরণীয়া হও। তোমার স্বামীদেবকেও এতৎসম্পর্কে ন্যায়ানুগত কর ইচ্ছা করি; কিন্তু পার কিনা সন্দেহ হয়, কারণ পুরুষ এতদলোভে নিতান্তই অপ্রবোধিত হয়, বেগে মাতিয়া গেলে পুরুষ একেবারেই বর্ণের ভেদাভেদ রাখেনা, যোগ্যাযোগ্য গণেনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ডরেনা, ক্ষণিক সুখের জন্য অনিত্যতায় ডুবদিয়া আজীবনের জন্য আপনাকে নানাহ প্রকারে দুভার্গ্যবান করিয়া তোলে।

ভগিনি এইক্ষণ বৈঠক ভঙ্গ করা হউক, আরোধিক বলিবার সময় নাই। স্নানাহার পরিত্যাগে একদা কয়েক ঘণ্টা যাবত রক্ত চলাচল বন্ধ করিয়া স্বাস্থ্যের হানি করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এদিকে নিজালয়ে ফিরিবারও সময় হইয়াছে। মাতৃদেবীকে শেষ দেখা দেওয়াও দরকার। এইক্ষণ স্নানাহারে যাওয়া হউক।

স্বামী-সোহাগিনী ও সম্পর্কিতা ভগিনি সভা ভঙ্গকরতঃ একত্রে স্নানাহার করিয়া পরস্পর বিদায়ে প্রস্তুত হইলেন, অতএব—

বিদায়—

স্বামী-সোহাগিনী সম্পর্কিতা ভগিনীর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—'ভগিনি এইক্ষণ আমাকে বিদায় দাও, আমি বিদায় চাহিতেছি। তোমার বিবাহ উৎসবে আসিয়া বিশেষ আমোদ আহ্লাদে কয়েকটা দিন বেড়াইয়া চলিলাম, তোমার বিবাহ উৎসবে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার পরিণয়-ক্ষেত্র মঙ্গল-

দায়ক হউক মর্ম্মে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, আশাকরি তাহার একটীও তোমার প্রতিপালনে অযথা যাইবে না। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার জ্ঞান তুলনায় এপরিবারে আর একজন আছে কিনা সন্দেহ, তুমি এপরিবারের কর্ত্রী হইয়া অন্তঃপুরের আধিপত্য কর। স্বামী সেবায় ব্রতী হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতঃ ইহজীবনে স্বামী-সোহাগিনী অন্তিমে সহমরণী, পরকালে স্বর্গবাসিনী হও ইচ্ছা করি। আশীর্ব্বাদ রাখি যে, সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি হইয়া স্বামী মনতোষে স্বামী সোহাগিনী হও।

এইক্ষণ আমি চলিলাম। মাতৃদেবীকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণে নিজালয়ে পঁহুছিব। তুমি সপ্তাহে ২ চিঠি লিখিও, উত্তরে বঞ্চিত হইবেনা। বিদায় দিয়া একদা ভুলিয়া থাকিওনা। আইস, মাতৃদেবীর প্রথম উপদেশের শেষাংশের মর্ম্মটী চুপি চুপি বলিয়া দি ; "— ————————"। শোন, এই পবিত্র জিনিসটাই সেই পাক্ নাম হয়। সাবধান ! যেন ইহা দ্বিকর্ণ না হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ অভিনিবেশে জপ্ তপ্ করিতে থাকিও, দেখিবে অবিলম্বেই তোমার শ্রম সফল হইয়া আসিতেছে। ইতি—

সমাপ্ত।